আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

নিখিলক্ষেমবিধাতা পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ, চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত বাংলা বাণীসমূহের ১৯৯১ থেকে ২৪০০ নম্বর পর্য্যন্ত বাণী আছে। অতএব, এ গ্রন্থে প্রকাশিত বাণীরাজির মোট সংখ্যা ৪১০। প্রথম বাণীটি শ্রীশ্রীঠাকুর দান করেন ১৯৫০ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে বেলা ১১-২০ মিনিটে এবং শেষ বাণীটি (২৪০০ নং) প্রদানের কাল ঐ সালেরই ৭ই সেপ্টেম্বর, সকাল ৮-২০ মিনিট। এই সময়ে দু'-তিন বছর ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ বহুসংখ্যক বাণী দিয়েছেন। তার মধ্যে অনেকগুলি বেশ বড়। যখন যেমনতর বিষয় ও ব্যাপার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, তখন তার সমাধানের জন্য যথাযোগ্য উক্তি তাঁর শ্রীমুখ থেকে নির্গত হয়েছে। তাই, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও তিনি ভক্তি, প্রীতি, ধর্ম্ম, ইষ্টপ্রাণতা, ব্যবহার, সাধনা, পরিবেশের সেবা, কপটতা, অর্থনীতি, শিক্ষা, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বাণী দেন।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের নিষ্ঠানন্দিত পঠন ও পাঠন ঘরে-ঘরে প্রতিটি মানুষকে ইষ্টপ্রাণ চলনের পথে উদাত্ত ও উন্মুক্ত ক'রে তুলুক, পরমপিতার রাতুল চরণোপান্তে এই আমাদের প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ, দেওঘর
মহাষ্টমী, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৮২
ইং ১২।১০।১৯৭৫

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
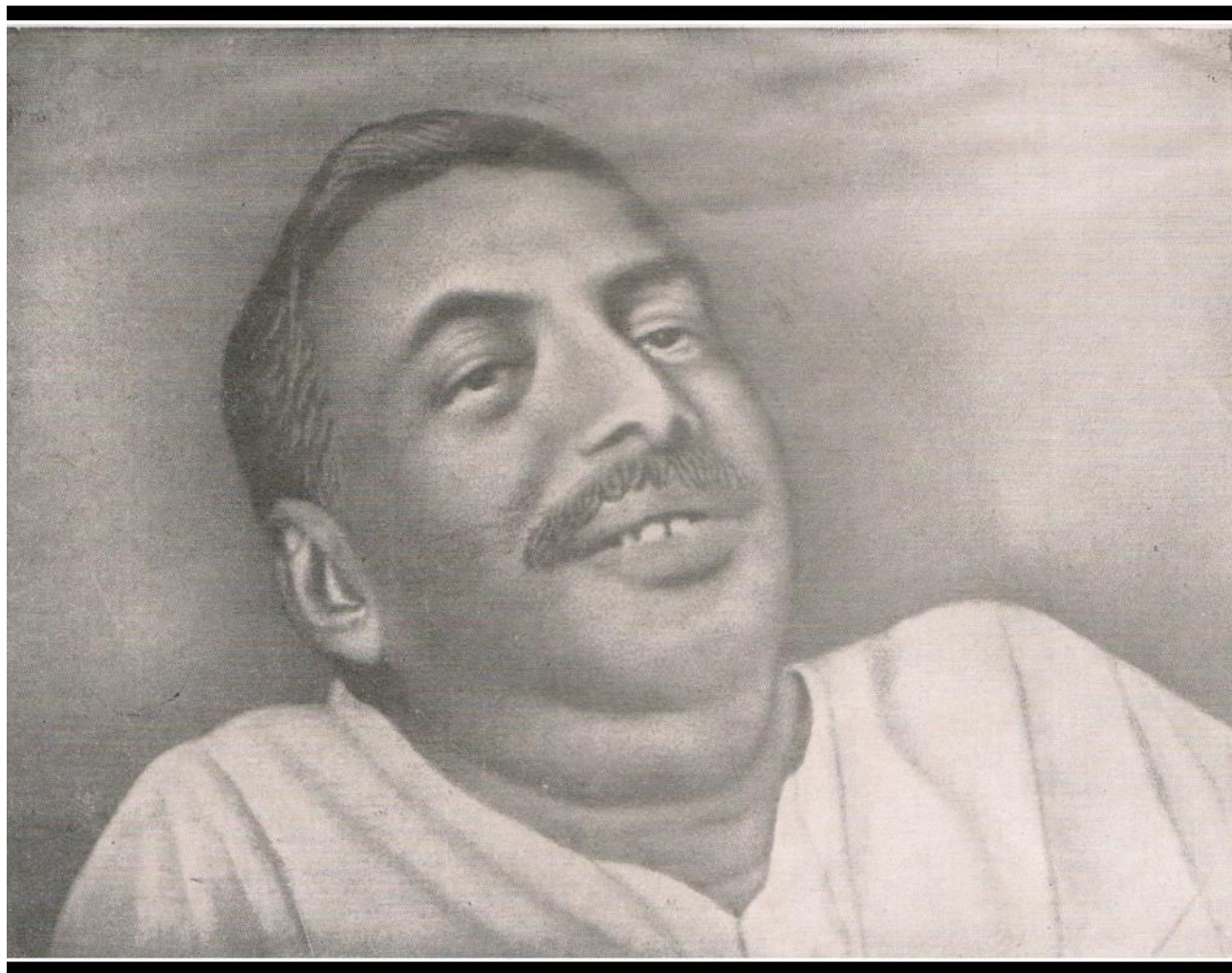
উপায়ের যথাবিধি অনুপালন,
প্রস্তুতি, সদ্ব্যবহার ও প্রয়োগকে
সময়মাফিক সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে
নিয়ন্ত্রিত না ক'রে
যা'রা অবজ্ঞা ক'রে চলে—
উপায়ও তা'দিগকে
উপহাসে তাচ্ছিল্য করে। ১৯১।
১১।৪।১৯৫০, বেলা ১১-২০

যে-কোন ধর্ম্মসংস্থাই হোক
বা দ্বিজাধিকরণই হোক—
তা' যে-কোন পূরয়মাণ প্রেরিতপুরুষে
কেন্দ্রায়িত হোক না—
ঐ পন্থীদের নিজেদের ভিতরই হোক
বা অন্যের ভিতরই হোক—
আক্রোশ বা বিদ্বেষ-বশতঃ
যা'রাই যা'দিগকেই
অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও রক্তমোক্ষিত
করুক না কেন—
তা'রা ঐ অবতার, প্রেরিত
বা কেন্দ্রপুরুষদিগকেই
অপমানিত ক'রে থাকে,
লাঞ্ছিত ক'রে থাকে,
তাঁদের প্রত্যেককেই রক্তমোক্ষিত ক'রে তোলে,

কারণ, প্রত্যেকটি অবতার বা প্রেরিতপুরুষ
প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রতীক—
আধ্যাত্মিক একরুহ্বাহিতায়,
আবার, পূর্ব্বপূরয়মাণ
বর্ত্তমান প্রেরিত বা তথাগতে
পূর্ব্বতনরা বোধি-তাৎপর্য্যে
জীয়ন্ত থাকেন,
তাই, বর্ত্তমান যিনি
তিনি পূর্ব্বতনদিগেরই সাকার বিগ্রহ,
তাই, তাঁ'র উপাসনাই
তাঁ'দের উপাসনা,
তাঁ'র অবমাননাই
তাঁ'দের অবমাননা,
এবং তাঁ'দের অবমাননার ফলে
অন্তরের আত্মিক শক্তি
বিক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠায়
দীর্ঘনিঃশ্বাসে
দীর্ণী-অভিভূতিতে ম্রিয়মাণ হ'য়ে চলে,
আর, ধর্ম্ম সেখানে ধৃতিহারা,
বিক্ষুব্ধ ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
আবার, শয়তান সেখানে
সহাস্য, দাম্ভিক বৈজয়ন্তীতে
ক্ষয়মুখর অভিযানে চ'লতে থাকে,
স্বর্গ শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে সেখানে,
আর, নরক
রঞ্জিত বদনে এগিয়ে আসে ততই। ১৯৯২।
১২।৪।১৯৫০, বেলা ১১-২০

প্রত্যক্ষ দর্শন বা বহুদর্শিতা যেখানে
সক্রিয়তায় প্রস্তুতির প্রেরণা যোগায় না—
বুদ্ধি-বিবেচনা দূরদৃষ্টিকে
যেখানে অবজ্ঞা করে—
ঠেকেও যা'দের চেতনা নাই—
দেখেও চেতনা হয় না যা'দের—
বিধ্বস্তির অপেক্ষা করা ছাড়া
আর পথ কোথায় ? ১৯৯৩ ।
১২।৪।১৯৫০, রাত্র ১০টা

সম্মানিত হবে ততই—
আত্মপর্য্যবেক্ষণে সুনিয়ন্ত্রিত সক্রিয়তায়
তোমার সম্মানপাত্র যিনি বা যাঁ'রা
তাঁ'দিগকে সেবায়, সম্ভ্রমে, অনুচর্য্যায়
মন্ত্রণ-তাৎপর্য্যে
সম্মানিত ক'রে তুলবে যতই তুমি—
অন্তরকে উৎফুল্ল ক'রে
পূরণ ও পোষণী প্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে—
আপদ-নিরোধী সশ্রদ্ধ অনুরাগে
পরিবেশে প্রতিষ্ঠা ক'রে তা'দিগকে,
সম্মান
স্মিত হাসিতে অভিবাদন ক'রে চ'লবে। ১৯৯৪ ।
১৪।৪।১৯৫০, রাত্র ৯-২০

তোমার গুরুজন যাঁ'রা
তোমার প্রতি তাঁ'দের স্নেহলচর্য্যা ছাড়া
সম্ভ্রমী সেবা বা পরিচারী ব্যবহার
তোমার পক্ষে নিতান্তই অসম্মানপ্রদ ও গর্হিত,

তাঁ'দিগকে সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
যতই ফুল্ল ক'রে তুলতে পার—
আত্মপ্রসাদ ও গৌরব তোমাকে
ততই অভিনন্দিত ক'রবে। ১৯৯৫।
১৫।৪।১৯৫০, বেলা ১১-২০

পূর্ব্বপূরয়মাণ আদর্শ বা আচার্য্যে
সক্রিয় অচ্যুত অনুরাগে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে—
প্রবৃত্তিগুলির সার্থক নিয়ন্ত্রণে
আয়ত্তে নিয়ে এসে—
কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, সহ্য ও ধৈর্য্যশীল,
দ্রোহনিয়ন্ত্রণপ্রবণ,
উপচয়ী অর্জ্জনপটু, প্রীতিপ্রবণ, অপ্রত্যাশী,
নির্লিপ্ত, তপঃপ্রাণ,
কদর্য্যনিরোধী, পরাক্রমী,
নাছোড়বান্দা-প্রবর্ত্তনাপ্রবণ,
সহজ মমত্বদীপ্ত সেবাসম্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে
সন্ধিৎসা, সহজ জ্ঞান, উপস্থিতবুদ্ধি
ও কুশলকৌশলী বাক্চাতুর্য্যপরায়ণ বোধির
উদ্বোধনা ক'রে—
এক-কথায়, নিজের সত্তাকে আদর্শে নীত ক'রে
তবে নেতা হ'তে যেও,
নইলে, তোমার নেতৃত্ব
বিড়ম্বনারই বিপদসঙ্কুল উপায়ন ছাড়া
কিছুই হবে না—
দাম্ভিক আত্মম্ভরিতার দৌরাত্ম্যে
তুমিও ম'রবে, দশজনকেও মারবে ;

আদর্শে দীক্ষায় উদ্দীপ্ত হও,
সব দিক দিয়ে তপঃপরায়ণ হ'য়ে
সত্তানুগ বৈধী-সম্বর্দ্ধনায়
বিধানকে বিধায়িত কর,
বাস্তব চরিত্রে নিজেও চল তেমনি ক'রে,
সুস্থিকে পরিপালন ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সৌজন্যমুখর সেবাসৌকর্য্যে
নিয়ন্ত্রিত কর মানুষকে,
তোমার চারিত্রিক চৌম্বক আকর্ষণেও
মানুষ চালিত হোক তদনুপ্রাণনায়—
নেতৃত্ব তোমার সার্থক হবে। ১৯৯৬।
১৬।৪।১৯৫০, রাত্র ১১-১৫

ঈশ্বরে উপসন্ন আনতি নিয়ে
কেন্দ্রায়িত ইষ্টানুগ চলনে
পূর্ত্তনীতির ধাপে-ধাপে পা ফেলে
যে-মুহূর্ত্তেই তুমি শাসনমঞ্চে দাঁড়িয়েছ—
বৈশিষ্ট্যপোষণী পরিচর্য্যায়
গণস্বার্থ, গণহিত,
গণসম্বর্দ্ধনী সেবা ও সংরক্ষণই
তোমার ধর্ম্ম,
এই ধর্ম্মে এতটুকু অভিঘাতও
তোমাকে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে কিন্তু—
যা'র ফলে, জনগণও বিধ্বস্ত হয়ে উঠবে ;
ঐ রাষ্ট্রমঞ্চেই যদি দাঁড়াতে চাও—
ঐ রাষ্ট্রধর্ম্ম
অর্থাৎ, তা'র সংরক্ষণ, সংস্থিতি, সংবর্দ্ধনকে

যেখানে যেমন যা'ই কর না—
তিলমাত্রও অবহেলা ক'রো না,
এ অবহেলায় তোমার রাষ্ট্র
অবলুণ্ঠিত হ'য়ে উঠতে পারে ;
ঐ তপ-প্রয়াসে তোমার
যেখানে যেরূপ ধ'রতে হয়
তা'ই ধ'রতে হবে,
যেরূপ চলনে বাক্‌চাতুর্য্যে চ'লতে হয়
তা' চ'লতে হবে,
যেখানে যেমন যা' ক'রলে
উপচয়ের সহিত কৃতকার্য্যতায়
কৃতার্থতায় অধিরূঢ় হওয়া যেতে পারে
তা'ই ক'রতে হবে তোমাকে,
আর, সেখানে তা'ই কিন্তু সত্য,
—যদি না কর, ব্যতিক্রম ও বিড়ম্বনা
অতিনিশ্চয় ;
ঈশ্বর-উপসন্নতা ও ইষ্টকেন্দ্রিকতা
অবহেলা ক'রে
যদি ঐ মঞ্চ-অধিনায়ক হ'তে চাও—
বিধ্বস্তি
উপহাস-অট্টহাসিতে
পৈশাচিক নখরে
তুমি ও তোমার সংস্থাকে
কখন কী ক'রে ফেলবে—
ইতিহাসের রূপকথায় ছাড়া
তা'র হদিসও থাকবে না। ১৯৭।
১৬।৪।১৯৫০, রাত্র ১২টা

হিসাবগুলি সব সত্তায় মজিয়ে নিয়ে
স্বতঃ-স্বাতন্ত্রিকতায় ইষ্টানুগ চলনে
বোধিপ্রেরণায় স্বতঃ হ'য়ে যখনই চ'লতে থাকবে—
ভাবনা-চিন্তার তোলপাড়কে এড়িয়ে—
দেখতে বেহিসেবী মতন—
নিখুঁতভাবে—
বুঝতে পারা যাবে তখনই—
বোধি তোমার কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সত্তায় সহজ হ'য়ে উঠেছে,
পাকা ভাবীর বেতালে পা পড়ে না। ১৯৯৮।
১৭।৪।১৯৫০, বেলা ১২টা

অচিন্ত্য যিনি—
বাক্য ও
মনের অগোচর যিনি—
অনুরাগ-উদ্দীপনা তাঁ'তে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠা সুদূরপরাহত,
আর, ঐ সশ্রদ্ধ অনুরাগোদ্দীপনায়
সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না উঠলে
মানুষের মন তা'র সমস্ত প্রবৃত্তির সমাবেশে
সার্থক সমন্বয় নিয়ে
বোধি-উদ্‌গমে
উদ্‌গতিতে ভূমায়িত হ'য়ে উঠতে পারে না,
কিন্তু আদর্শ, ইষ্ট
প্রাজ্ঞ প্রিয়পরম
অর্থাৎ, বোধিসম্বুদ্ধ তদ্বেত্তা যিনি
তাঁ'তে সশ্রদ্ধ উদ্দীপী অনুরাগে

কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
উদ্গতির ভূমায়িত বিকশনে
প্রবৃত্তির সার্থক-সমাবেশী
নিয়ন্ত্রিত সমাহিত সামঞ্জস্যে
বোধি-উদ্গমের ভিতর-দিয়ে
ঐ 'অবাঙ্মনসোগোচরম্'কে
বোধি-সংস্পর্শে আনা যেয়ে থাকে,
আর, অচিন্ত্য যা' বা শূন্য যা' বা যিনি
বাক্য-মনের অগোচর যিনি
তৎস্পর্শী বোধিবেত্তাকে বাদ দিয়ে
তাঁ'কে উপাসনা ক'রতে যাওয়া—
বাস্তবে
বিকৃতি-বিড়ম্বনাকেই উপাসনা করা-মাত্র;
তাই, তোমার প্রিয়পরম যিনি
তোমার বাসুদেব যিনি
ইষ্ট যিনি
আদর্শ যিনি
প্রেরিত বা তথাগত যিনি—
আগ্রহ-উদ্দীপী অনুরাগে
সমস্ত প্রবৃত্তির সুসঙ্গত-সমাবেশ-সার্থক
সক্রিয় সেবা-আনতির
মত্ত দীপনায়
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
বোধি তোমার
উত্তর-ঔজ্জ্বল্যে
তাঁ'কে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে

ঔপাদানিক সামান্যে
উপলব্ধি ক'রে
অব্যয়ী-প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত থাকবে,
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি
তোমার যা'-কিছু নিয়ে তাঁ'তে। ১৯৯।
১৭।৪।১৯৫০, রাত্রি ৯-৩২

তোমার আদর্শই হউন
প্রাজ্ঞ প্রিয়পরমই হউন
বা ইষ্টই হউন—
তাঁ'র প্রতি আগ্রহ-আনত
অনুরাগোদ্দীপনায়
সক্রিয় সেবাচর্য্যায়
প্রাণের উচ্ছল আবেগে
আত্মপ্রসাদী অনুকম্পনায়
আকূতির সহিত
যখন যেমন যতই
দেবার আবেগে উদাত্ত হ'য়ে উঠবে—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে তুমি ততই তাঁ'তে—
মমতার উদগ্র আবেগে,
প্রবৃত্তিগুলিও অন্বিত হ'য়ে
সার্থক সমাবেশ নিয়ে
সামঞ্জস্যে
তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে—
একটা বীর্য্যবান সার্থক সংহতি নিয়ে
কুশলকর্ম্মা উপচয়ী শ্রমতাৎপর্য্যে;

আর, ঐ আগ্রহ অমনতর না হ'য়ে
প্রত্যাশা ও প্রার্থনার সঙ্কুলতায়
যতই যাচ্ঞামুখর হ'য়ে উঠবে,—
প্রবৃত্তিগুলি সঙ্কীর্ণস্বার্থী হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ক্ষোভতৎপরতায়
শ্রমকাতর সংক্ষুধ আবেগে
সঙ্কীর্ণই ক'রে চ'লবে—
যোগ্যতাকে অবদলিত ক'রে—
অর্জ্জী-আকূতিকে অলস ও অপচয়ী ক'রে—
প্রয়োজনকে প্রতুল ক'রে তুলে
বা
অব্যবস্থ কুৎসিত কদাচারী ক'রে,
প্রেয় হ'য়ে উঠবেন তোমার
বৃত্তি-পরিপোষণে ইন্ধনস্বরূপ,
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠা
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি একটা
বিক্ষেপী তাৎপর্য্যে
তাঁ'রই অছিলা ক'রে
ভঙ্গুর ভঙ্গিমায়
ভ্রংশ ও ভ্রান্তি-সহযাত্রী
ক'রে নিয়ে চ'লবে;
উদ্গতিই যদি চাও—
ভূমায়িত হ'তেই যদি চাও—
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ—
দেবার আবেগে উদগ্র হ'য়ে,
উৎসর্গ ক'রে নিজেকে,

যা'-কিছু তোমার সব নিয়ে
তাঁ'রই পূজায়—
বিক্ষেপ ও বিকেন্দ্রিকতাকে উচ্ছেদ ক'রে—
আত্মসংস্থিতিতে সার্থক হ'য়ে ওঠ। ২০০০।
১৭।৪।১৯৫০, রাত্র ১০-৩০

তোমার প্রত্যেকটি নীতি যেন
ধর্ম্মনীতির অনুপূরক হয়
অর্থাৎ, সত্তাসংরক্ষণী ও সম্বর্দ্ধনী হয়—
নইলে, তা' কিন্তু বিপর্য্যয়ী। ২০০১।
১৮।৪।১৯৫০, বেলা ১১-১০

তোমার বুঝ যদি
ব্যবহারে প্রকট না হ'য়ে ওঠে—
সে-বুঝ তখনও মৌখিক মাত্র। ২০০২।
১৮।৪।১৯৫০, দুপুর ১২-১০

যে-প্রীতির সম্মুখে
অভিমান, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা
দাঁড়াতে পারে না,
নিজের স্বার্থ-মমতা
প্রতিষ্ঠাবুদ্ধি নস্যাৎ হ'য়ে ওঠে,
প্রবৃত্তিগুলি প্রিয়চর্য্যায় নিযুক্ত হ'য়ে
তাঁ'র আনন্দাভিলাষে
সক্রিয়তায় সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তৃপ্তিসাধনে স্বতঃ-সক্রিয়,
যুক্তি-বিচার-বিবেচনা
তাঁ'তেই উদ্বুদ্ধ হ'য়ে

সুস্থ সমর্থনে সর্ব্বতোভাবে
তাঁকেই পরিপূরণ করে,
প্রিয়র অশুভনিরোধী প্রতিরোধ
যা'র স্বতঃ-স্বাভাবিক,
বুঝ যেখানে ব্যবহারে প্রকট—
প্রীতি সেখানে
পারিজাত-হস্তে অগ্রসর হ'য়ে
নন্দনার গীতিতে
মহিমাময় ললিত লাস্যে
আলিঙ্গন ক'রে চলে। ২০০৩।
১৯।৪।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

অব্যয়ী প্রজ্ঞাশক্তি—
যিনি অনন্ত সময় ও সীমার ভিতর-দিয়ে
অসীমে নিরন্তর চলৎশীল—
তিনিই আত্মা। ২০০৪।
২০।৪।১৯৫০, রাত্র ৭-৫৫

যে-ঔদার্য্য বা সত্য সত্তাবিধ্বংসী
গণবিপর্য্যয়ী
কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্ম-সংঘাতী—
তা'র অভিব্যক্তি
যে-ব্যক্তি, নীতি বা বিবেকের ভিতর-দিয়েই
হোক না কেন—
তা' কিন্তু প্রবৃত্তি-অভিভূত ব্যামোহ,
তাই, তোমার ঔদার্য্য বা সত্যনিষ্ঠা যদি
লোকবর্দ্ধনী ও লোকহিতী না হয়—
নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ-কুশল না হয়—

যথার্থ হ'লেও
তা' ধর্ম্ম বা ন্যায়ের কুৎসিত সঞ্চরণ,
জাহান্নমেরই ডাইনী আকর্ষণ,
আত্মঘাতী উদাত্ত মন্ত্র,
মৃত্যুমথিত মিথ্যার কুহক-সঙ্গীত। ২০০৫।
২১।৪।১৯৫০, রাত্র ১০-১৫

সহজাত জৈব-সংস্থিতির
দৈন্য ও বিকৃতি যেখানে যত—
বিরোধ, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের
সম্ভাবনাও সেখানে তত। ২০০৬।
২২।৪।১৯৫০, বেলা ৮টা

তোমার যা'-কিছু সবকে
ভক্তি-অনুপ্রাণনায়
পিতামাতায় সংহত ক'রে
পিতৃমাতৃভক্তি-সহ তোমাকে নৈবেদ্য ক'রে
ইষ্ট বা আচার্য্য-সকাশে উপনীত হ'য়ে
দীক্ষায় অভিষিক্ত হওতঃ
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
সার্থক যতক্ষণ না হ'চ্ছ
অচ্যুত সক্রিয় আনতি নিয়ে—
তোমার ব্যক্তিত্ব
পূর্ণ মনুষ্যত্বে উন্নীত হওয়া
সুদূরপরাহত,
তোমার ব্যক্তিত্ব খণ্ডবোধির
বিচ্ছিন্ন ভ্রমসঙ্কুল ইতস্ততঃ
ঘূর্ণি নিয়েই চ'লতে থাকবে—

ঐ বিচ্ছিন্ন জলুসকেই বিকীর্ণ ক'রে,
তুমি লাখ গরব কর—
গরীয়ান মর্য্যাদা তোমাতে
কিছুতেই সার্থক হয়ে উঠবে না। ২০০৭।
২৩।৪।১৯৫০, বেলা ৭-৪৫

যা'রা ঈশ্বরকে
খণ্ডিত-তাৎপর্য্যে স্থাপন করে
বা অস্বীকার করে,—
পূর্ব্বপূরয়মাণ প্রেরিত
বা অবতার পুরুষদিগকে স্বীকার করে না
বা তাঁ'দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে,—
পূর্ব্বপূরয়মাণগণ পূরয়মাণ বর্ত্তমানে
অন্তর্নিবিষ্ট—
এমনতর ভাবতে যা'রা নারাজ,—
যা'রা তাঁ'দের প্রবর্ত্তিত পন্থাকে
ঘৃণা বা দ্বেষ-চক্ষুতে দেখে
ও বলে ও করেও তেমনতর,—
অপর পন্থী ও সম্প্রদায়ে
সহযোগহারা সেবাবিমুখ
এবং তা'দিগকে আত্মীয় বা নিজস্বের মত
ব্যবহার করে না—
বিপদে, বিপর্য্যয়ে, ব্যাহতিতে, ব্যামোহে,—
উৎকর্ষ-উদ্দীপী প্রত্যেকটি সম্প্রদায়-সম্বন্ধে
সামঞ্জস্যসম্পন্ন একত্বানুধ্যায়ী নয় যা'রা
—আত্মবোধে—বাস্তব সক্রিয়তায়,—
সত্তাসম্বর্দ্ধনী চলনার

বিপরীত-গতিসম্পন্ন হ'য়ে
কথায়-কাজে তা'রই অভিব্যক্তি নিয়ে চলে,—
যা'রা অসংস্কৃত থাকা
অসংস্কৃত বলা
অসংস্কৃত চলার বাহাদুরী নিয়েই
জলুস বিকিরণ ক'রে
আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চায়,—
—বাস্তবতায় তা'রাই ম্লেচ্ছ,
তা'রাই হেদেন,
তা'রাই কাফের,
তা'দের কূট প্রভাবে আত্মবিলয় না ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্ব যদি
এই জাতীয় পঙ্কিলমনাদিগকে
উৎকর্ষে উদ্বুদ্ধ ক'রে
সেই ভাগবতী মহাপ্রজ্ঞায়
উদ্বোধিত ক'রে তুলতে পারে—
সক্রিয় উদ্দীপনায়,—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
তোমার অন্তরের প্রেরণাকে প্রসারিত ক'রে
সার্থক ক'রে তুলবে সুনিশ্চিত। ২০০৮।
২৫।৪।১৯৫০, বেলা ৯-৪৯

যা' জান না—
জানার দাবীতে
গ্লানিকর বুদ্ধি নিয়ে
ঔদ্ধত্যের সহিত
অলীক ধারণায় যেই তা'কে আঁকড়ে রইলে,—

নিজেকে প্রবঞ্চিত তো ক'রলেই,
তোমার আশপাশকেও
বঞ্চনার রঙ্গিল রঙ্গে
অনুরঞ্জিত ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে দিলে। ২০০৯।
২৫।৪।১৯৫০, বেলা ১০-২০

বাস্তুহারা হওয়া নিদারুণ—
কিন্তু যোগ্যতাহারা হওয়া সর্ব্বনাশা,
এই যোগ্যতাকে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে
অর্জ্জন ক'রতে হ'লেই
আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'তেই হবে সক্রিয়তায়,
এই সক্রিয় কেন্দ্রায়িত হবার আগ্রহ থেকে
আসে সার্থক বোধোৎপত্তি—
আলিঙ্গনী সংহতিপ্রাণতা,
তাই, আজ যা'রা বাস্তুহারা—
সর্ব্বনাশের ঘনঘটা যা'দের
চারিদিকেই ঘিরে ধ'রেছে—
আগ্রহ আকুল কণ্ঠে তা'দের বলি—
সাবধান থেকো,
যোগ্যতাকে হারিও না,
এই যোগ্যতা যদি থাকে—
লাখ হারানকে অতিক্রম ক'রে
বহু পাওয়ার আবির্ভাব হ'তে পারে
বিধিমাফিক শ্রমকুশল সৌকর্য্যে;
যত পার, অন্যে নির্ভরশীল হ'তে যেও না,

যা' পাও সেইটেকে ধ'রে
দাঁড়াতে চেষ্টা ক'র
চ'লতে চেষ্টা কর,
ক'রতে চেষ্টা কর—
উপচয়ী পদক্ষেপে
সদনুবর্ত্তিতায় নিছক হ'য়ে,
যদি চল এমনি ক'রে—
সে-দিন বেশী দূরে নাই—
অনতিবিলম্বেই আবার পেতে পারবে অনেক,
আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
চ'লতে সুরু কর এখনই—
যেমন পার তেমনি ক'রেই,
চলাটাকে বাড়িয়ে ক্রমশঃই ;
প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—
তোমরা সার্থক হও,
সুস্থ হও,
সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
একটা বীর্য্যবান সহযোগী সংহতি নিয়ে
বাস্তব সক্রিয়তায়
প্রতিপ্রত্যেককে উপযুক্ত ক'রে তুলে
যোগ্যতার পথে অটুটভাবে চলন্ত হ'য়ে চল—
তিনি তোমাদের অন্তরে
অমৃত বর্ষণ করুন। ২০১০।
২৭।৪।১৯৫০, বেলা ১০-৩০

যাঁ'রা মনে করে—
ঈশ্বরোপাসনায়
তাঁ'তে নিজের কর্ম্মনিঃসৃত ফলকে উৎসর্গ ক'রে
আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত হওয়ার
কোন প্রয়োজন নাই,—
তাঁ'র জীয়ন্ত বেদীমূলে অর্থাৎ ইষ্টে
নিজের ইষ্টানুগ পথে
শ্রমনিয়ন্ত্রিত উপচয়ী অর্জ্জনী অর্থ দিয়ে
তাঁ'তে ঐ অর্থকে সার্থক ক'রে তোলবার
কোন তাৎপর্য্যই নেইকো,—
নিজের অর্থ, সামর্থ্য ও সমৃদ্ধি দিয়ে
তাঁ'র সেবায় উৎকর্ষিত হ'য়ে
উৎক্রমণশীল হওয়া একটা ভ্রান্তি মাত্র,—
ঐ অর্থ দিয়ে অভিনন্দনায় তাঁ'কে
নিজের অন্তরে অভিদীপ্ত ক'রে তোলা
একটা অসৌষ্ঠব অনুষ্ঠান,—
ঐ ভ্রান্ত বুদ্ধিই ব্যামোহ,
স্বার্থসন্ধিক্ষু ভজন
দুর্ভাগ্যেরই আমন্ত্রক ছাড়া কিছুই নয়কো;
যে-ব্যভিচারে ইষ্ট বা ঈশ্বরে
মমতাকে উদগ্র ক'রে
মমতানিবদ্ধ হ'য়ে
নিজের যা'-কিছু দিয়ে
তাঁ'কে অর্চ্চনা ক'রে
আশীর্ব্বাদ-চর্চ্চিত হ'য়ে
উদ্বর্দ্ধনে উৎক্রমণশীল হওয়া
বা তপশ্চর্য্যাকে কেন্দ্রায়িত ক'রে

উদ্‌গতিকে আলিঙ্গন করার
কোন উপায়ই থাকে না,
এমনতর ব্যুৎপত্তির ফলে
সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ভ্রষ্টাচারী হ'য়ে
নষ্টের আহুতি যে হ'তেই হবে
তা' প্রায়শঃই অতিনিশ্চিত ;
যতক্ষণ তোমার নিজেকে
তোমার যা'-কিছু নিয়ে
পরিপালন করার প্রয়োজন আছে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার অন্তরে
তাঁ'কে পরিপালন করার
অনুষ্ঠানী আচরণ যদি
সক্রিয় উদগ্র হ'য়ে না থাকে—
তোমার যা'-কিছু
সমন্বয়-সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'তে সার্থক হ'য়েই উঠবে না,
বঞ্চনাই হবে তোমার তপের উপঢৌকন,
ধন্যই যদি হ'তে চাও—
তোমার বিষয়কে বিশ্বনাথে
সার্থক ক'রে তোল
অন্তর এবং বাহিরে,
নিজের অস্তিত্বকে
যথাযোগ্য পরিপালিত ক'রে পরিপোষিত ক'রো,
আর, এ যেমন যেখানে যতটুকু ক'রবে
করার তারতম্যে প্রাপ্তিও হবে তেমনি। ২০১১।
২৮।৪।১৯৫০, বেলা ৯-২৫

ক'টা হ'ল মোক্তা কথা,—
ধর্ম্মপ্রাণতা,
আত্মোৎসর্গী সন্দীক্ষা,
ইষ্ট বা আদর্শে অদম্য, অচ্যুত
সক্রিয়, সেবাপ্রবণ অনুরাগ—
যা'তে সমস্ত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
ঐ অনুরাগ-আকর্ষণে
সার্থক ও সংহত হ'য়ে ওঠে
বিবেক-সঙ্গতি নিয়ে,
প্রত্যয়ী-প্রবুদ্ধ বোধি-তাৎপর্য্য,
বাক্য, চরিত্র ও ব্যবহারের সুসঙ্গতি,
মনোজ্ঞ চরিত্র,
হৃদয়াকর্ষক লোকস্বার্থী সেবা ও সদ্ব্যবহার,
চিত্তবিনোদী ভাবভঙ্গী,
বাক্‌তপা হ'য়ে বাক্যকে
সুশাসনে সুপরিচালিত করা
যা'তে বাক্য চৌম্বকশক্তিপ্রবণ হয় এমনতরভাবে,
দূরদৃষ্টিপ্রবণ উপস্থিতবুদ্ধি,
সৌজন্য ও সহানুভূতির সহিত
লোকের আত্মবিবরণ শোনা,
উদ্দেশ্যের অনুপূরক ক'রে
ব্যাপার ও ঘটনাবলীর
যথোপযুক্ত, সুযুক্তিপূর্ণ
কুশলকৌশলী পরিচালনা—
বাক্য, ব্যবহারে ও কর্ম্মে,
ক্ষিপ্র দক্ষতার সহিত
ধীর মস্তিষ্কে

নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করা,
সুযোগ ও সুবিধাকে তাচ্ছিল্য না ক'রে
ইষ্টানুগ উদ্দেশ্যের
পূরণ ও পোষণে
যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে
আদর্শপ্রতিষ্ঠায় তৎপর রাখা,
বিরক্তি, বিরোধ, বিদ্বেষ ও অসহযোগী ব্যবহারের
অভিব্যক্তি না দেওয়া,
আদর্শ বা ইষ্টগোষ্ঠীতে অদ্রোহ,
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে পরিণাম চিন্তা ক'রে
অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে
বাঞ্ছিত গন্তব্যে চলা,
পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সব দিক দিয়ে
সব রকমে তা'র সদ্ব্যবহার—
এই হ'চ্ছে লোকপালী নেতৃত্বের
ন্যায্য সম্পদ। ২০১২।
১।৫।১৯৫০, বেলা ১০টা

মহান যাঁ'রা
তাঁ'দের জীবন
যে দীপন-পরশে
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
যে-জীবনী সঙ্কলন হয়—
তা'
মানুষের কোন উৎকর্ষ-অভিযানের

পাথেয় হয় না—
বরং বিক্ষিপ্ত ব্যামোহেরই স্রষ্টা তা'। ২০১৩।
২।৫।১৯৫০, বিকাল ৬-১৫

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই হোক
বা দেবতার উদ্দেশ্যেই হোক
বা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার জন্যই হোক
প্রাণিহত্যা ক'রতে যেও না—
অসহায়ভাবে তোমাদিগকেও হত হ'তে হবে। ২০১৪।
২।৫।১৯৫০, রাত্র ৮টা

যে-ধর্ম্ম বা মতবাদ
ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করাকে
সমর্থন করে না
এবং তৎকেন্দ্রিকতায়
সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণকে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না—
আরও পূর্ব্বপূরয়মাণ অবতার, প্রেরিত
ও তাঁ'দিগকে কেন্দ্র ক'রে
যে-সমস্ত সংস্থা সৃষ্টি হ'য়েছে
তা'দের প্রতি অসহযোগিতা,
ভেদ, বিদ্বেষ, অসূয়াপরবশতা
ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে—
একত্বানুধ্যায়ী বৈশিষ্ট্যপরিপালী
আত্মশুদ্ধি
ও সদাচারী সহযোগিতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে,—
তা' কিন্তু পরমার্থ বা পুণ্যের নয়কো,

তা' শান্তি ও সহযোগিতার
ঘোষণা নয়কো,
স্বস্তিনিষ্যন্দী শান্তিবাণী নয়কো,
তা' ঈশ্বরের অমৃত-আকর্ষণী নয়কো। ২০১৫।
২।৫।১৯৫০, রাত্রি ৮-২০

জলদিবাজী যেখানে কার্য্যপণ্ডকারী—
অসিদ্ধির আমন্ত্রক—
তা' কিন্তু হ্রস্বদৃষ্টিসম্পন্ন বেকুব কর্ম্মতৎপরতা,
তাই, যে-উপায়ে যে-পথে
যেমন ক'রে সময়ের সুব্যবহারে
তোমার সিদ্ধি সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তা'ই কিন্তু শ্রেয়ের পন্থা,
খুঁজেপেতে বের ক'রে
অমনি ক'রেই চ'লো। ২০১৬।
৩।৫।১৯৫০, রাত্রি ৮-৪৫

যখন যে-দেশেই যাও না কেন—
বা যে-দেশ, সমাজ বা সম্প্রদায়ের
লোকের সহিতই
আলাপ-আলোচনা কর না কেন—
তা'দের
ধর্ম্মনীতি, ধারণা, অনুকূল প্রথা,
ঐতিহ্য, ইতিহাস ও কৃষ্টিতে
সশ্রদ্ধ দাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে
তৎপরিপূরণী প্রগতিতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তোমার

মতবাদ, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা ক'রো,
ঐ সংস্কৃতির আকর্ষণ-উন্মাদনাই যেন
তোমার মতবাদ, উদ্দেশ্য বা আদর্শেতে
এমনতর আকৃষ্ট ক'রে ফেলে
যা'তে সবারই অন্তঃস্থল
উদ্দাম উন্মাদনায়
তোমাতে সংহত হ'য়ে ওঠে—
একটা সলীল, সুযুক্তিপূর্ণ,
সার্থক প্রেরণাদীপ্ত সঙ্গতি নিয়ে
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে,—
তা'তে তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তা'রাও সার্থকতার অমৃত-আশিসে
উদ্দাম হ'য়ে চ'লবে। ২০১৭।

৩।৫।১৯৫০, রাত্র ১০-৩০

প্রত্যেকের অন্তরেই
তা'র জৈবী-সংস্থিতি
জাতিগত, কৌলিক ও ব্যক্তিগত
সংস্কারের সংস্কৃতি নিয়ে
নানা রকমারির ভিতরে
নানা পর্য্যায়ে
পরিষেবিত হ'য়ে
এমনতর দানা বেঁধে উঠেছে
যা'তে
যে-কেউ যেমনতরই হোক না কেন—
তা' ভালই হোক আর মন্দই হোক—
ঐ প্রকৃতির প্রগতি নিয়ে

পরিস্ফুট হ'তে-হ'তে চ'লেছে
আর, এই হ'চ্ছে তা'র স্বয়েরই অভিব্যক্তি ;
আবার, এরই ব্যত্যয় যেখানে যেমন হ'চ্ছে—
সাঙ্কর্য্যও
নানারকম কেন্দ্র নিয়ে
বিভ্রান্ত, বিকেন্দ্রিক, বিপরীত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে
উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে উঠছে। ২০১৮।
৩।৫।১৯৫০, রাত্র ১০-৩৫

যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
তা' বাস্তবে পরিণত ক'রবার
হিসাব বা ফন্দীকে
এমনতর আড়ম্বরবহুল ক'রে তুলো না
যা'তে তোমার আগ্রহই
নিস্তেজ হ'য়ে যায়,
বরং তা'কে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর—
পর্য্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, ফন্দী
বা হিসাবের ভিতর-দিয়ে
যা'তে ঐ আগ্রহ তীক্ষ্ণ, অদম্য,
কেন্দ্রায়িত, অবাধ-উদ্যমী হ'য়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যায়
ঐ উদ্দেশ্যের বাস্তব পরিণয়নে
উদগ্র হ'য়ে চ'লতে থাকে,
এই রকমটা অন্তরে যতই
পরিপালন ক'রে চ'লতে পারবে—
সব ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়েও

সিদ্ধি তোমার দিকে এগুতে থাকবে
তেমনতর,
নয়তো, ঐ খতিয়ানী আগ্রহ
তোমাকে কল্পনাবিধুর ক'রে
আতুর চিন্তায় অবশমনা ক'রে তুলবে—
কৃতকার্য্য হওয়া তোমার পক্ষে
দুষ্কর হ'য়ে উঠবে ;
পরন্তু নাই বা ছিল না যা'—
ঐ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রায়িত সক্রিয় আগ্রহ
সবাইকে হতভম্ব ক'রে
তা' হওয়াটাকে প্রকট ক'রে তুলবে—
বোধ-বিবেক-ব্যবহারের
সক্রিয় অভিব্যক্তির অনুশীলনে । ২০১৯ ।
৪।৫।১৯৫০, সকাল ৭-১৫

ঠিক মনে রেখো—
গণ-সংহতি ও সম্বর্দ্ধনার মৌলিক উপাদানই হ'চ্ছে
ঈশ্বরপ্রাণতা, ধর্ম্মপরিপালন,
পূর্ব্বপূরয়মাণ জীবন্ত ইষ্ট বা আদর্শে নিষ্ঠা,
সৎমন্ত্রে সক্রিয় তপ,
ধর্ম্ম, আদর্শ ও কৃষ্টিপ্রাণতায় প্রতিটি জনের
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী সম্বর্দ্ধনী সত্তাসংহতি—
যে-অনুপ্রাণনায়
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে
সশ্রদ্ধ অবদান-আকূতিপ্রবণ হ'য়ে
সহযোগী অনুশীলনে

পরস্পর পরস্পরকে
উৎকর্ষমুখর ক'রে তোলে। ২০২০।
৪।৫।১৯৫০, বিকাল ৬-৪০

কৈফিয়তের জাবেদায় দাঁড়িয়ে
অন্তরের প্রীতিকে
উদ্‌ঘাটিত করা যায় না,
প্রীতি উৎসারিত হয়
সহজ, স্বায়ত্ত, স্বাবলম্বী,
স্বাতন্ত্রী সহানুভূতিসম্পন্ন সেবাপরিচর্য্যা
ও দাবীদাওয়াহীন অন্তর-উৎসারণী
অবদানের ভিতর-দিয়ে,
লোকদেখান লৌকিকতার ভিতর-দিয়ে
অন্তঃসারহীন প্রীতির ভান করা
যেতে পারে মাত্র। ২০২১।
৪।৫।১৯৫০, রাত্র ৭টা

যা'রা মিত্রতার মুখরোচক
চাটনী দিয়েও
সত্তা ও স্বার্থের অপঘাতী—
ডাকা-শত্রু থেকেও তা'রা বীভৎস,
সাবধানে সম্‌ঝে চ'লো। ২০২২।
৪।৫।১৯৫০, রাত্র ৭-২০

তুমি যে-দেশেরই পুরোধ্যাসী
বা রাষ্ট্রনায়ক হও না কেন—
সেই দেশের প্রত্যেকটি লোক

বা সম্প্রদায়ের শুভাশুভের জন্য
প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকটি মানুষই
কৈফিয়ৎ তলব ক'রতে পারে'
এবং তা'দের কৈফিয়তের উত্তর দিতে
ও তিরস্কার বা পুরস্কার নিতে
তোমার নৈতিকভাবে বাধ্য থাকা উচিত,
কারণ, প্রত্যেকেই তা'র পরিবেশ নিয়ে
গজিয়ে ওঠে,
তাই, প্রত্যেকেই
প্রত্যেক পরিবেশের জন্য দায়ী—
তা' মুখ্যতঃই হোক বা গৌণতঃই হোক,
আর, সেই লোকদায়িত্বেরই
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
পরিরক্ষী পুরঃপ্রতিনিধি তুমি। ২০২৩।
৫।৫।১৯৫০, বেলা ১০-৩৫

কোন সম্প্রদায়ের কেউ
যদি কোনপ্রকার
বৈশিষ্ট্য-বিপর্য্যয়ী, ব্যভিচারবিসৃজী,
সত্তা ও সংহতি-অপলাপী অপকর্ম্ম ক'রে
তা'র শাসনকে এড়াতে
অন্য কোন সম্প্রদায়ের
অন্তর্ভুক্ত হ'তে চায়—
ঐ অপকর্ম্মকে জীইয়ে উপভোগতৎপর থাকতে,—
আর, কোন সম্প্রদায় যদি
পরিশুদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও
সেই অপকর্ম্মাকে আশ্রয় দিয়ে

তা'র পরিপোষণ করে,
সমর্থন ও সংরক্ষণ করে,
—তা' লোকসত্তার বিক্ষোভী সংস্থা
ধর্ম্ম বা কৃষ্টির মুখোসপরা
শয়তানেরই অনুচর,
পুণ্যের নয়কো তা'—
পাতিত্যেরই অগ্রদূত,
কারণ, ধর্ম্ম বা পূরয়মাণ আদর্শ,
প্রেরিত বা অবতারদিগের
কোন কাঁহারও দোহাই দিয়ে
তাঁ'কে কেন্দ্র করে
যেখানে যে-সংস্থাই পরিচালিত হোক
সেখানে ঐ আদর্শানুগ নীতির বৈকল্যকে
প্রশ্রয় দেওয়া মানেই
তাঁ'দের নামকরণে
পাতিত্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া,
ইহা নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি
এবং তৎকেন্দ্রবর্ত্তী প্রেরিতপুরুষদের প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা—
ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষদের বিরুদ্ধে
শয়তানেরই বিরোধ ঘোষণা। ২০২৪।
৬।৫।১৯৫০, বেলা ৯-১০

শয়তানের স্বার্থসন্ধিৎসু মায়াবী ঔদার্য্যতে
অবিবেকী দূরদৃষ্টিহীন কল্পনাবিভোর
মুগ্ধ যা'রা
তা'রা যে পরাভূত হ'য়ে থাকে

তা' নিঃসন্দেহ,
কিন্তু ঐ মায়াবীকে যা'রা
মায়িক নিয়ন্ত্রণে
বাস্তব পরিচর্য্যায়
অভিভূত ক'রে তুলতে পারে—
যাদুদণ্ডের জলুস বিকিরণ ক'রে—
অন্তরক্ষি জয়মাল্যে বিভূষিত করে তা'দেরই,
ঈশ্বরের কাছে অবনত হয় শয়তান তখনই,
শয়তানও
স্বর্গপরশ পেয়ে থাকে সেখানেই। ২০২৫।
৬।৫।১৯৫০, রাত্র ৯-৪৫

সশ্রদ্ধ বা স্নেহল সহানুভবতায়
না চাইতেই তোমার পরিবেশের
কাউকে-না-কাউকে
নিজের যোগ্যতায় যা' সম্ভব
তা'র কিছু-না-কিছু মাঝে-মাঝে দিওই,
সহানুভবতা, দয়া, দাক্ষিণ্য
তোমাকে মাঝে-মাঝে অভিনন্দিত ক'রবে
সহৃদয়ী সৌজন্যে—
আপ্যায়িত হবে তুমি। ২০২৬।
১।৫।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

তুমি মানুষকে যত যা'ই দাও না কেন—
তা' যদি তা'র জীবনের পক্ষে
তৃপ্তিপ্রদ ও সুস্থিকর না হয়—
তা' তা'র জীবনে জীবনীয়ই হ'য়ে ওঠে না,

আর, জীবনীয় না হ'য়ে উঠলে
প্রীতিপ্রদ কি ক'রে হবে?
তাই, তুমি নিজে অন্যকে
তৃপ্তিপ্রদ ও স্বস্থিকর ক'রে
যদি উপভোগ করতে চাও—
তুমিও তা'র প্রতি
তেমনি ক'রো—হ'য়ো,
প্রত্যাশার প্রতীক্ষা প্রায়ই বিফল হবে না। ২০২৭।
৭।৫।১৯৫০, রাত্রি ১টা

শ্রদ্ধায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সক্রিয় ব্যবহারে
সানন্দ সেবা, সহিষ্ণুতা
ও সহযোগী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি যদি শিক্ষিত না হও—
তোমার শিক্ষা স্বাবলম্বী হ'য়ে
সার্থক অভ্যাসে
যোগ্যতার জলুসে
চরিত্র, ব্যবহার ও সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে
বাস্তবে রূপ নিয়ে উঠতে পারবে না। ২০২৮।
৭।৫।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

যে-সেবা, সহৃদয়তা ও সদ্ব্যবহার
তুষ্টি ও স্বস্থি দিতে পারে না—
অন্তরকে উচ্ছল ক'রে—
তা' কিন্তু তাৎপর্য্যহারা। ২০২৯।
৭।৫।১৯৫০, বিকাল ৪-১০

পূর্ব্বপূরয়মাণ আচার্য্যে
সক্রিয় একমুখীন অনুরাগ
প্রবৃত্তিগুলির অম্বয়ী বিন্যাসে
সার্থক বহুদর্শী ব্যুৎপত্তিতে
প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত ক'রে তোলে,
বোধিলাভের সুষ্ঠুপন্থাও তা'ই। ২০৩০।
৭।৫।১৯৫০, বিকাল ৫-৫৯

নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিমুখীনতা
তোমাকে তা'তে অভিভূত ক'রে তুলবে,
আর, বিস্তারও লাভ ক'রবে তা',
—সঙ্কীর্ণ স্বার্থানুসন্ধিৎসু ক'রে তুলবে তোমাকে,
ফলে, সপরিবেশ তোমাকে
তা'র আহুতি হ'তেই হবে ;
আবার, ইষ্টানুগ সত্তামুখীনতা
তা'র সব সৌকর্য্য নিয়ে
তা'তেই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
বিস্তারে ভূমায়িত ক'রে তুলবে,
সব সত্তা ইষ্টসত্তা বা তোমারই সত্তার
নানাপ্রকার অভিব্যক্তি হ'য়ে দাঁড়াবে,
আর, সেই স্বার্থে তুমি স্বার্থবান হ'য়ে
গণ বা জীবনস্বার্থী হ'য়ে উঠবে ;
ফলে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য নিয়ে
সপরিবেশ তোমাকে
ঐহিক ও পারত্রিক-ভাবে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে—
সক্রিয় সার্থকতায়

অন্বিত সামঞ্জস্য নিয়ে,
তোমার সত্তা অমনি বিস্তার লাভ ক'রে
ভূমায় প্রসন্নতা লাভ ক'রবে,
আশিস
উচ্ছল উদ্দীপনায়
নন্দনার উপঢৌকনে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ২০৩১।
৮।৫।১৯৫০, বেলা ১১-২০

মানুষের সামর্থ্যে বা যোগ্যতায় যা' কুলায় না—
যা' দিতে গিয়ে সত্তার চলৎশীলতা ব্যাহত হয়—
এমনতর কিছু পেতে
সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ক'রতে যেও না,
তা'তে
সে বিব্রত হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'তে সে যা' পারে
তা'ও ক'রতে পারবে না,
তা' ছাড়া
তুমি বিরক্তিভাজন হ'য়ে উঠবে তা'র। ২০৩২।
৮।৫।১৯৫০, বেলা ১১-১০

সসন্ততি ত্যক্তাস্ত্রীর পুনর্বিবাহ মানেই হ'চ্ছে—
তা'র স্বামী, সন্ততি
এবং অন্তর্নিহিত ঘনীভূত বৎসলতার প্রতি
বেইমানি সর্পিল বিশ্বাসঘাতকতা,
কারণ, ঐ স্বামীর অলীক পিতৃত্বের

সঙ্কীর্ণতা হ'তে
ও ঐ বিকেন্দ্রিক স্ত্রীর
সঙ্কীর্ণ-সম্বোধি মাতৃত্বের
ভৎর্সিত বিক্ষোভে
সন্তানের মাতৃত্বে
একানুবর্ত্তী ভাবানুকম্পিতা আহত হয়
এবং তা'র ফলে
পরিবেশে সহানুভূতিসম্পন্ন
সহযোগী লোকপ্রীতি
আক্রোশবিদ্ধ হ'য়ে
বীভৎস প্রকৃতিকে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে—
তা' সে যত মহানই হোক
আর যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন,
সূক্ষ্ম ভাবানুকম্পিতা তো ব্যাহত হয়ই,
স্থূল ভাবানুকম্পিতাও আহত হ'য়ে
পৈশাচিকতার ইন্ধন হ'য়ে পড়ে
—দেখতে পাওয়া যায় প্রায়শঃ,
তাই, তা' পাপের নারকীয় অনুস্মৃতি। ২০৩৩।
৯।৫।১৯৫০, সকাল ৮-৩৫

কা'রও সামনে অন্যের সুখ্যাতি ক'রলে
যদি কেউ নিজেকে দুঃখিত বা অপমানিত
মনে করে—
তা' তুলনামূলকভাবে না ক'রলেও—
বুঝে রেখো, সেখানে
হীনম্মন্যতা অভিভূতির সহিত
প্রভাব বিস্তার ক'রে

তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রছে ;
কী ব্যাপারে ঐ দুঃখিত হওয়ার ভাব
আর কেন তা' এবং কী জাতীয়—
উদ্‌ঘাটন ক'রলেই বুঝতে পারবে—
ঐ প্রবৃত্তি কেন কী গলদ নিয়ে
তা'কে অভিভূত ক'রে রেখেছে,
আর, এতে তুমি
তা'র নিরাকরণে সাহায্য করারও
অনেক সুবিধা পেতে পার। ২০৩৪।
৯।৫।১৯৫০, সকাল ৯-৪৫

কোন স্ত্রী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে—
আগ্রহ-উদ্দীপী একমুখীনতার ব্যতিক্রমে
বিকৃত বিকেন্দ্রিকতায়
সঙ্গতির ব্যত্যয়ে
সহ্য ও অধ্যবসায়ের
বিপর্য্যয়ী বিক্ষোভে
ভাবানুকম্পিতা ও বোধবৃত্তি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে
সেই বিড়ম্বনায়
আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'য়ে—
স্মৃতিরাগরূপ পূর্ব্ব ও পরের ভিতর
সঙ্ঘাত এনে দিয়ে
ধৃতিধর্ম্মকে দ্বিধাসম্পন্ন ক'রে
বিক্ষুব্ধ অনুরক্তির ফলে ধাতুর বিশ্লেষণে
অন্তরীণ সেবা ও পোষণ-পরাঙ্মুখতায়
ঐ প্রকৃতি
সন্তানেরও ধাতুগত বিকৃতি এনে দেয়,

সমাজ তা'তে বিশৃঙ্খল অবসন্নতায়
ব্যত্যয়ী বিভেদে হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়ে,
উদ্‌গত সুপ্রকট ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে
ইতরের জন্মগোষ্ঠী হ'য়ে পড়ে;
এমনতর বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর
ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে
পারস্পরিক আঁকড়ে ধরা প্রবৃত্তির
অপলাপ হ'য়ে
সেবা, সহ্য, অধ্যবসায়
ও একানুধ্যায়িতার
বিক্ষোভ ঘটে—
বাহ্যতঃ লৌকিক চলন ঠিক থাকলেও। ২০৩৫।
৯।৫।১৯৫০, দুপুর ১২-৩০

ঈশ্বরে একমুখীন অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
অন্বিত সামঞ্জস্যে
বোধি-তাৎপর্য্যে
সক্রিয়ভাবে চরিত্র, ব্যবহার ও কর্ম্মে
বিশেষ-বিশেষ গুণে অভিব্যক্ত হ'য়ে
যাঁ'রা লোকহিত-উচ্ছল—
ব্যতিক্রমী ব্যাহৃতিকে ব্যাহত ক'রে,—
যাঁ'দের অনুচর্য্যায় ঐ বিশেষত্ব
অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে অন্তরে,—
তাঁ'রাই দেবতা ব'লে খ্যাত। ২০৩৬।
৯।৫।১৯৫০, বিকাল ৫-৪৫

প্রবৃত্তির প্ররোচনা বা প্রলোভন
বীর্য্যবত্তার সহিত যাঁ'রা

তৎক্ষণাৎ পরিহার ক'রতে পারে না—
তা'দের হ'তে
অনান্দোলিতচিত্তে কোন সৎ উদ্দেশ্যে
আত্মোৎসর্গ করার প্রত্যাশা
ভাঁওতাদারী বিড়ম্বনা-মাত্র,
অন্তরে যা'দের অতটুকু
ঘনীভূত আগ্রহ নাই—
যা' তা'দের অভিযানে নিনড় ক'রে
প্রেরণা-পরিচালিত করে—
বীর্য্য-পরিক্রমায়
তা'রা কিছুতেই বড় হ'তে পারে না,
প্রত্যাশা তা'দের প্রতি
নিরাশার ভ্যাংচানি ছাড়া
আর কিছুই নয়,
আর, পারগতার সন্ধিৎসু পরীক্ষা
ও-ও একটা। ২০৩৭।
৯।৫।১৯৫০, রাত্রি ৮-১০

কর্ত্তব্যে যদি আগ্রহ-উন্মুখ
জীবনপ্রেরণা না থাকে—
সে-কর্ত্তব্য লৌকিকতার
অসাড় অনুবর্ত্তন মাত্র। ২০৩৮।
৯।৫।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

যখন যে-দেশেই যাও
ও যেখানেই থাক না কেন—
তা'দের অনুসৃত আচরণের ভিতর-দিয়ে
সদাচারপরায়ণতায়

তোমার নিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্যকে পালন ক'রো
এমনতরভাবে
যা'তে তা'রা তোমার নিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি
সশ্রদ্ধ ও শুশ্রূষু হ'য়ে ওঠে। ২০৩৯।
১০|৫|১৯৫০, বেলা ৮-১৫

তোমার প্রীতিপাত্র যিনি—
পরিপালক যিনি—
তাঁ'র দুঃখকষ্ট অভাব-অভিযোগে
যদি শ্লথ ও নিরাকরণ-স্থবির হ'য়ে চল,
তবে ঠিক বুঝো—
তোমার প্রীতি বা পালকে কৃতজ্ঞতা
অন্তরে কপট বহুরূপী মতন
তখনও দাঁড়িয়ে আছে,
তুমি তোমার প্রিয় বা পালকের
শোষক ছাড়া কিছুই নও,
প্রবৃত্তি-অভিভূতির ইন্ধন যোগাড়ই
তোমার স্বার্থ,
অন্তরের দিকে চেয়ে দেখ—
নষ্ট
লেলিহান দৃষ্টিতে
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে নির্ম্মমভাবে,
এখনও সাবধান হও। ২০৪০।
১০|৫|১৯৫০, বেলা ১১-২০

তোমার আধ্যাত্মিক অনুভূতি
ব্যবহারে যতক্ষণ প্রকট না হ'চ্ছে

অথচ প্রবৃত্তি-অভিভূতি নিয়ে চ'লেছ—
সে-অনুভূতি অনাস্থস্থিরই
ভণ্ড চলন ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০৪১।
১০|৫|১৯৫০, বেলা ১১-২৫

ঋষিরা দেশ-কাল ও পাত্র-ভেদে
গণস্বার্থ, গণসম্বর্দ্ধনা, গণসংহতির
অন্তরায়ী আচরণ যা'
তা'র তারতম্যানুসারে
যেখানে যেমন নিরোধ বা শাস্তির প্রয়োজন
প্রচণ্ড দৃঢ়তায় সেখানে তেমনতর নীতির
প্রবর্ত্তন ক'রে গিয়েছেন,
যেমন কঠোরতার প্রয়োজন তা'ই ক'রেছেন
এবং আপাতঃ-নিকৃষ্ট কোন কর্ম্ম
যদি উৎকৃষ্ট-ফলপ্রসূ হয়—
নিরোধ বা শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও
সেখানে তেমনতর লঘু নিরোধের
ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন,
অপকর্ষী যা'
তা'কে যেমন
তিরস্কার হ'তে রেহাই দেন নাই—
উৎকৃষ্ট যা' তা'কেও তেমনই
অকুণ্ঠিতচিত্তে পুরস্কৃত ক'রেছেন,
ফলে, শান্তি
সম্বর্দ্ধনার অব্যাহত চলনায় চ'লেছিল—
যতদিন আচরণ নৈষ্ঠিক চলনে চলন্ত ছিল। ২০৪২।
১০|৫|১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

শ্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমে
তোমার আবেগকে শ্লথ ক'রে
যখনই অন্য-কিছুতে তুমি
উচ্ছল আবেগী হ'য়ে উঠলে—
তোমার গতিশীল সম্বর্দ্ধনা
দীর্ণ পদক্ষেপে
প্রবৃত্তিমুগ্ধ প্রতারণায় অভিভূত হ'য়ে
আত্মবিসর্জ্জন দিতে চ'লল। ২০৪৩।
১১।৫।১৯৫০, সকাল ৬-১৫

তোমার জীবনপ্রেরণা দিয়ে
প্রেয়চর্য্যা যতক্ষণ প্রথম হ'য়ে চ'লবে সক্রিয়তায়—
গুণ ও কর্ম্ম
অর্জ্জন-তাৎপর্য্যে
প্রতুল অভিনন্দনায়
মুখ্য অধিগমনেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে
ব্যত্যয়-অতিক্রমী বীর্য্যবত্তা নিয়ে। ২০৪৪।
১১।৫।১৯৫০, সকাল ৬-৩০

যেভাবে যে-পরিস্থিতিতে
যেমন প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে যা' ক'রবে—
প্রত্যুত্তরে তোমার পরিস্থিতিতেও
তাই-ই প্রত্যাশা ক'রে রেখো—
মন্দকে নিরোধ ক'রবার
ও শুভকে স্বাগতম্-সম্বর্দ্ধনার প্রস্তুতি নিয়ে,
ব্যত্যয়ী অনাসৃষ্টির দুর্দ্দান্ত সংঘাত থেকে
অনেকখানিই রেহাই পেতে পারবে তাহ'লে। ২০৪৫।
১১।৫।১৯৫০, বেলা ৮-১৫

ঈশ্বরকে দ্বয়ী ক'রে ফেলো না—
বোধি তোমার দ্বিধাদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
ব্যভিচার ক'রতে যেও না—
বিকেন্দ্রিকতায় বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
চুরি ক'রতে যেও না—
তোমার যোগ্যতা জঞ্জালাকীর্ণ হ'য়ে
কদর্য্যতায় আত্মনিমজ্জন ক'রবে,
প্রবৃত্তি-পরবশতায় হত্যা ক'রতে যেও না—
হত হবার আহূতি শ্যেনদৃষ্টিতে
তোমাকে অনুসরণ ক'রবে,
অত্যাচার ক'রতে যেও না—
অনুকম্পা হ'তে বঞ্চিত হবে,
আর, তা' তোমাকে ডাইনী-আকর্ষণে
বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষের ইন্ধন ক'রতে
রেহাই দেবে না,
অকৃতজ্ঞ হ'তে যেও না—
স্মৃতি বিকৃতিলাভ ক'রে
তোমাকে
বিদ্রূপে বিবশ ক'রে তুলবে,
কৃতঘ্ন হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, প্রতিক্রিয়ায় পাবেও তা'ই,
বিশ্বাসঘাতক হ'তে যেও না—
জীবনের দাঁড়া ভেঙ্গে যাবে,
আত্মঘাতী চলন পেয়ে ব'সবে তোমাকে—
ফলে, আত্মঘাতী হ'তে হবে তোমাকে,
মিত্রদ্রোহিতা কুৎসিত পাপ,

এই প্রবৃত্তি-সঞ্জাত প্রকৃতি
সত্তা ও সংহতি-দ্রোহিতার
পরম নিয়ন্তা,
আত্মঘাতের আকৃষ্ট ক্রূর অনুচর ;
তাই, মিত্র সর্ব্বদাই সৎ-সমর্থনীয়,
পোষণীয় ও পরিপালনীয় তোমার,
—স্মরণ রেখে চ'লো ;
প্রীতিসম্পন্ন হও,
সত্তাসংরক্ষী হও,
সেবাসম্বর্দ্ধনী অনুকম্পায়
সবারই আশ্রয় হ'য়ে থাক—
শ্রেয় তোমাকে অভিনন্দিত করুক ;
বারবার ব'লছি
নিশ্চয় ক'রে বলছি—
সত্তাসংরক্ষণী আশ্রয় হ'য়ে ওঠ,
তা'রই প্রশ্রয় দাও,
ঈশ্বর বা ইষ্টে একানুবর্ত্তী হ'য়ে
তাঁ'রই সংশ্রয়ে সম্বর্দ্ধিত হও,
শুভসন্দীপনী হও,
সেবানুকম্পায় সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'তেই সন্দীপ্ত থাক। ২০৪৬।
১১।৫।১৯৫০, বেলা ৯টা

ইষ্ট বা আদর্শের প্রতি
একমুখীনতাকে ব্যাহত ক'রে
সন্দিগ্ধমনা দোষদৃষ্টি
যেই আসতে সুরু ক'রল—

তোমার জীবনে নিপাত-অভিযান
স্বরু হ'ল কিন্তু তখন থেকেই। ২০৪৭।
১১।৫।১৯৫০, বেলা ১২টা

ঠ'কলে তা'রাই শেখে
যা'রা তা' থেকে সন্ধিৎসাপূর্ণ নজরে
কৃতকার্য্য হওয়ার প্রেরণা সংগ্রহ করে
সক্রিয়তায়,
আর, ঠকা তা'দেরই কাছে
কৃতকার্য্যতার স্তম্ভ হ'য়ে ওঠে পরিণামে। ২০৪৮।
১১।৫।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

তোমার প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং
একটু আঘাত পেলেই
যেমন ক্রূরদীপনা নিয়ে
প্রতিশোধ নিতে বসে
তা' তুমি যেমনই হও লোকের কাছে—
বিবেচক, বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী, সাধু বা অসাধু,
যেমন ক'রেই পার
তা'র সমর্থনে বদ্ধপরিকর হ'য়ে
ঐ প্রতিশোধকে
ন্যায়ের মর্য্যাদায় উন্নীত ক'রতে চেষ্টা কর,
তেমনি ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং
আঘাত পেয়েও—
প্রতিক্রিয়াশীল হোক বা না-হোক—
ইষ্টার্থ অবদলিত হ'লে
তোমার অন্তর-বাহির
অমনতর সক্রিয়তায় যদি উদ্দাম হ'য়ে ওঠে—

জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, ভালমন্দ যা'ই হোক
তা' দিয়ে তা'র ঘনিষ্ঠ সমর্থনে,—
তখন থেকে বুঝবে—
তোমার হৃদয়
ইষ্টার্থদীপনায় অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে,
একমুখীন আবেগে তোমার প্রবৃত্তিগুলি
শীঘ্রই সার্থক অন্বয়ে
সমঞ্জস চলনে চ'লতে থাকবে,
ইষ্টার্থপ্রেরণা
প্রভাব বিস্তার ক'রে
আলোক-ঔজ্জ্বল্যে
তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লবে। ২০৪৯।
১১|৫|১৯৫০, বিকাল ৫-১০

ঈশ্বরপরায়ণ,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ,
তদনুবর্ত্তিতায় স্বতঃ-চলৎশীল,
বিদ্বেষবিহীন,
অবতার বা প্রেরিতের ভিতর
ভেদবিহীন একদৃষ্টিসম্পন্ন,
তপঃপ্রাণ শাস্ত্রতাৎপর্য্যদর্শী,
বৈশিষ্ট্যপালী-সুসমঞ্জসা-সুসম্বর্দ্ধন-গণস্বার্থী,
সেবাপ্রাণ, বিনয়ী—
এমনতর কেউ যত নিকৃষ্ট-যোনিসম্ভূতই
হো'ন না কেন—
অসঙ্কুচিতচিত্তে
তাঁ'কে অনুসরণ করার প্রবৃত্তিকে

জলাঞ্জলি দিও না,—
ব্যর্থতাকে কুড়িয়ে নিও না,
"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ"। ২০৫০।
১১।৫।১৯৫০, বিকাল ৬-৫

যা'রা যে-প্রত্যাশায় দৈন্যগ্রস্ত—
তা' মান-মর্য্যাদা, আদর-প্রশংসা
বা ব্যবহার, যা'ই হোক না কেন—
সঙ্গত হ'লে
অর্থাৎ, ক্ষতিকারক না হ'লে
তা'কে তা' দিতে
কুণ্ঠাবোধ ক'রো না—
তা'দের কাছে তোমার গতি
অকুণ্ঠিতভাবেই চ'লবে প্রায়শঃ,
আর, তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে
তোমার সদ্‌গুণের অনুসরণে
উৎকর্ষ লাভ ক'রবে তা'রাও। ২০৫১।
১১।৫।১৯৫০, বিকাল ৬-৩৫

একমুখীন সক্রিয় ইষ্টনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণতা
বৃত্তিগুলিকে সার্থক অন্বয়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ইষ্টার্থ-সমাধানে
সমাবেশী সৌকর্য্যে
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
বিষয় ও বস্তুর প্রতিপ্রত্যেকের
অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম ও তাৎপর্য্য-সহ
তা'র বৈশিষ্ট্যকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে তোলে

সাত্ত্বিক ব্যবহারে—
সেটা আবার দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক,
তা'র প্রকৃত রূপ-প্রকৃতির প্রকৃতিকে
প্রত্যয়ে নিয়ে এসে
ঐ বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যক্ষীভূত ক'রে দেয়,
অভিভূতিকে সরিয়ে নিয়ে
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে
শিল্প-কলা-সাহিত্য-বিজ্ঞানকে
নিরাবিলভাবে উদ্গতিসম্পন্ন ক'রে তোলে,
তাই, আমরা ওর ভিতর-দিয়েই
বিষয়-বস্তু-ব্যবহারের
প্রকৃত রূপ পেয়ে থাকি,
তা'দের পরিচয় আমাদের অন্তরের কাছে
প্রকৃত হ'য়ে ওঠে—
বুঝে, সুঝে ;
—তাই, প্রেরিত বা মহাপুরুষদের
আবির্ভাবে
তাঁ'দের ঐ সৌষ্ঠব-দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
দেশের সাহিত্য-শিল্প-কলা-বিজ্ঞান, ইত্যাদি
উৎকর্ষী জীবনলাভে
লোকহিত-সন্দীপনী
রূপ পরিগ্রহ ক'রে
সার্থক চলনায় চ'লতে থাকে। ২০৫২।
১২।৫।১৯৫০, সকাল ৮টা

অতীত পূর্ব্বপূরয়মাণ যাঁ'রা
তাঁ'রা উদ্ঘাটিত হন

তাঁ'দের বাস্তব বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য নিয়ে
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমানের ভিতর-দিয়ে,
তাই, যা'রা বর্ত্তমানকে অবজ্ঞা ক'রে
পূর্ব্বপূরয়মাণদের কাউকে
অবলম্বন ক'রে চলে—
তা'দের কাছে তাঁ'রা উদ্ঘাটিত না হ'য়ে
প্রবৃত্তিপ্রলোভী দৃষ্টিভঙ্গীর কদর্থবাহিতায়
ক্রমশঃ গ্লানির সৃষ্টি হয়;
ঐ পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি
তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণী দিব্যচক্ষুতে
তাঁ'দের কথা, ব্যবহার ও তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন ক'রে
আবৃত স্রোতকে উৎসারিত ক'রে
মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন,
মনে কর, বাংলার ভগবান রামকৃষ্ণদেব,
তাঁ'র ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র অনুধ্যানে
হজরত রসুল, ভগবান খ্রীষ্ট,
ভগবান বুদ্ধ, ভগবান শ্রীচৈতন্য
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
যথাতাৎপর্য্যে
আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হ'য়ে পড়েন—
সত্য, শিব ও সুন্দরের
বাস্তব উদ্বোধনে
চরিত্র ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে,
তাঁ'কে বাদ দিয়ে আমরা যদি
এটা প্রত্যাশা করি—
এর পরিবর্ত্তে

আবর্জ্জনাই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে চ'লতে হবে,
শাস্ত্র আমাদের
আত্মঘাতী শয়তানের শস্ত্র হ'য়ে উঠবে
অনতিদূরেই,
তাই, বর্ত্তমানকে না ধ'রে পূর্ব্বতনের অনুসরণ—
প্রবৃত্তি-অভিভূত অবিদ্যারই অনুসরণ,
বঞ্চনার দাম্ভিক আহুতি,
—তাই, তা' অপরাধ;
আবার, যতই তাঁকে সার্থক তাৎপর্য্যে
শ্রদ্ধার্হ ক'রে পরিবেষণ ক'রব
গণ-অন্তরের কানায়-কানায়
পূর্ব্বতন
অনাবিল প্রতিষ্ঠায়
ততই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবেন পরম-তাৎপর্য্যে,
আর, সঙ্কীর্ণ-স্বার্থী
প্রবৃত্তিপ্ররোচনায় অভিভূত হ'য়ে
ব্যত্যয় ঘটাব তা'র যতই—
ঐ লোক-উদ্ধাতা হ'তে বঞ্চিত হব ততই,
আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের সমাজ,
আমাদের রাষ্ট্র
বিপর্য্যয়ী সংহতিহারা হ'য়ে
অধঃপাতের দিকে চ'লতে থাকবে ততই। ২০৫৩।
১২।৫।১৯৫০, বেলা ৯টা

যৌন-সংশ্রব যতদিন জীবনে
অপরিহার্য্য হ'য়ে চলে—
ততদিন পর্য্যন্ত সুপ্রজনন ও সুবর্দ্ধনের জন্য

বর্ণাশ্রমের আওতায় থাকাই শ্রেয়,
আর, তা' অবমানিত যতই হয়—
সম্প্রদায়ে, সমাজে, রাষ্ট্রে, দেশে
অপকর্ষী জৈবী-সংস্কৃতির আবির্ভাব
ততই বহুল হ'য়ে ওঠে,
ফলে, সম্যক-বোধি ও দূরদৃষ্টির অপলাপে
ধৰ্ম্ম, কৃষ্টি, জীবন ও যোগ্যতা
অবসন্ন পদবিক্ষেপে
অবনতিকে আলিঙ্গন ক'রে
অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলে। ২০৫৪।
১২।৫।১৯৫০, বেলা ১০-২৫

পূরয়মাণ প্রেরিত, তথাগত
বা অবতারপুরুষ যাঁ'রা, ঋষি যাঁ'রা—
তাঁ'দের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ পর্য্যালোচনা ক'রলে
সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়—
সত্তাসম্বৰ্দ্ধনার অন্তরায়ী
যা'-কিছু আচার, ব্যবহার বা অনুষ্ঠান
সেগুলিকে দেশ-কাল-পাত্রভেদে
কঠোর শাসনে নিরোধ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন,
আবার
নীতিবিরুদ্ধ হ'য়েও সত্তাসম্বৰ্দ্ধনার
পরিপোষক যা'-কিছু
তা'র নিয়ন্ত্রণী শাসন তেমনতরই
লঘু ক'রে দিয়েছেন,

তেমনি সত্তাসম্বর্দ্ধনার উৎকর্ষী যা'—
প্রশংসায়-পুরস্কারে
এমনতরই প্রবুদ্ধ ক'রে তুলেছেন
যা'তে গণ-হৃদয় প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে
আত্মপ্রসাদী অভিনন্দনায়
নিজেকে সেই চলনে চলন্ত ক'রে তুলতে
দীপন-সম্বেগে সপরিবেশ নিজেকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে ;
তাই, যেমন ক'রেই যা'ই কর না কেন—
বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী নিয়ন্ত্রণে
যতই উৎকর্ষাভিমুখী ক'রে তুলবে,—
ঈশ্বরের অমৃত-আশিস
সঙ্কর্ষণী আবেগে
হাত ধ'রে তুলবে তোমাদিগকে ততই। ২০৫৫।
১২।৫।১৯৫০, বিকাল ৫-৪৫

যে-কোন বাদেরই আওতায় এসে
বিধিকে অগ্রাহ্য ক'রে
নিজেকে যতই অব্যবস্থ ক'রে তুলবে—
বিধির ব্যত্যয়ী অভিশাপ
তোমাকে তো জ্বালাময়ী ক'রে তুলবেই,
সমর্থনপ্রিয় পরিবেশকেও
রেহাই দেবে ব'লে মনে হয় না,
বিধিনিষ্যন্দী প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে
'বাদ' তোমার জৈবী-সংস্থিতির ব্যত্যয়
ঘটাতে পারবে না কখনও—
ঐ অনুসৃত নীতির আচরণ বা অবজ্ঞায়

তোমাকে উৎকর্ষ বা অপলাপে
অভিব্যক্ত হ'তে হবে। ২০৫৬।
১২|৫|১৯৫০, বিকাল ৫-৫০

চিত্তে চিন্তা যদি কর্ম্মকুশল হয়
অথচ তা' শরীরকে যোগ্য ক'রে
বাস্তব ব্যবহারে সক্রিয় না হ'য়ে ওঠে—
তা' যেমন চিন্তার বিলাস-মাত্র,
তেমনি বুঝ ব্যবহারে প্রকটই যদি
হ'য়ে না উঠল—
তা'ও কিন্তু বাচক বুঝ ছাড়া
কিছুই নয়। ২০৫৭।
১২|৫|১৯৫০, রাত্র ৮-৪৫

ঈশ্বরকে কৃতার্থ করার
প্রলোভন নিয়ে যদি
তাঁ'র শরণাপন্ন হও—
তবে তুমি সেই প্রলোভনেরই
শরণাপন্ন হবে
এবং ঐ প্রলোভনের নিয়তি যা'
সেই ফলই লাভ ক'রবে,
কিন্তু তাঁ'র সেবা ক'রে
কৃতার্থ হওয়ার প্রলোভনে যদি
তাঁ'তে আত্মোৎসর্গ কর সর্ব্বতোভাবে—
তবে অন্তরস্থ ভগবানের আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হবে। ২০৫৮।
১৫|৫|১৯৫০, বিকাল ৬টা

সক্রিয় সেবাপূর্ণ অচ্যুত প্রীতিই হ'চ্ছে
তুমি ও তোমার আদর্শ বা ইষ্টের সহিত
সানুকম্পী যোগসূত্র—
তা' দূরেই থাক বা নিকটেই থাক,
আর, ঐ নিবন্ধই হ'চ্ছে
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংহতির
চরিত্রগত চেতনমন্ত্র। ২০৫৯।
১৮।৫।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

প্রত্যাশারহিত, অযাচী
অনুসরণ ও আনুগত্য-সম্পন্ন প্রীতি
যতই তোমার ভিতর
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে,—
অদৃশ্য আশিস-হস্ত
তোমার সম্বর্দ্ধনী সহায় হ'য়ে
তোমাকে ততই সংবর্দ্ধিত ক'রে তুলবে—
তোমার অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতির
ধৃতি-অনুপাতিক। ২০৬০।
১৮।৫।১৯৫০, বেলা ১১-৪৫

মানুষকে বুঝতে গেলেই দেখতে হয় যে—
সৎনিষ্ঠ কিনা,
সে-নিষ্ঠার প্রকৃতিই বা কেমনধারা,
একসূত্র-সার্থক অভ্যুদয়ী বোধিসঙ্গতি আছে কিনা,
আর,ঐ নিষ্ঠা বা বোধিসঙ্গতি অনুপাতিক
সহজ চরিত্র আছে কিনা,—

এই তিনটি দফা যা'র ভিতরে যেমনতর অনুসূ্যত
মানুষও সে তেমনি। ২০৬১।
১৮।৫।১৯৫০, বিকাল ৬টা।

ভ্রান্তি তেমন দোষাবহ নহে
যতক্ষণ তা' ইষ্টনিষ্ঠাকে
ব্যাহত না ক'রে তোলে,
কারণ, অনতিবিলম্বেই তা'
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
শুদ্ধিতে রূপায়িত করাও যেতে পারে
প্রায়শঃ,
কথায় বলে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। ২০৬২।
১৮।৫।১৯৫০, সন্ধ্যা ৭-৪৫।

ভ্রান্তি মানেই হ'চ্ছে
সৎসন্দীপী একসূত্রসার্থক-সঙ্গতি-হারা
ক'রে তোলে যা'—
এমনতর কিছুতে ঝুঁকে পড়া। ২০৬৩।
১৮।৫।১৯৫০, রাত্রি ৭-৫০

যত মতবাদই আসুক না কেন—
বোধিসন্ধিৎসার অনুচর্য্যায়
তা'র ভিতর থেকে যতক্ষণ না
উপাদান-সামান্যকে আবিষ্কার ক'রে
সার্থক একসূত্রসঙ্গতির নিবন্ধে
সংহত ক'রে তুলতে পারছ,—
এমন-কি, দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক
অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পর্য্যালোচনায়

নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু সঙ্গতির অভিব্যক্তিতে,
—তা' তখনও কিন্তু নিরর্থক তোমার কাছে,
আবার, এই তাৎপর্য্য
যেখানে যত শ্রেয়-সঙ্গতি নিয়ে
উদ্ভূত হ'য়ে উঠবে—
অভ্যুদয়ী পর্য্যায়ে,—
—তা' ততই কল্যাণসৌষ্ঠবসম্পন্ন। ২০৬৫।
১৯।৫।১৯৫০, বেলা ৯-২৫

প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্য উদ্ধত
দৈন্যব্যাধিগ্রস্ত পরশ্রীকাতর অকৃতজ্ঞ অহং
যা' সঙ্গতিহারা ব্যুৎপত্তি নিয়ে
মানুষের ব্যক্তিত্বকে
বিকৃত ও বিভাজ্য ক'রে তোলে,—
সেই অভিভূতির আওতায়
যা'রা যেমনতর যতখানি—
ধৃতিশক্তিও তা'দের তেমনতরই
দুর্ব্বল, সন্ধিৎসাহারা, দ্বিধাসঙ্কুল হয়,
তাই, তা'রা কোন ব্যাপারে লাগোয়া হ'য়ে
আত্মোৎসর্গ ক'রতে পারে না,
এমন-কি, কোন জীবন্ত আদর্শকেও গ্রহণ করা
তা'দের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার,
কারণ, আত্মোৎসর্গের ভিতর-দিয়ে
যে-সম্বেগ
তা'দের তৎচর্য্যায় সক্রিয় ক'রে তুলতে চায়—
সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিজেকে তদনুপ্রাণনায়

বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে পড়ে তা'দের,
উদ্বেলিত অহং
একটা অসোয়াস্তির উত্তেজনায়
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা'রা
বিগত আদর্শঝোঁকা মনগড়া চলনে চলায়
সোয়াস্তি পায় বেশী,
শোনা-কথার মেকদারে তা'দের দেখাটা
নিয়ন্ত্রিত হয় প্রায়শঃ,
তা'দের অন্তর্নিহিত আগ্রহকে
উদ্দীপ্ত আবেগময়ী ক'রে
সক্রিয় চলনে
ঐ আদর্শপ্রাণতায় সংন্যস্ত ক'রে যদি তোল—
তবেই তা'রা
ঐ দুর্ম্মদ ব্যত্যয়ের হাত থেকে
রেহাই পেতে পারে। ২০৬৫ ক।
১৯।৫।১৯৫০, বিকাল ৫-৫০

প্রবৃত্তি-অভিভূত দুর্ব্বল অহং
স্বার্থপ্রলোভন ছাড়া
কাহাতে বা কিছুতে
যুক্ত হ'তে পারে না,
আবার, ঐ প্রলোভনের পরিপুষ্টি
যেখানে যেমনতর—
আগ্রহ-উদ্দীপনাও সেখানে তেমনতর তা'দের
ঐ অনুবর্ত্তনে,
তাই, ব্যর্থতার উপহাসই হ'য়ে ওঠে

সেই অনুরাগের মুহ্যমান অভিনন্দনা

ও উপঢৌকন। ২০৬৬।

১৯।৫।১৯৫০, বিকাল ৬-৭

ধর্ম্ম চায়

যা'-কিছুকে

একমুখীন সার্থক সঙ্গত সমাবেশের ভিতর-দিয়ে

সম্বর্দ্ধনায় নিরন্তর ক'রে তুলতে—

সাত্ত্বিক ধৃতিসম্বেগে

সর্ব্বতোভাবে,

তাই, যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং

বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। ২০৬৭।

২০।৫।১৯৫০, বেলা ১২-২০

যা'রা ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরকে হিংসা করে,

প্রেরিত, অবতার বা তথাগতদের নামে

তাঁ'দিগকেই হিংসা করে,

ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মকে হিংসা করে,

কৃষ্টির নামে যা'রা কৃষ্টিকে হিংসা করে,

সত্তাবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে

সত্তাবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে হিংসা করে,

—দুর্ম্মদ নারকীয় অনুক্রমণই

তা'দের স্বতঃ-উপঢৌকন। ২০৬৮।

২২।৫।১৯৫০, সকাল ৭-১৫

বিজ্ঞান যেখানে প্রবৃত্তি-তোষক

আর তদনুরঞ্জিত—

সত্তা ও সম্বর্দ্ধনা সেখানে

সংক্ষুব্ধ যে হবেই
তা' অতিনিশ্চিত—
তা' "অন্তবর্ষে শতান্তে বা" । ২০৬৯ ।
২২।৫।১৯৫০, সকাল ৭-১৮

জৈবী-সংস্থিতির অন্তর্নিহিত জীবনপ্রবাহ
যখনই
প্রবৃত্তির আপূরণ-অভিভূতি নিয়ে চলে—
তখনই সত্তা শোষণশঙ্কিত হ'য়ে
সঙ্ঘাত-সঙ্কুলতায়
মানুষের জীবন কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
প্রবৃত্তির ঔদার্য্য-বাহানায়
অবজ্ঞা-অজ্ঞানতা-অনাসৃষ্টির
অভিযানে চ'লতে থাকে—
বিজ্ঞানে-সাহিত্যে-কলায়-শিল্পে
ঐ ওরই অনুসন্ধানে
বিচিত্র ও বিকৃত প্রলোভন
সৃষ্টি ক'রতে-ক'রতে,
আর, ঐ কণ্টকাকীর্ণ সংঘাত
সত্তাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
তখন মানুষের ভিতর
হাহাকার ঠেলে ওঠে,
তখনই সত্তাপরিপোষণীর খোঁজে
মানুষ সন্ধিৎসু চীৎকারে চ'লতে থাকে,
সে আর্ত্তের মত ব'লে ওঠে—
'ধ'রে তোল কে আছ কোথায় ?

আর তো বাঁচি না বাবা!'—
তখন যেখানে আশার বাণী,
আশার সেবা, আশার তপস্থার
যাজ্ঞিক আহুতি দেখতে পায়—
আকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে মানুষ সেইদিকেই,
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধক প্রগতি-চলনে
মানুষ তখনই উদ্‌গ্রীব পদক্ষেপে
চ'লতে সুরু ক'রে দেয়—
বাঁচতে, বাড়তে—
স্বস্তির সামগানের মহড়া দিতে-দিতে—
তা'রই আবাহন-উন্মত্ত হ'য়ে,
স্বস্তিও শান্তির আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে
আবির্ভূত হ'তে থাকে ক্রমেই,
স্বর্গ নেমে আসতে থাকে মর্ত্ত্যে
অমনি ক'রেই,
প্রবৃত্তির অভিভূতিতে না প'ড়ে
তা'র শাসক ও অধীশ্বর হ'য়ে
তা'রা যা'-কিছুর নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায়
দেবত্বে কৃতী হ'য়ে ওঠে তখনই। ২০৭০।
২২।৫।১৯৫০, বেলা ৭-২৫

যে অনুসন্ধান ও আচরণে
সত্তা-সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনকে
অব্যাহতভাবে চলৎশীল ক'রে
রাখতে পারা যায়—
শাশ্বত মৌলিক নীতির উৎকর্ষী অনুবর্ত্তনে
দেশ, কাল ও পাত্রের পরিক্রমায়

আরোকে উদ্‌ভিন্ন ক'রতে-ক'রতে—
আত্মীকৃত ক'রে পরিবেশের
পোষণীয় যা'-কিছুকে—
সত্তাকে পরিপুষ্ট রেখে
সম্বর্দ্ধনায় অবাধ ক'রে তুলতে
পুরুষ-পরম্পরায়—
কেন্দ্রায়িত অন্বয়ে
জীবনের জৈবী-সংস্থিতিকে
সবৈশিষ্ট্যে
উৎক্রমণশীল ক'রে ক্রম-বিবর্ত্তনে—
নিরন্তর হ'য়ে অমৃত-অনুসন্ধিৎসায়—
তা'কেই কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। ২০৭১।
২২।৫।১৯৫০, বেলা ১১টা

যেমন তোমার শারীরিক বাঁধন
আছে ব'লেই
জীবনপ্রবাহ মনে তরঙ্গায়িত হ'য়ে চ'লছে—
আর, তা' দিয়েই
সুকেন্দ্রিক অনুসন্ধিৎসায়
উদ্‌গতির সম্ভাব্যতা তোমাতে
উন্মুখ হ'তে চ'লেছে—
তেমনি সত্তাসংরক্ষী ধর্ম্মপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে
আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
কৃষ্টির বাঁধনে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অন্তঃকরণকে, ভূমায় উদ্‌ভিন্ন ক'রে
বহুদর্শিতার সার্থক অন্বয়ে
জ্ঞানপদবিক্ষেপে

তপশ্চরণে
অব্যয়ী-প্রজ্ঞায় উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা
তোমাতে স্ফোটনোন্মুখতায় চ'লেছে। ২০৭২।
২২।৫।১৯৫০, বিকাল ৬টা

তুমি যা' পেতে চাও—
সেই তপের অন্তরায়ী যা'
তা'কে নিরোধ বা বর্জ্জন ক'রে—
বিধিমাফিক তাই-ই ক'রতে হবে
যা'তে তা' পেতে পার,
নতুবা, ঐ লিপ্সাতেই
খতম হ'য়ে ব'সে থাকতে হবে! ২০৭৩।
২৫।৫।১৯৫০, বেলা ৮-৫০

স্ত্রী যদি স্বামিপরায়ণা হয়
একমুখী আগ্রহ নিয়ে
—সে খুব সুন্দর,
কিন্তু স্বামী যদি
ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়পরায়ণ না হ'য়ে
স্ত্রী-সর্ব্বস্ব হয়
এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি
যদি আকৃষ্টও হয়—
তা'দের চিন্তা-চেষ্টা
ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়ে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
প্রগতিপরায়ণ না হওয়ার দরুন
সন্তানসন্ততি
অপকর্ষী,

অস্বাভাবিক-দুর্ব্বলব্যক্তিত্বসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
কারণ, পুরুষের সক্রিয় উচ্চ ভাবানুকম্পিতা ছাড়া
বীজকোষে
উৎকর্ষী-জনিসমাবেশ হয় না,
তেমনি স্ত্রীরও
কেন্দ্রায়িত ইষ্টানুগ পুরুষে
সক্রিয়, সশ্রদ্ধ, অনুকম্পী সেবাপ্রাণতা ছাড়া
ডিম্বকোষে
শ্রেয় রজঃ বা ভূমিরও
সমাবেশ হয় না। ২০৭৪।
২৫।৫।১৯৫০, বিকাল ৬-১৫

যা'রা ইষ্টনিষ্ঠ,
ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায় অনুপ্রাণতার সহিত,
ধর্ম্মের কথা বলে,
হাতেকলমে অনুসরণও করে কিছু-কিছু—
নিজের হামবড়াইকে বিনীত ক'রে—
ভ্রান্তিতে উদ্ধত না হ'য়ে—
সশ্রদ্ধ সক্রিয় সদ্ব্যবহারে
শুভ-ইচ্ছায় পরিবেশের সহযোগী হ'য়ে—
ভেদবুদ্ধির গণ্ডী এড়িয়ে
মহামানবদের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দনায়,
ঈশ্বর ও ধর্ম্মের কথা যদি শুনতে চাও
তাঁ'দের নিকটে শুনো—
মিষ্টি লাগবে,
চ'লতেও চেষ্টা ক'রো এক-আধ পা ঐদিকে;
সাবধান থেকো

ধর্ম্মের ঔদ্ধত্যপূর্ণ
আত্মম্ভরী ভ্রান্ত পরিবেষণ থেকে—
তা'তে গা ঢেলে দিও না,
তাহ'লে ভ্রান্তিই হ'য়ে উঠবে
তোমার ধর্ম্মপথ। ২০৭৫।
২৮।৫।১৯৫০, বেলা ৯টা

বিজ্ঞ, বিশারদ
ও লোকহিতী যাঁ'রা,
মহামানব যাঁ'রা—
যে-যোগ্যতা নিয়েই তোমার জীবনচলনাকে
চলন্ত ক'রে রেখেছ
সেই যোগ্যতা তাঁ'দের প্রয়োজনে
যখন লাগবে—
তা' টের পেলেই
স্বতঃ-উৎসারণশীল সশ্রদ্ধ অন্তরে
তাঁ'দের কাছে হাজির হ'য়ে
সেই সেবায় যদি তোমার যোগ্যতাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পার—
প্রাপ্তিপ্রত্যাশারহিত হ'য়ে,—
ঐ যোগ্যতা তোমার
দীপন-উদ্দীপনায় উৎসারণশীল হ'য়ে চ'লবে,
তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে,
সমৃদ্ধি 'স্বাগতম্' ব'লে
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রতে থাকবে,
আর, তোমার হামবড়ায়ী ঔদ্ধত্য-অভিযান
যদি অবজ্ঞা করে তাঁ'কে—

দেখতে পাবে—
অদূরেই দুরদৃষ্ট তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। ২০৭৬।
২৮।৫।১৯৫০, বেলা ৯-১৫

ধর্ম্মজগতে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই হ'চ্ছে—
আমি আছি, অতএব আমার সত্তা আছে
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
তাই, যা'রা আছে সবারই সত্তা আছে
নিজস্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
আর, স্বতঃসিদ্ধ অনুমানই হ'চ্ছে—
আমি আছি, তাই আমার থাকার কারণ আছে
বা স্রষ্টা আছেন,
আর, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর,
আবার, এই সত্তাকে ঈশ্বরে কেন্দ্রায়িত ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সম্বর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনে চলন্ত ক'রে ধ'রে রাখে যা'
তেমনতর ভাবা-বলা-করাই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ,
এই ধর্ম্মের প্রকার নেই—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিধি আছে। ২০৭৭।
২৮।৫।১৯৫০, বেলা ১০-২৫

যে তোমার প্রতি দয়া ক'রছে—
অনুকম্পা ও আচরণে তা'র প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ে
অন্যের প্রতি যে-মুহূর্ত্তে
দয়াবান হ'তে চ'ললে,—
অন্তরে নির্ণয় ক'রে রেখো—
তোমার দয়া দীর্ণ অভিযানে

চলন্ত হ'য়ে চ'লল,
সময় যদি থাকে—
এখনও সাবুদ চলনায় চল। ২০৭৮।
২৮।৫।১৯৫০, বেলা ১১টা

স্রষ্টা এক অদ্বিতীয়,
স্বষ্টির প্রত্যেকটি কিন্তু
বিশেষ-বৈশিষ্ট্যবাহী-গুচ্ছীকৃত,
—এই গুচ্ছবৈশিষ্ট্য নিয়ে
প্রত্যেকেই বিশেষ জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন,
আর, সেই বিধানই বিধায়িত, সত্তাসমন্বিত,
তদনুপাতিক গুণ ও ক্রিয়াসম্পন্ন;
তাই, কোন দর্শন, জ্ঞান বা অনুভূতিপ্রতিভা
যা' যেমনই হোক না কেন
তা' যদি সত্তাবৈশিষ্ট্য-পরিপালী না হয়—
বর্ণানুগ সংস্থিতি ও সম্বর্দ্ধন-উৎস্বজী না হয়—
ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়
ঐ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্যকে
হনন ক'রে চলে,
সেই জ্ঞান, দর্শন বা অনুভূতি
ভ্রান্তিঘূর্ণি ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
আর, ঐ চলন তোমাকে
"মামনুস্মর" ব'লে অনুশাসিত ক'রে
ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সংঘাত স্বষ্টি ক'রে
সর্পিল সহযোগিতায়
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে চ'লতে থাকবে;
সাবধান হও,

বিবেচনায় বুঝকে পক্রিত ক'রে তোল,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী নীতি ও বিধির
অনুসরণ ক'রে
কৃতার্থ হও নিজে—
আর, সবাইকেও তা'রই অধিকারী ক'রে তোল,
স্বস্তি "স্বাগতম্"-প্রতীক্ষায়
সাধুবাদে তোমাকে ধন্য ক'রে তুলবে। ২০৭৯।
২৮।৫।১৯৫০, বিকাল ৬-১০

তোমার যোগ্যতামাফিক
দয়াদাক্ষিণ্য দিয়ে
যেখানে যা'র যেমনতর অবস্থায়
যেমনতর সক্রিয় বাক্যে-ব্যবহারে
সহানুভূতি নিয়ে
সেবা-সাহায্যে সঙ্কটমোচন ক'রে তুলবে
বা স্বস্থি ও তুষ্টি বিধান ক'রবে—
তোমার অবস্থামাফিক অমনতর সময়ে
তদনুপাতিক তাৎপর্য্যে
তোমার কাছেও অন্যের ভিতর-দিয়ে
হাজির হবে তা'
স্বস্তি-অবদান নিয়ে,
তোমার অমনতর করাই
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তোমার অজ্ঞাতসারে বাক্‌ভঙ্গী-চলন-চরিত্রে
এমনতর রকমের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে

অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে,—
যা'তে তোমার ঐ অবস্থাই পারিপার্শ্বিকে
সেবাসম্পোষণী প্রতিক্রিয়ার
আবির্ভাব ক'রে তুলবে—
বিচ্ছুরিত আশিস-অনুকম্পায়,
তাই, তোমার যোগ্যতাকে
শীল ও সৌজন্যে অভিষিক্ত ক'রে
লোকসেবায় সার্থক ক'রে তুলতে
কখনই কৃপণ হ'য়ো না—
ব্যর্থ হবে কমই। ২০৮০।
২৯।৫।১৯৫০, বেলা ১২টা

শোষণ-প্রণোদিত প্রীতি ভয়েরই বটে,
কিন্তু পোষণপ্রাণ প্রীতি
প্রত্যাশারহিত হ'য়েও
স্বতঃই যোগানদার, তুষ্টিবিধায়ক,
সেবাপরায়ণ—
অর্থাৎ, পরিপোষণ-পরিরক্ষণ
ও পরিপূরণে সক্রিয়,
তাই, পরস্পর পরস্পরেরই
আনন্দ ও উৎকর্ষ-সন্দীপক। ২০৮১।
২৯।৫।১৯৫০, রাত্র ৭-৩০

যত যা'ই কর না কেন,—
রাষ্ট্রের গণগরিষ্ঠ যেমন সংহতি নিয়ে
আদর্শে দানা বেঁধে ওঠে—

তদনুপ্রাণনায়
পারস্পরিক সহযোগী সমাবেশে—
তদনুগ পদবিক্ষেপে,—
লঘিষ্ট যা'রা তা'রাও তৎসহবাসে
অমনতরই হ'য়ে ওঠে—
উৎস্জনী অনুচর্য্যায়,
তা'র ফলে, রাষ্ট্রিক শাসন-সংস্কৃতিও
সেই রূপে রূপায়িত হ'য়ে
লোকরক্ষী, লোকপোষক, লোকপূরক
নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চ'লতে থাকে,
আর, তা' না হ'লে
বিচ্ছিন্ন লাখো বৈশিষ্ট্য
লাখো উৎকর্ষী সংস্কৃতি
লাখো দলে বিভক্ত হ'য়ে
বিকৃতির বিপ্লব নিয়ে
বিদ্রোহী সংঘাতে
ধ্বংসলীলার ইন্ধনই হ'য়ে থাকে,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতি
সাবাড়ের আহুতি হ'য়ে
আত্মবিলয়ে অবলুপ্ত হ'তে চলে,
আবার, ঐ রাষ্ট্র-অধিনায়ক যদি
কৃষ্টি-অনুপ্রাণনায়
নিজেকে সম্বুদ্ধ ক'রে
প্রত্যয়ী দক্ষ পরিচালী না হয়
তাহ'লেও কিন্তু
গণ ও রাষ্ট্র-অধিনায়কের সংঘাতে
বিপর্য্যয়ী দুঃস্থি সংক্রামিত হ'য়ে

জনগণও বিধ্বস্তির পথে চ'লতে থাকে,
বিদ্রোহ সেখানে অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। ২০৮২।
২৯।৫।১৯৫০, রাত্র ১০টা

তুমি অচ্যুত আদর্শ বা ইষ্ট-নিষ্ঠ কিনা—
সেই ইষ্ট বা আদর্শে তোমার সম্বেগ
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সার্থকতায়
অনুপূরণ লাভ করে কিনা—
সেই ইষ্টানুগ মৌলিক ভিত্তিতে
তোমার চিন্তা, চলন ও কর্ম্মপদ্ধতি
স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে কিনা
সক্রিয়ভাবে—
আর, ঐ চলনায়
তুমি অব্যবস্থ না হ'য়ে
ধীর সম্বেগে চ'লতে পার কিনা—
ধী, বুদ্ধি ও কুশলকৌশলী দক্ষতা নিয়ে,
—তা'ই যদি হয়
বুঝবে—
তোমার যোগ্যতা এমনতর দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছে
যা'তে তুমি দায়িত্বশীল হ'য়ে
কোন দায়িত্বকে নিষ্পন্ন ক'রে
কৃতকার্য্যতায় কৃতী হওয়ার সম্ভাব্যতায়
উপনীত হ'য়েছ,
আর, যতক্ষণ এমনতর হ'য়ে ওঠেনি
সর্ব্বতোভাবে—
তুমি যা'ই কর
সর্ব্বতোভাবে তা'কে নিষ্পন্ন ক'রতে পারবে না—

কৃতার্থতা নিখুঁত আলিঙ্গনে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রতে পারবে কিনা
তা' কিন্তু সন্দেহের,
আর, এই হ'চ্ছে
তোমার উপযুক্ততার মানদণ্ড। ২০৮৩।
৩০।৫।১৯৫০, সকাল ৬-৪৫

তোমার সকাম আবেগ
তোমার ইষ্ট বা আদর্শের
সেবা-সম্বর্দ্ধনায় সার্থক হ'য়ে
যতক্ষণ তাঁ'কে হৃষ্ট ক'রে
হৃষ্ট হ'য়ে না উঠছে—
তোমার আসক্তি নিজেতে অনাসক্ত হ'য়ে
প্রীতিদীপনায়
তাঁ'তে কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে না,
"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম,"
—আর, ইচ্ছা মানেই হ'চ্ছে পুনঃ-পুনঃ করণ। ২০৮৪।
৩০।৫।১৯৫০, বেলা ৭-৩০

বীজের অন্তর্নিহিত অঙ্কুরণী সত্তা—
যা'র ভিতরে উদ্গতির সমস্ত প্রকৃতিগত বিশেষত্ব
গুণ ও ক্রিয়ার সহিত নিহিত থেকে
উপযুক্ত পোষণ-পরিচর্য্যায়
জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
সংস্থিতি, প্রকৃতি, গুণ ও ক্রিয়ার সমন্বয়ে,—

বীজের অন্তর্নিহিত সত্তার
সেই সমাবেশকেই জৈবী-সংস্থিতি বলা যায়। ২০৮৫।
৩০।৫।১৯৫০, বেলা ৯-৪০

উপদেশ বা বুঝ
যতক্ষণ না কাজে প্রকট হ'য়ে
অভ্যাসে স্বতঃ হ'য়ে উঠছে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার সার্থকতার
তা' কিছুই নয়কো,—
শুধুই কচকচি সার। ২০৮৬।
৩০।৫।১৯৫০, বেলা ১১-৫০

তোমার বীর্য্যবত্তা বা বীরত্ব
কৃষ্টিকে অবদলিত ক'রে তোলে—
সংহতিতে সংঘাত এনে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে তা'কে—
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনাকে
সংঘাতে নিরোধ ক'রে
অবলুপ্ত করে তা'কে—
আত্মঘাতী শৌর্য্যে,—
সে বীরত্ব বা বীর্য্যবত্তা
তোমার নিজের
তোমার জাতির
তোমার দেশ, রাষ্ট্রের
গ্লানি ছাড়া আর কিছুই নয়,
অন্তরালে অনুস্থত সর্ব্বনাশ
অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে

সাংঘাতিক সংঘাত নিয়ে
আক্রমণে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে সত্বরই। ২০৮৭।
৩০।৫।১৯৫০, বিকাল ৬টা

চাহিদাকে উদগ্র ক'রে তোল—
তা'র অন্তরায়ী যা' তা'র প্রতি লোভমুক্ত হ'য়ে,
কিন্তু নজর রেখো, তা' যেন
সত্তার অপলাপী না হয়,
আর, আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টি,
বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
ও আদর্শনিবদ্ধ সংহতি ও সহযোগিতার
পোষণ ও পূরণ ছাড়া
ব্যাঘাত না আনে কিছুতেই ;
আর, চাহিদাকে যেমন উদগ্র ক'রে তুলতে হবে—
তা'কে আবার তেমন
নিয়ন্ত্রণও ক'রতে হবে
যেন সে তোমাকে
অনর্থক প্ররোচনায় প্ররোচিত ক'রে
ব্যর্থ ক'রে না তোলে ;
চাহিদার উদগ্রতাই হ'চ্ছে
উদগ্র জীবনপ্রবাহের পরিচয়,
আর, তা' যেন
আগ্রহ-উদ্দীপনায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ইষ্টানুগ শ্রেয়-চলনে
তোমার শরীর ও মনকে
সক্রিয় কর্ম্মপ্রেরণায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—

যা'র ফলে, তুমি দুঃখ ও কষ্টে
অভিভূত না হও,
ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্ত না হও,
বিতৃষ্ণা-অভিভূত না হ'য়ে পড়,
বাধা-বিপত্তি-বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রে
সময়, সুযোগ ও সুবিধাকে
কাজে লাগিয়ে
নিখুঁত নিষ্পন্নতায় কৃতার্থ হ'তে পার ;
পৌরুষের শৌর্য্য-উদ্দীপনা
ও চাহিদা-পরিপূরণের
একাগ্র উদ্বুদ্ধ অভিগমন যা'দের
অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি-লিপ্সায়
কল্পনাবিধুর নিষ্ক্রিয়তাতেই
নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
বুঝে রেখো, জীবনপ্রবাহ তা'দের শ্লথ,
তাই, তা'রা প্রায়শঃ অযোগ্য, অপটু
ও শ্লথকর্ম্মা,
দুর্ব্বল অন্তর কখনই
ইষ্ট বা আদর্শে সুনিষ্ঠ হ'য়ে
প্রবৃত্তির সার্থক সংহতি নিয়ে
সক্রিয় উন্মাদনায়
কর্ম্মের শুভ সম্পাদনে কৃতার্থ হ'য়ে
কৃতীর আসন লাভ ক'রতে পারে না,
তাই ওঠ, জাগ,
শ্রেয়তে প্রবুদ্ধ হও,
কুশলকর্ম্মা হ'য়ে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে সহচর ক'রে

তোমার জীবনের যা'-কিছুকে
সব দিক দিয়ে
কানায়-কানায় সার্থক ক'রে তোল
ইষ্টে, আদর্শে, ঈশ্বরে। ২০৮৮।
৩১।৫।১৯৫০, সকাল ৯-৩০

আত্মঘাতী আদর্শ যখন
মরণবীর্য্যী হ'য়ে ওঠে—
জন্মের চাইতে মরণ-সার্থকতায়,
মিলনান্ত হ'তে বিয়োগান্তের
পূজারী হ'য়ে ওঠে গণহৃদয়,
অনীত, বিকেন্দ্রিক, আদর্শহারা,
অব্যবস্থ, একদেশদর্শী, স্বার্থসন্ধিক্ষু,
নেতৃত্ব যেখানে প্রভাবান্বিত,
সহযোগিতাহীন স্ব,-স্বপ্রধান সংহতি
পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বিরোধপ্রবণ,
উচ্চকে অবনত করা,—
অবনতদিগকে সাবাড়ে পরিচালিত করা—
এই হ'য়ে ওঠে বাহাদুরী ঔদার্য্য,
পরাক্রমী কৃতিকৌশল যখন
ভীরুতা ব'লেই বিবেচিত হয়,
শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য
ও ন্যায়ের বাহাবা
মুখরিত হ'য়ে ওঠে ওরই সমর্থনে,—
আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্যবর্দ্ধনা,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সত্তাপরিরক্ষণা

তখন হ'য়ে ওঠে ভীরুতা,
সম্বর্দ্ধনী সংহতি হয় ব্যঙ্গ-কৌতুক,
যেখানে এমনতর—
বুঝবে, জাহান্নম এগিয়েই আসছে ক্রমশঃ। ২০৮৯।
৩১।৫।১৯৫০, দুপুর ১২-২০

প্রতিলোম ও সঙ্কর-পরিণয়ে
অর্থাৎ বিপরীত কৌলিক সংস্কৃতি
ও অসমঞ্জস বিরুদ্ধ চরিত্র ও প্রকৃতি-সম্পন্ন
স্ত্রী-পুরুষের বর্ণ-বিপর্য্যয়ী পরিণয়ে
জৈবী-সংস্থিতির বিকারবশতঃ
জাতকের মেধা বুদ্ধি ও ধী
বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়,
আবার, এমনি ক'রেই
ঐ জাতকদের
আত্মসমর্থনী পরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে
তৎসংক্রমণে
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিতরে
ক্রমশঃ বিকৃতি জেগে উঠে
ধী, মেধা ও বুদ্ধির অপকৃষ্টতায়
দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে
সমগ্র জনপদ
বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তিতে
বিনাশের দিকে ছুটতে থাকে ;
তাই, এখনও সাবধান—
তোমার আচারে, তোমার পরিচর্য্যায়
তোমার নিয়মনে

সম্বর্দ্ধনাকে আবহান ক'রতে
নিরস্ত হ'য়ো না কখনও। ২০৯০।
৩১।৫।১৯৫০, বিকাল ৫-৩০

স্মৃতি ও চেতনার অপলাপের
নিদর্শন হ'চ্ছে
ভ্রান্তি ও অবিবেকিতা। ২০৯১।
৩১।৫।১৯৫০, সন্ধ্যা ৭টা

সবাই সমান—
এর চাইতে ভ্রান্ত ধারণা
আর কী হ'তে পারে?
—যা' প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে
কোথাও দেখা যায় না,
একটা গাছের দু'টো পাতাও নয়,
একটা মাথার দুটো চুলও নয়কো—
প্রয়োজন ও পুষ্টিতেও নয়কো,
আবার, এই ধারণা
দৃষ্টিকে এমনতরই অন্ধ ক'রে তোলে
এই ভাব-অভিভূতিতে
যা'তে পরস্পর পরস্পরের কাছে
প্রত্যাহত না হ'য়েই পারে না,
স্বার্থ-সংঘাত অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে,
অধিগমনী আকূতি শ্রদ্ধাহারা হ'য়ে
বিকৃত ও ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ওঠে,
সংহতির অপলাপ ঘ'টে থাকে তা'তে,
নীতি, বিধি ও নিয়ন্ত্রণ

বিকৃত না হ'য়েই পারে না,
জনপদ
শ্লথ, ক্ষুদ্রস্বার্থী, যোগ্যতাবিহীন হ'য়ে ওঠে
অনিবার্য্যভাবে,—
ফলে, গণবীর্য্য, গণসংহতি,
বিবর্ত্তনী গণসম্বর্দ্ধনা
অবগুণ্ঠিত হ'য়ে
অশ্রুপাত করা ছাড়া
পথই থাকে না,
আর, শাস্তিই তখন শাসনকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে বাধ্য হয়,
অব্যবস্থিতি-বিকৃতি-বিপর্য্যয়ে
আত্মবিক্রয় ক'রে
বিনাশের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করা ছাড়া
জনগণের আর পথ থাকে না,
কারণ, সমত্বের দাবী যেখানে যত—
দূরত্বও সেখানে তত,
কিন্তু মমত্বের বোধ যেখানে যত—
মিলনও সেখানে তত,
তাই, কেউ কা'রও সমান হয় না
বরং সদৃশ হ'তে পারে ;
উৎকর্ষিত হ'তে হ'লেই
উৎকর্ষকে অনুসরণ করা চাই
সশ্রদ্ধ পদক্ষেপে,
আবার, উৎকর্ষের প্রাদুর্ভাবও যা'তে
সমাজে সমূহ হ'য়ে ওঠে—
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও চাই তেমনি,

নয়তো, নিকেশ আত্মবিকাশ ক'রে
ধিক্কারে বুভুক্ষু হ'য়ে চলে,
সাবধান হও। ২০৯২।
৩১।৫।১৯৫০, রাত্রি ৭-২০

বিশ্বাসের দাবী ক'রে
সুযোগ নিতে যেও না
বিশ্বস্তির উপযুক্ত জামিন ব্যতিরেকে—
যা'তে ভবিষ্যতে তোমার প্রতি
সন্দেহ এসে উপস্থিত না হয়—
যদিও বিশ্বাসের দাবীই কিন্তু সন্দেহের
—প্রায়শঃই। ২০৯৩।
১।৬।১৯৫০, বেলা ১১টা

প্রবৃত্তি-অভিভূতি যেখানে
যেমন ক'রেই থাক না—
দুঃখ সেখানে অবশ্যম্ভাবী,
সর্ব্ব-অভিভূতি
ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠাটাই হ'ল মুক্তি,
—ভক্তির ঊষা। ২০৯৪।
২।৬।১৯৫০, সকাল ৭টা

শ্রেয়তে শ্রদ্ধানুসিক্ত সক্রিয় মমত্বের
অচ্যুত একমুখীন আগ্রহ-উদ্দীপনা
যেমন সুষ্ঠু ও সলীল—
তপশ্চরণও তেমনি সুষ্ঠু ও সলীল। ২০৯৫।
২।৬।১৯৫০, বেলা ৭-১৫

ভাবসম্পদ যা'ই থাকুক না কেন—
করায় ফুটন্ত ক'রে না তুললে
প্রকৃতিতে স্বতঃ হ'য়ে উঠবে না। ২০৯৬।
২।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-৩৫

তোমার দেয় যা'—
না দিয়ে
তা'কে যতই চেপে রাখবে,—
ঐ অভ্যাসেই
পাওয়াটা ততই সঙ্কুচিত ক'রে তুলবে। ২০৯৭।
২।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-৪০

অচ্যুত নিষ্ঠার সহিত
ইষ্ট, আদর্শ বা বিষয়ে
অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ, সক্রিয় উদ্দাম
আগ্রহ-উন্মাদনা যত গভীর—
বাক্যের অন্তর্নিহিত চুম্বকশক্তিও
তত প্রবল হ'য়ে ওঠে,
ব্যাপারের ভাবানুকম্পী, সুসঙ্গত
কুশলকৌশলী পরিচালনা
সৃষ্টি করে তা'তে স্রোত,
আর, তা'র অভিব্যক্তি আনে চাপ,
আর, এই তিনেরই
অন্বিত বৈধী সমাবেশ হ'তেই আসে
বিচ্ছুরণী বেগ—
যা'তে আগ্রহ-উন্মাদনায়
লোকের অন্তরকে আকৃষ্ট ক'রে

উদ্গতিসম্পন্ন ক'রে তোলে,
আর, এই বিহিত অন্বয়ী সমাবেশই হ'চ্ছে
বাক্ বা বাণীর প্রাণস্পন্দন,
বক্তার চরিত্র-সঙ্গতির সহিত
যেখানে এমনতর বাক্-সমাবেশ—
বাণী সেখানে মূর্ত্ত-বাক্। ২০৯৮।

২।৬।১৯৫০, বিকাল ৬-৩৫

মানুষের অবস্থা, অভিব্যক্তি,
প্রচেষ্টা ও পারিবেশিক প্রকৃতির
সমন্বয়ী সমাবেশ দেখে
তা'কে যদি বিচার না কর—
সে-বিচার ভ্রান্তিকেই আলিঙ্গন ক'রবে
প্রায়শঃ,
তাই, কাউকে বিচার ক'রতে গেলেই
অন্ততঃ অতটুকু
অন্তর-আবেগ যদি না থাকে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় না থাকে—
তোমার সিদ্ধান্ত যে
ব্যর্থ পন্থারই নির্দ্দেশক হবে
তা' অতিনিশ্চয়। ২০৯৯।

২।৬।১৯৫০, রাত্রি ৭-৪০

জৈবী-সংস্থিতি যা'দের ভ্রষ্ট—
দয়া-দাক্ষিণ্য তা'দের বশ ক'রতে পারে
কমই,
কিন্তু তা'দের শায়েস্তা ক'রতে পারে ভয়। ২১০০।

৩।৬।১৯৫০, বিকাল ৬টা

প্রীতি যতক্ষণ প্রাপ্তিসন্ধিক্ষু
—আত্মম্ভরী,
প্রেম তখনও অনেক দূর। ২১০১।
৪।৬।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

অচ্যুত একমুখীন আগ্রহ-তৎপরতায়
সমীচীন নিষ্পন্নতার উপর দাঁড়িয়ে
আয়ত্তে আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে
উৎসে চ'লতে থাকবে যেমন—
ঈশ্বরের দিকেও এগুতে থাকবে তুমি তেমনি। ২১০২।
৫।৬।১৯৫০, বেলা ১০-১৫

শুনলে অনেক—ক'রলে না,
ঠ'কলে কত—বুঝলে না। ২১০৩।
৫।৬।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

প্রবৃত্তির অসার্থক ব্যবহার
অর্থাৎ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার
যা' সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে না—
সপরিবেশে—
তা' পাপের, বিড়ম্বনার ও বিধ্বস্তির। ২১০৪।
৬।৬।১৯৫০, বেলা ৮-১৫

জনগণ যেখানে একাদর্শমুখী নয়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে সশ্রদ্ধ-আনতিবিহীন
অথচ নানা গুচ্ছ, দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত,
পরস্পরের প্রতি পরস্পর

সহযোগ ও সহানুভূতি-প্রবণ তো নয়ই—
বরং স্বার্থসন্ধিক্ষু বিরুদ্ধাচরণপ্রবণ,
কর্ম্মে কৃতী হওয়ার চাইতে
প্রাপ্তি, নামযশের প্রলোভনই যা'দের অধিক,
নিষ্ঠা ও চরিত্রে নিজেদের অশ্রদ্ধ
ও অসংযত চলন সত্ত্বেও
অন্যের কুৎসিত সমালোচনায় সুপটু যা'রা,
যত্ন-শ্রম-যোগ্যতার সৌকর্য্য
অবহেলাদলিত হ'য়েও
প্রতিষ্ঠার ধান্ধা প্রভূত যেখানে,
আদর্শ বা কৃষ্টিকে পরিবেষণ
বা প্রতিষ্ঠা করার চাইতে
ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাম্ভিকতা
বা দৈন্যগ্রস্ত হাতকচলানির প্রয়াসপ্রবণ যা'রা
অথচ সংহতিভাঙ্গা কুৎসিত কদাচারপরায়ণতায়
সুদক্ষ,
প্রবৃত্তির ব্যভিচারী উল্লম্ফন যেখানে আকুতিপূর্ণ,—
তা'রা বিচ্ছিন্ন, ব্যভিচারী, কদাচারপূর্ণ,
সংহতিহারা, প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী, আত্মঘাতী
—এটা অতিনিশ্চিত;
যা'দের আদর্শ নাই—
তা'দের একমত হওয়ার প্রবৃত্তি
ক্রূর ও অসংযত,
যা'ই করুক না তা'রা
কৃতার্থী কৃতকার্য্যতা তা'দের অনেক দূরেই,
আত্মঘাতী মরণমন্ত্রে দীক্ষিত জনগণ

সর্ব্বনাশের সুপরিবেষণী পদক্ষেপে
ক্রমশঃই যে এগিয়ে চ'লেছে—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চিত ;
প্রজ্ঞাবান উদ্গাতা যদি কেউ থাক—
এমনতর দেখলেই সজাগ হ'য়ে ওঠ,
আদর্শানুপ্রাণিত সংহতিতে
সংবদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে,
জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তোল,
সহযোগী সহানুভূতিতে
প্রাণবান হ'য়ে উঠুক সকলে,
সার্থক সমাবেশে
সমন্বয়ে সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক
ব্যষ্টি ও সমষ্টি,
চরিত্রের চৌম্বক আকর্ষণে
সংহত ক'রে তোল সবাইকে,
"সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং,
সং বো মনাংসি জানতাম্"—মন্ত্রে
—পুরুষোত্তমে সুনিষ্ঠ সম্বেদনাদীপ্ত
তোমারই জীবনবেদীতে সমবেত হ'য়ে
সবাই পাঞ্চজন্যে তাঁ'রই জয়গান করুক। ২১০৫।
৬।৬।১৯৫০, বেলা ১২টা

তোমার পরিবেশে যদি কেউ অভুক্ত থাকে,
সন্তপ্ত থাকে, শঙ্কিত বা বিধ্বস্ত থাকে—
নিজে এবং অন্যদের সহযোগিতায়
আগে যথাশক্তি নিরাকরণ কর তা'র,
যথাসম্ভব স্বস্থ ক'রে তুলে

যোগ্যতার উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল আগে,
পরে তোমার নিজের গৃহস্থীর দিকে মন দিও,—
সপারিপার্শ্বিক তোমার গার্হস্থ্যধর্ম্ম
সার্থক হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
আশীর্ব্বাদ-অভিমন্ত্রে। ২১০৬।
৬।৬।১৯৫০, দুপুর ১২-২০

তোমার গৃহস্থীতে বুভুক্ষু বা অতিথির
শুভাগমন যদি হয়—
নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রো,
সাধ্যমতন সেবাযত্নে
তা'র ক্লান্তি অপনোদন ক'রো—
সাবধানী অনুসন্ধিৎসায়,
সজাগ থেকে
তৃপ্তি ও তুষ্টির সেবা-সন্দীপনায়
অভিনন্দিত ক'রে তুলো তা'কে,
এমন-কি, প্রয়োজনমত নিজের ক্ষুধার অন্ন দিয়েও
তা'কে তৃপ্ত ক'রো—
পরিবার তোমার
দুর্লভ আশীর্ব্বাদের অধিকারী হবে। ২১০৭।
৬।৬।১৯৫০, দুপুর ১২-২৩

তুমি যত বড়ই ন্যায়বান হও না কেন—
উদারই হও আর বিজ্ঞই হও—
বিবেকী ঔচিত্যবুদ্ধিসম্পন্নই
হও না কেন—
এই গুণাবলী তোমার প্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমে

সঙ্গতির সহিত সার্থকতা যদি লাভ না করে—
তাঁকে উপচয়ে সম্বৃদ্ধ ক'রে না তোলে—
তৎপ্রতিষ্ঠায় স্বতঃই যদি না হ'য়ে ওঠে—
তোমার ঐ গুণাবলী বিচ্ছিন্ন,
ব্যভিচারবিশ্লিষ্ট,
হামবড়াইয়ের ঔচিত্যধাজী মাত্র,
প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে না তুমি,
সার্থক ও সমুন্নতও হ'য়ে উঠবে না তুমি—
পল্লবগ্রাহী ঔচিত্য সম্ভ্রমের
খেয়ালী খোরপোষ ছাড়া
আর কিছুই নয় ও তোমার। ২১০৮।

৬।৬।১৯৫০, বিকাল ৬-৩০

যা'রা কেবল নিজের স্বার্থকে দেখতে জানে—
তা'রা ইষ্টার্থকে দেখতে জানে না,
নিজের স্বার্থই হ'ল
তা'দের প্রীতিপরিচর্য্যার কেন্দ্র। ২১০৯।

৭।৬।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

চাকরী, চুরি, ভিক্ষা
নিদেন বিয়ের দীক্ষা। ২১১০।

৭।৬।১৯৫০, বেলা ১০টা

দুরদৃষ্ট যা'দের দুরপনেয়—
তা'দের ইষ্ট, আদর্শ,
শ্রেষ্ঠ, প্রিয়, বরণীয় বা গুরুই বল—
কদাচারী ও ব্যভিচারী যা'রা
তা'দেরই পরিচর্য্যায়

পরিসেবিত হ'য়ে থাকেন,
যা'র ফলে, তাঁ'রা অসুস্থ
ও অল্পায়ু হ'য়ে ওঠেন ;
আর, ঐ বেষ্টনীর আবর্ত্ত ভেদ ক'রে
তাঁ'দের উৎসৃজী উদ্‌গাথা
বাধানির্ম্মুক্ত হ'য়ে
আপামর সাধারণ পরিবেশকে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না—
সশ্রদ্ধ, ইষ্টানুগ সক্রিয় চলনায় ;
তাই, তাঁ'দের পরিচর্য্যায়
তোমাদের লোকনিয়োজন যেন প্রকৃত হয়,
সেবানিরত বেষ্টনী যেন
রশ্মি-বিকিরণী হ'য়ে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারে সবাইকে । ২১১১ ।
৭।৬।১৯৫০, বেলা ১২টা

ইষ্ট বা প্রেষ্ঠ-নিদেশ
সক্রিয় পরিচর্য্যায় পরিপালিত ক'রে
মূর্ত্ত ক'রতে অযথা দেরী হ'চ্ছে
বা পারছ না
তা'র মানেই এই—
তোমার আবেগ
সক্রিয়তায় শ্লথ হ'য়ে উঠেছে,
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ বিবেকের দরুন
তুমি তা'তে উদ্দাম হ'য়ে উঠতে পারছ না,
তোমার চাহিদার টান
আর ইষ্টানুগ আবেগের ভিতর

একটা সংঘর্ষ বেধে
তাকে হৃদিশহারা ও মন্থর ক'রে চ'লেছে—
তা' শারীরিক, মানসিক
বা যে-কোন রকমেই হোক ;
যখনই এমনতর দেখতে পাচ্ছ—
তুমি সতর্ক হও,
সংবুদ্ধ হও,
তোমার আগ্রহ-আবেগকে
ধাক্কায় এমনতর উস্কানি দিতে থাক—
নিরন্তরতায়
যা'তে তুমি
সক্রিয় হ'য়ে চ'লতে পার—
বিহিত নিয়ন্ত্রণে—
এই চলনার বিপর্য্যয়ী
ভাব, ধারণা বা সংশ্রবকে এড়িয়ে,
কিছুদিনের ভিতরই তোমার আগ্রহ
আবার তেজাল হ'য়ে উঠতে পারে। **২১১২।**

৭।৬।১৯৫০, সন্ধ্যা ৭টা

ঈশ্বর সর্ব্বজীবে নিগূঢ় মমতাদীপ্ত—
তা' তিনি যেমন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে
তেমনি সমষ্টিতে,
তিনি জীবের জৈবী-যন্ত্রে জীবনরূপে
সমারূঢ় থেকেও ভূতমহেশ্বর,
ঐ প্রজ্ঞাস্পর্শী মহামানব যাঁ'রা
তাঁ'রাও তাই জীবমাত্রেরই সত্তাসংশ্রয়ী—
প্রাজ্ঞ মমতাপ্রবণ,

ঈশ্বরে আকুতিপ্রবণ হ'য়ে
সেই মহামানবের শরণাপন্ন হও,
অনুসরণ কর তাঁ'কে—
সক্রিয় একমুখীন আগ্রহ-উদ্দীপনায়
অচ্যুতভাবে,
আর, তা'ই হ'চ্ছে তাঁ'রই প্রসাদী—
পরাশান্তি লাভের একমাত্র পথ। ২১১৩।
৮।৬।১৯৫০, সকাল ৬-২০

ব'লে দিও সবাইকে—
বুঝিয়ে দিও—
পঞ্চবর্হিপালী গোত্রসংরক্ষী আর্য্যদের
জাতিলোপ পায় না কখনও,
আপদ-অধ্যুষিত বিধ্বস্তি-বিপর্য্যয়ে
কৃষ্টিতাৎপর্য্য যদি কখনও
রক্ষা নাও ক'রতে পার—
আপদ-অবসানে সদাচারী হ'য়ে
প্রায়শ্চিত্ত-চিকিৎসায়
নিজেকে পরিশুদ্ধ ক'রে নিও,—
সংস্কৃতির ব্যত্যয় যদি ঘ'টে থাকে কিছু—
সংশোধিত হবে;

যে-কোন প্রকারেই হোক—
যে-কোন অবস্থায়ই পড় না কেন—
পঞ্চবর্হির সূত্রটিকেও যদি
পরিপালন ক'রে চলতে পার
তবে প্রায়শ্চিত্ত-চিকিৎসারও প্রয়োজন নাই,
শুধু মনে রেখো—

প্রতিলোম-পরিণয়
জীবের জৈবী-সংস্থিতির
বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে,
সেটা হ'তে আত্মরক্ষা ক'রতে
যত্নশীল থেকো,
নয়তো, যেরূপে যে-কায়দায়ই হোক
যে-ভাষায়ই হোক
বা যেমন ক'রেই হোক—
তুমি পঞ্চবর্হির তাৎপর্য্যকে
পরিপালন ক'রে যদি চ'লতে পার,—
বিপর্য্যয় তোমাকে
বিপর্য্যস্ত ক'রতে পারবে না কখনও,
ইষ্টানুগ ঈশ্বরানুসরণে
শান্তির পথে
স্বস্তিকে নিয়ে
শুভ সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হবে ;
মানুষকে শান্তি দাও,
নিজে শান্তি পাও,
শক্তি ও বীর্য্যে সংহতির পথে
অজেয় হ'য়ে চ'লতে থাক। ২১১৪।
৯।৬।১৯৫০, বেলা ৯-৩৫

যা'রা শীলবান—
সৌজন্যসম্বেগী স্বভাবতঃই তা'রা,
বাক্ ও ব্যবহার বিনীত তা'দের—
এমন-কি, ক্ষোভক্ষুব্ধ হ'লেও,
ঐ বিনীত বাক্ ও ব্যবহার তা'দের

দোষস্বীকার নয়কো,
তা'কে দোষস্বীকার ব'লে
যদি ধ'রে নিয়েই থাক—
তোমার বিবেচনা নিতান্তই ভ্রান্তিপুষ্ট
হীনম্মন্য-তাৎপর্য্যসম্পন্ন,
শীল যা'দের স্বভাবে নাই
সেই বধির বিবেচক
কী ক'রে তা' বিচার ক'রতে পারবে। ২১১৫।
৯।৬।১৯৫০, বেলা ১০-৫০

জীবমাত্রেরই
কোন-না-কোন অভিভূতি থাকেই,
অভিভূতি যেখানেই—
তাৎপর্য্যও তা'র তেমনি,
সৎ-সন্দীপ্ত অভিভূতি
সত্যে, স্ব-তে বা সৎ-এ আঘাত পেলেই
ক্ষোভক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকে,
আর, অসৎ-অভিভূতি যা'
তা' ঐ প্রবৃত্তি-পরিচালিত প্রয়োজনে
বা কামনায়
বাধা পেলেই ক্রূর হ'য়ে ওঠে,
সৎ-অভিভূতির ক্ষোভক্ষুব্ধ অভিমান
সত্য ও ন্যায়কে সম্ভ্রান্ত রেখে
ক্ষমাশীল ও সেবাপরায়ণ,
আর, অসৎ-প্রবৃত্তির অভিভূতি
বিচ্ছেদপরায়ণ, হিংস্র ও ক্রূর—

মার্জ্জনাভিক্ষা তা'দের হীনম্মন্য অহংকে
দলিত ক'রে তোলে,
তা'দের দাম্ভিক অভিমান
অপমানকেই আবাহন করে,—
এমনতর যা'রা
তা'রা ত্রুটি ও বিচ্যুতিকে
ন্যায্য ব'লেই ধ'রে নিয়ে থাকে,
নিন্দা ও শত্রুতাই তা'দের সহজ অনুচর—
এমন-কি, চিরবান্ধব যিনি তাঁ'র প্রতিও। ২১১৬।
৯।৬।১৯৫০, বেলা ১১-৫

জীবনহীন কর্ত্তব্যের দেবতাই হ'চ্ছে
আপসোস-উদ্‌ভ্রান্ত ভবিতব্য। ২১১৭।
৮।৬।১৯৫০, বিকাল ৬টা

ইষ্ট, প্রেষ্ঠ বা গুরুর
তাড়ন, পীড়ন, অনাদর ও অবজ্ঞাতেও
তোমার সশ্রদ্ধ আনতি
সক্রিয় অচ্যুত হ'য়েই চ'লছে—
দেখতে পাচ্ছ যখন থেকে,
বীতরাগ বিভ্রান্তির উপঢৌকনে
তোমার আনাচ-কানাচকেও
স্পর্শ ক'রতে পারছে না যখন,
দোষদর্শিতা, তোমার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি-অন্ধতা
হীনম্মন্যতার কুহকী অন্ধকার
সৃষ্টি ক'রতে পারছে না যখন,—

বুঝে নিও, অন্তরে তোমার
নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে,
তোমার পদবিক্ষেপ
শাশ্বতের দিকে এগিয়ে চ'লেছে ;
নজর রেখো, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেও যেন
ওরা তোমাকে স্পর্শ ক'রতে না পারে। ২১১৮।

৮।৬।১৯৫০, রাত্র ১০-৩০

কা'রও অবস্থা, অভিব্যক্তি, স্বাস্থ্য
ও পরিস্থিতির সমাবেশ না দেখেই
তা'র ব্যবহারকে বিচার ক'রতে যেও না,
সে-বিচারে সিদ্ধান্ত অন্ধ হ'য়ে
তোমাকে নিরয়ের অভিযাত্রী
ক'রে তুলতে পারে কিন্তু,
মনে রেখো, "দশচক্রে ভগবান ভূত" ;
বিপর্য্যয়ের আবহাওয়াকে অতিক্রম ক'রে
যে চ'লেছে
তা'র স্বস্তি তখন দোলায়মান,
সেই দোদুল্যমানতাই হয়তো সেখানে
স্বস্তির জন্য অপরিহার্য্য,
কিন্তু স্বস্তির এই বাস্তব রূপকে অবহেলা ক'রে
তৎসম্বন্ধে যে মনগড়া বিচার বা সিদ্ধান্ত
তা' ভ্রান্তিরই উদ্‌ভ্রান্ত আলিঙ্গন—
নিরয়ের বাঘনখী আকর্ষণ,
সমুখে চ'লো। ২১১৯।

৮।৬।১৯৫০, রাত্র ১০-৪০

প্রাপ্তি যতই মানুষকে
লোভে স্বার্থান্ধ ক'রে তোলে—
যোগ্যতা অলস হ'তে থাকে ততই,
প্রবৃত্তি তখন কুহক-কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে আবর্ত্তের ঘোর ঘূর্ণিতে
বিঘূর্ণিত ক'রতে থাকে ;
সাবধান! পেয়ে তুষ্ট হও,
কিন্তু পাওয়া যেন তোমাকে
লোভে অন্ধ ক'রে না তোলে—
প্রয়োজনের নিষ্পেষণে। ২১২০।
৮।৬।১৯৫০, রাত্র ১১টা

ব্যয়, অবদান বা অনুগ্রহ করা
যেখানে উপচয়ী, অর্জ্জনী—
যোগ্যতা-সত্ত্বেও
অর্থপ্রাপ্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে
তা' হ'তে যা'রা পরাঙ্মুখ হয়—
তা'রা মূর্খ, অব্যবসায়ী ও অজ্ঞ ছাড়া কিছুই নয়কো ;
তাই, গণহিতী যাঁ'রা—
মহামানব যাঁ'রা—
লোকপ্রিয় যাঁ'রা—
প্রাপ্তিপ্রলোভন-বশতঃ
তোমার যোগ্যতা দিয়ে
তাঁ'দের সেবা ক'রতে বিমুখ হ'য়ে
অজ্ঞতার উপঢৌকন পেতে
নিজেকে প্রস্তুত ক'রতে যেও না,
বেকুব চালাক সেজে ব'সো না,

তোমার সেবা
তাঁ'দিগকে স্বস্তিমণ্ডিত ক'রে তুলুক,—
প্রতিষ্ঠা, যশ ও অর্থ
তোমাকে আপনিই সেবা ক'রবে। ২১২১।
৯।৬।১৯৫০, বিকাল ৬-২৬

অযৌক্তিক মনগড়া ধারণায়—
যা' বিষয় ও ব্যাপারের
সার্থক সমঞ্জসা নয়—
তা'তে আস্থা ক'রে
বিভ্রান্ত না হ'য়ে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি ব্যবস্থা কর বিহিতভাবে
—বিপদ এড়াতে পারবে অনেক। ২১২২।
১৩।৬।১৯৫০, বেলা ৯টা

তপঃপ্রাণতার সহিত
অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ী থেকে—
প্রীতি ও প্রাপ্তির অন্তরায়ী যা'
হৃষ্টচিত্তে অচিরাৎ তা'কে
ত্যাগ ক'রতে পারাই হ'চ্ছে
পারগতা ও প্রাপ্তির প্রথম সোপান;
চরিত্রে এমনতর লক্ষণ—
তা' কিন্তু আশাপ্রদ প্রায়শঃই। ২১২৩।
১৩।৬।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

তুমি কা'রও অসুবিধার কারণ হ'লে না
তা'ই কিন্তু যথেষ্ট নয়,
বরং অসুবিধা ঘ'টতে না দেওয়া
সক্রিয় ব্যবস্থিতি নিয়ে—
পালনে, পোষণে ও পূরণে
—তা'ই হ'চ্ছে সেবা,
তা'তে সার্থকতা তোমারও—
যা'র ক'রছ তা'রও,
আশীর্ব্বাদও উদ্দীপনাহৃষ্ট সেখানেই। ২১২৪।
১৩।৬।১৯৫০, বেলা ১০টা

'আমি'র সংস্পৃষ্ট বা সংশ্রবান্বিত যা'
পালনে—পোষণে—পূরণে
—তা' আমার,
আর, আমার বোধ যেখানে যেমন
মমতাও সেখানে তেমন। ২১২৫।
৩।৬।১৯৫০, বেলা ১১টা

বিকৃত-ব্যভিচারদুষ্টা কন্যা
নিজের বিবাহিত পুরুষকে
অধ্যবসায়ে
যোগ্যতা, তুষ্টি ও বিনায়ক-ব্যবহারে
একমুখীনতার সহিত
সেবায়, পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না প্রায়শঃ,

কারণ, একমুখীনতা সেখানে বিকৃতচিত্ত
ও বোধি সামঞ্জস্যহারা, অসার্থক। ২১২৬।
১৩।৬।১৯৫০, বিকাল ৬টা

যে অবাধ চলন
জীবন ও জনকে
যন্ত্রণাপ্লুত ক'রে তোলে—
বিকৃত ক'রে তোলে—
ব্যভিচারী ক'রে তোলে—
তা' কিন্তু স্বাধীনতা নয়কো,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও নয়,
বরং সংবর্দ্ধনী সংস্কারগুলিকে পরিপালন ক'রে
জীবনে-আচারে-ব্যবহারে
চরিত্রগত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
আত্মমর্য্যাদার সম্বর্দ্ধনে থেকে
স্বাধীনতাকে উপভোগ করা,
ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
শাসনে সুষ্ঠু পরিবর্দ্ধিত করাই হ'চ্ছে
প্রকৃত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ২১২৭।
১৩।৬।১৯৫০, বিকাল ৬-৪৫

যে-বিশ্বস্ততা
বিশ্বাসঘাতকতায় রূপায়িত হ'য়ে ওঠে
তা' আগাগোড়াই উহারই
ছদ্মবেশ-মাত্র। ২১২৮।
১৪।৬।১৯৫০, বিকাল ৩টা

ভক্তি কিন্তু অলস ভাবপ্রবণতা নয়কো,
স্থনিষ্ঠ, অচ্যুত, একমুখীন
সেবাপরায়ণ, সক্রিয় কর্ম্মপ্রবণতা যেখানে—
ভক্তি কিন্তু সেখানে উপচয়ী
বাস্তব রূপ নিয়ে। ২১২৯।
১৪।৬।১৯৫০, বিকাল ৫টা

ঈশ্বরকে বা প্রিয়কে
স্তুতি, ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যের লোভে
চাইতে যাওয়া মানেই হ'চ্ছে—
ঈশ্বর বা প্রিয়কে না চেয়ে
ঐ স্তুতি, ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যকেই চাওয়া,
ও হ'চ্ছে ঈশ্বর বা প্রিয়-চাহিদায়
ছদ্মবেশী কামাবশতা ;
তোমার কামনা
যত তোমার ঈশ্বর বা ইষ্টে
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে—
বিহিত ঔপাদানিক সমাবেশে—
সার্থক সঙ্গতিতে
সব খুঁটিনাটি নিয়ে রূপায়িত ক'রে,
—কামাবশায়িতা তোমাতে
স্বতঃসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে ততই। ২১৩০।
১৪।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-১৫

ব্যবহার যা'ই কেন হোক না—
তা' যদি নিষ্ঠার সহিত
প্রীতি ও প্রশস্তি-প্রতিষ্ঠ হয়—

তা' কিন্তু ঢের ভাল,
হৃদয়কে তা' ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে না। ২১৩১।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্রি ৮-২০

কেন্দ্রায়িত আগ্রহ যখন
তা'র বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সরঞ্জাম-সুপুষ্ট হ'য়ে
উদ্দাম হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় সুষ্ঠু পদবিক্ষেপে
স্বার্থকে রূপায়িত ক'রে তুলতে,
তা'র অন্তর্নিহিত উদ্দীপনা
ঐ চরিত্রের চুম্বক প্রভায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে
এমনতর সংহতি সৃষ্টি ক'রে তোলে যে
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতি
সুশৃঙ্খল, কর্ম্মপ্রাণ, সুপুষ্টদীপন-প্রেরণায়
পৌরুষ প্রভায়, সানন্দ আশীর্ব্বাদে
সার্থকতায় কৃতী ক'রে তোলে তা'কে। ২১৩২।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

যা' ক'রতে যখন যেখানে যা' যা' লাগে
তা' ক'রে
তা'কে সুসম্পন্ন করাই হ'চ্ছে তপস্যা। ২১৩৩।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্রি ৯-৩০

অভিপ্রায়-অনুযায়ী
বোধ ও ব্যাপারের নিয়োজনই হ'চ্ছে যুক্তি,
—তা' যে যেমনতর তা'র তেমনতর,

তাই, অভিপ্রায়ও যত সৎ
যুক্তিও তেমনি প্রপূরণী। ২১৩৪ ।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্র ৯-৩০

যে-অভিপ্রায়ে যেমন আগ্রহ
আচরণও হ'য়ে ওঠে তেমনি—
তা'রই সংরক্ষক,
—তাই, অভিপ্রায় ও আগ্রহই
আচারের নির্ণায়ক । ২১৩৫ ।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্র ৯-৫০

দেবতা বা মন্দির প্রদক্ষিণ করার
যে-প্রথা আছে
তা'র তাৎপর্য্যই এই—
আমি যেন ঐ বিহিত অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
আমাকে প্রতিপদক্ষেপেই
এমনতর ভাবিত ক'রে তুলতে পারি
যা'তে ঐ দেবতা বা মন্দিরকেই কেন্দ্র ক'রে
আমার জীবনচক্র চলন্ত হ'য়ে চলে;
আবার, বিবাহে কন্যা
বরকে প্রদক্ষিণ করে সাতবার,
তা'র মানেই হ'ল—
কন্যার অন্তর্নিহিত সপ্তলোক-সহ
তা'র সত্তাওয়ালা জীবনচক্র যেন
ঐ স্বামীকে কেন্দ্র ক'রেই
চলন্ত হ'য়ে চলে;
ঐ অনুষ্ঠানের সার্থকতাই হ'চ্ছে

জীবনে ঐ অমনতর আচরণ,
—আমি যা' বুঝি তা' এই। ২১৩৬।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্রি ১০-১৫

পূরয়মাণ ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে
অনুকম্পায় শুধু গরম হ'লেই চ'লবে না,
জ্বলন্ত হ'য়ে চলন্ত রইতে হবে
—তবেই তো সিদ্ধি;
উর্জ্জী মানুষ যা'রা—
পূরয়মাণ ভাবী পেলে
তাঁ'তে ঝাঁপ দেয়ই দেয়—
ফেরে না আর,
চতুর তা'রা,
—শিকারী তা'রা সত্যিকার। ২১৩৭।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্রি ১০-৪৫

শ্রেয়কেন্দ্রিক কৃষ্টি-আস্তরণে
যদি কা'রও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সংহত না হয়—
আন্দাজ করা তা'র পক্ষে খুব কঠিন,
অভ্রান্ত স্বতঃ-প্রজ্ঞা সেখানে কম। ২১৩৮।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্রি ১১টা

যতি, শ্রমণ, সন্ন্যাসী—
এরা সব মাঠ-চৌকীদার,
বর্ণাশ্রমের ক্ষেত্রগুলি যা'তে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে
সামঞ্জস্যে সুফলপ্রসূ হ'য়ে চলে—
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়

—তা'রই লোকহিতী শাসক ও শিক্ষক—
বাক্যে, তপে, চরিত্রে। ২১৩৯।
১৪।৬।১৯৫০, রাত্রি ১১-২০

সংশুদ্ধ জৈবী-সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার পন্থা
যেখানে যত পূরয়মাণ—
সেই কৃষ্টিপন্থা বা বাদ
জীবনের পক্ষে ততই উৎকৃষ্ট,
আর, এইটে যে-জাতির ভিতর
যত সুপুস্ট হ'য়ে উঠেছে
এবং তা' যেখানে যত যেমনতর
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায় তাৎপর্য্যশীল—
ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব সেখানে
তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সুষ্ঠু উদ্‌গমনী পদক্ষেপে
ততই চলৎশীল। ২১৪০।
১৫।৬।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

ভঙ্গিমাপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'চ্ছে
মানসিক ভাবের নিয়ামক,
—তাই, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ"। ২১৪১।
১৫।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-১৫

ধরণই যা'র ভুল—
ধারণা তা'র বিভ্রান্ত,
কর্ম্মও তা'র ব্যর্থ, জঞ্জালপূর্ণ, ক্ষতিকর। ২১৪২।
১৬।৬।১৯৫০, বিকাল ৪-৩৫

সন্ধি মানেই হ'চ্ছে
বান্ধবসূত্রে আবদ্ধ হওয়া—
পরস্পর পরস্পরের পরিপোষণী
সত্তাসংরক্ষী হ'য়ে
পরিপূরণী সবৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্যে,
এই তাৎপর্য্য
যেখানে যত উচ্ছল ও উদ্দীপী—
সংহতিও সেখানে তত সুদৃঢ়,
কিন্তু যেখানে যেদিক দিয়েই হোক—
এর অপলাপী চলন
স্বার্থসন্ধিৎসু, লেলিহান স্বার্থপরতায়
শ্লথ, ব্যাহত ও ব্যতিক্রমী হ'তে সুরু ক'রেছে,—
তখন থেকেই
তীক্ষ্ণসন্ধিক্ষু সাবধানতায়
আত্মসংরক্ষণী প্রস্তুতির উপায়নগুলিকে
কাজে মূর্ত্ত ক'রে
সাবধানে
প্রভূত পরিমাণে স্বচ্ছল হ'য়ে চলাই
বিজ্ঞ কূটনীতিজ্ঞের পরিচয়,
কিন্তু নৈতিক পদক্ষেপ যেন সব সময়েই
বিরোধকে ব্যাহত ক'রে চ'লতে থাকে। ২১৪৩।
১৭।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-৩১

যেমন পিতামাতা-গুরুজনদিগকে
ইষ্টানুগ হ'য়ে
সক্রিয় সেবাপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
শ্রদ্ধাভক্তি না ক'রলে

ইষ্টার্থসার্থকতায়
কেন্দ্রায়িত বিবর্ত্তনী পদক্ষেপে
সুসম্বদ্ধ চলনায় চলা যায় না—
বিকৃতি ও ব্যর্থতাই পরিণাম হ'য়ে দাঁড়ায়,
তেমনি সন্তানসন্ততি
পরিবার-পরিজনের প্রতি মমতা
ইষ্টানুগ চলনে সংহত না হ'য়ে
যদি ঐ চলনকেই মন্থর, শ্লথ
বা রুদ্ধ ক'রে ফেলে—
নিরয় রয়-রব ক'রে এগুতে-এগুতে
দুর্দ্দান্ত-দাম্ভিক ঔদ্ধত্যে
মত্ত প্রবৃত্তি নিয়ে
বিধ্বস্তির করাল ব্যাদানেরই
আহার্য্য ক'রে তোলে তা'কে। ২১৪৪।
১৭।৬।১৯৫০, রাত্র ১০টা

যা'রা পেছটেকী—
পুরয়মাণ বিগতদের মনগড়া পূজা নিয়েই
দিন কাটায়,
অথচ পূরয়মাণ বর্ত্তমান—
যিনি গ্লানিধর্ষী,—
পূরয়মাণ পূর্ব্বতন ও তাঁ'দের নীতিবিধির
সুষ্ঠু উদ্‌গাতা—
ধর্ম্মসংস্থাপক—
ভেদসমন্বয়ী—
বৈশিষ্ট্যপালী—সত্তাসম্বর্দ্ধনী—
তাঁ'কে অবজ্ঞা ক'রে—

ঐ পূর্ব্বতনদিগের
অবিধি-উৎসৃজী পূজার ফলদাতা তিনি হ'লেও
পুরশ্চরণ ব্যাহতই হয় সেখানে,
উৎকর্ষ স্তম্ভিত হ'য়ে
পশ্চাৎপদই হ'তে থাকে,
পূর্ব্বতনের প্রতিভূ বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি—
বঞ্চিত হয় তাঁ' হতে তা'রা,
কিন্তু যা'রা পূর্ব্বতনে সংশ্রদ্ধসম্বেগী হ'য়েও
ঐ পূরয়মাণ পুরুষোত্তমকে
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
অনুরক্ত পদক্ষেপে অনুসরণ করে—
তা'রা ঐ পূর্ব্বতনদিগকে
ঐ প্রতিভূ বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের অন্তঃস্থলে
প্রাপ্ত তো হয়ই,
তা' ছাড়া, আরও পরিশুদ্ধ উৎস-চলনে
জীয়ন্ত তাৎপর্য্যে
অন্তরে সেই সর্ব্বপ্রতিভূ বর্ত্তমানকেই
সম্বোধি-সৌষ্ঠবে পেয়ে
সার্থক পুরশ্চরণে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকে—
তৃপ্তি-দীপ্তির একটা উদ্দাম পরিক্রমা নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে তাঁ'তে ;
তাই, গীতায় ভগবান ব'লেছেন—
"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে" ॥ ২১৪৫ ।

১৯।৬।১৯৫০, বেলা ৭-৩০

শিক্ষক ! স্মরণে যেন থাকে—
শিক্ষকতা করার পূর্ব্বাহ্নেই
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
ঐ সূত্রসঙ্গতির সহিত
তোমার বাক্য ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য
চরিত্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সজাগ হ'য়ে যেন চলে—
সার্থক বোধি-তাৎপর্য্যে
—তা' নিষ্ঠায়, আচারে, ব্যবহারে,
শ্রদ্ধার্হ চলনে,
কর্ম্মের উপচয়ী রূপায়ণী সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তবে তো তোমার শিক্ষকতা
ছাত্রের অন্তরে
মূর্ত্তিপরিগ্রহ ক'রতে পারবে
অমনতর ক'রেই—
একটা জাগ্রত জীবন-অভিব্যক্তি নিয়ে। ২১৪৬।
১৯।৬।১৯৫০, বেলা ৮-৫

যে যেমনই হোক—
আগ্রহ যা'র বোধিপ্রাণ, প্রেরণাপুষ্ট
যেমনতর—
প্রগতিও তা'র সেইদিকে তেমনি,
সঙ্গতিও তদনুপাতিক। ২১৪৭।
২০।৬।১৯৫০, বেলা ৮-৪০

বিধি, ব্যবস্থিতি, ব্যবহার
ও যথাবিহিত প্রচেষ্টাকে

যা'রা অবজ্ঞা করে—

বিপর্য্যয়ই তা'দের জীবন-সাথীয়া হ'য়ে দাঁড়ায়। ২১৪৮।

২০।৬।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

স্থনিষ্ঠ, সক্রিয়, প্রাণবন্ত গণহিতী

জাঁকজমক—

ঐ-রকম সংহতিরই স্রষ্টা। ২১৪৯।

২০।৬।১৯৫০, বেলা ৯-৩৫

ভজনহীন ভক্তি আর যোগ্যতাহীন শক্তি

দুই-ই অন্তঃসারশূন্য

—কাপট্যের অভিব্যক্তি-মাত্র। ২১৫০।

২০।৬।১৯৫০, বিকাল ৩-২৫

শ্রেয়নিদেশ পরিপালনে মন্থর আগ্রহ

যা'দের—

প্রবৃত্তি তা'দের আয়ত্তেই কম,

আর, পরমতসহিষ্ণু হওয়াও

দুরূহ তা'দের পক্ষে। ২১৫১।

২০।৬।১৯৫০, রাত্র ৮-১০

গণগোষ্ঠী

আদর্শবিমুখ যতই হ'য়ে উঠতে থাকে—

স্বতঃপ্রণোদিত সেবাপরায়ণতায়

ততই শ্লথ হ'য়ে ওঠে,

সহযোগী-বুদ্ধি অবদলিত হ'য়ে

সঙ্কীর্ণ-স্বার্থসন্ধিক্ষু হ'য়ে চলে তা'রা,

ফলে, যতই প্রয়োজন দারুণ হ'য়ে উঠতে থাকে—
শ্রমকাতরতাও ততই পেয়ে ব'সতে থাকে,
দৈন্য হ'য়ে ওঠে তখন অবশ্যম্ভাবী,
আত্মিক-শক্তি খিন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিবশ ক'রে তুলতে থাকে,
বিশ্বস্ততা
মূক ও বধির হ'য়ে ওঠে,
পরপদলেহী হওয়া ছাড়া তখন তা'দের
গত্যন্তর থাকে কিনা সন্দেহের। ২১৫২।
২০।৬।১৯৫০, রাত্র ৮-৩৫

সাম্য মানে যদি অবিকল হ'য়েও
বিকল হয়,
তুল্য হয়, সদৃশ হয়—
তা' বুঝতে পারা যায়,
দুনিয়ায় যেখানেই চোখ পড়ে
মানুষ বোধ ক'রতে পারে তা'
সব যা'-কিছুতেই,
কিন্তু সমান মানে যদি এক ওজনেরই হয়
সব দিক দিয়ে—
সেটা প্রকৃতিতে আছে কিনা জানি না,
বুঝতেও পারি না,
আর, তা' সম্ভব কিনা তা'ও বুঝি না,
একের মত এক সর্ব্বতোভাবে—
দুনিয়ায় তা'র জায়গা আছে কিনা সন্দেহ;
তাই, পার্থক্য যেখানে যেমনতর
সত্তাপরিপোষণী প্রয়োজনও সেখানে তেমনতরই,—

তাই, যেখানে যা'র যেমনতর প্রয়োজন—
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণী তাৎপর্য্যও
সেখানে তেমনতর,
আর, এটা সেখানে ততই সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে
ন্যায্য হ'য়ে ওঠে—
বিভক্ত ও বিভিন্ন থেকেও—
সত্তাপোষণী আদর্শ যেখানে এক,
আর, এই আদর্শের প্রতি
প্রীতিপূর্ণ সেবাপ্রাণ শ্রদ্ধা
উৎকণ্ঠ আকূতি নিয়ে
ঐ সানুকম্প সহযোগিতার উৎসারণায়
পরস্পর পরস্পরের ভিতর
একটা সৌহার্দ্দ্য-স্বার্থ সৃষ্টি ক'রে
মমত্ববোধের প্রবৃত্তিকে উদ্‌গ্রীব ক'রে তোলে—
যা'র ফলে, সংহতি স্বতঃ হ'য়ে ওঠে
ঐ আদর্শানুপ্রাণনায় ;
এই পারস্পরিক ভেদ আছে ব'লেই
পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠার
ফুরসুত ফুটে ওঠে—
ঐ আদর্শানুগ প্রীতি-অনুধ্যানে,
নয়তো, সমান সমানকে
চিরদিনই প্রতিহত ক'রেই চ'লত
অন্যকে ব্যাহত ক'রে নিজে থাকার আকূতিতে ;
রকম এক থেকেও
বিভেদ আছে ব'লেই
হাজার বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও
একরকম পাখী একদলেই

জমায়েত হ'য়ে চলে,
আবার, তেমনি আত্মস্বার্থী সমান ব্যাপারীর সহিত
পড়তা হয় না অপরদিকে ;
আবার, ঐ আদর্শানুপ্রাণতায়
ব্যষ্টিজীবনের বোধঘন আকুতি নিয়ে
যতই অচ্যুত আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে চ'লবে—
ততই বিস্তার ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও
হয়তো মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব
সৌহার্দ্দ্যস্বার্থী হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে নিবদ্ধ ক'রে তুলবে—
সত্তার স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায়,
নয়তো, এই ভ্রাতৃভাব বা মৈত্রী
আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে কিনা
তা' বুঝতে পারি না ;
সাম্য যদি ঐরূপে দাঁড়ায়—
মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের ভিত্তিই যদি
অমনতর হ'য়ে ওঠে—
তখন ব্যক্তিসত্তা তার ঐ সঙ্কীর্ণস্বার্থী
গণ্ডীটুকু ভেঙ্গে
সম্বর্দ্ধনার পথে যে চ'লবে
এটা অতি স্বাভাবিক,
আর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের
মৌলিক উপাদানই হ'চ্ছে ঐখানে ;
মোট কথা,
অদ্বয়ী আদর্শানুগ কেন্দ্রায়িত শ্রদ্ধা
সক্রিয় উৎসারণায়
ব্যষ্টিজীবনে যতই সৌহার্দ্দ্যস্বার্থী হ'য়ে উঠবে—

গণগোষ্ঠী বিভিন্ন হ'য়েও
সাম্যে ততই অধিষ্ঠিত রইবে,
—এই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম, যা' বুঝি ;
যেদিন থেকে গণ-জীবনে
মমত্বকে অভিঘাত ক'রে
সমত্বের দাবী উদ্‌গীত হ'য়ে উঠল—
শ্রদ্ধাকে বিসর্জ্জন দিয়ে
মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্ব এসে হাজির হ'ল—
আদর্শকে বর্জ্জন ক'রে
প্রীতিনিয়ন্ত্রণকে অবহেলা ক'রে
স্বাধীনতার বনামে স্বৈরী-নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হ'ল—
অস্তিত্বের আকাশে কালোমেঘ
তখন থেকেই ঘনিয়ে আসতে সুরু ক'রল,
স্বর্গের পথ তমসাচ্ছন্ন হ'তে
আরম্ভ ক'রল তখন থেকেই। ২১৫৩।
২০।৬।১৯৫০, রাত্র ৯-২০

সত্তা বা জীবনের প্রয়োজনকে
উপেক্ষা ক'রে
প্রবৃত্তি-উপভোগ যখন মুখ্য হ'য়ে ওঠে
মানুষের জীবনে—
দুর্ভোগ দুর্দ্দান্ত পদক্ষেপে তখন থেকেই
এগুতে থাকে তা'র দিকে,
—এটা অতিনিশ্চিত। ২১৫৪।
২১।৬।১৯৫০, সকাল ৬-৩০

মানবে যা'কে যেমন ক'রে যে-ভাবে
মানও পাবে তেমনি—
"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" ২১৫৫।
২১।৬।১৯৫০, সকাল ৮-১০

তোমাদের মেধা পরাক্রমী হউক,
স্মৃতি পরাক্রমী হউক,
বোধি পরাক্রমী হউক,
পরাক্রমতপা হ'য়ে ওঠ তোমরা,
প্রস্তুতি প্রভূত পরাক্রমশীল হ'য়ে উঠুক,
বীর্য্য পরাক্রমী হ'য়ে উঠুক,
বিক্রম পরাক্রমী হউক,
সহৃদয়ী সহযোগিতা পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠুক,
সংহতি পরাক্রমী শক্তিশালী হ'য়ে উঠুক,
যোগ্যতা-আধিপত্য-ঐশ্বর্য্য
পরাক্রম-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক তোমাদের,
আর, যা'-কিছু সব নিয়ে তোমরা
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ কর—
আত্মোৎসর্গী সুনিষ্ঠ পরাক্রমে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ইষ্টে,
সেই অদ্বয়ী, অব্যয়ী যিনি
তোমাদের উদ্গতিমুখর সক্রিয় তৎপরতায়
আশিস বর্ষণ করুন,
তোমরা সুস্থ থাক, সুখে থাক—
দীর্ঘজীবী হ'য়ে,
যোগ্যতায়, আধিপত্যে আসীন হ'য়ে

বেঁচে থাক—
চিরায়ু হ'য়ে। ২১৫৬
২১|৬|১৯৫০, বেলা ১১টা

মানুষ কামকামনার মোহে—
প্রবৃত্তির আত্মপ্রতিষ্ঠ দাম্ভিকতা
ও ঔদ্ধত্যের বশে—
ক'রতে না পারে
এমন কাজই বিরল,—
শুধু পারে না প্রীতি-উদ্দীপনী
সেবাপ্রাণ, সক্রিয় সার্থকতায়
প্রেষ্ঠে, ইষ্টে বা ঈশ্বরে
আত্মোৎসর্গ ক'রতে—
বিশেষতঃ তা'রাই
যা'রা শ্রদ্ধানন্দিত-নিষ্ঠাহারা। ২১৫৭।
২১|৬|১৯৫০, বেলা ১১-১৫

প্রকৃতি কিন্তু পুরুষেরই—
পুরুষের যেমন প্রকৃতি, সৃষ্টিও তেমনি। ২১৫৮
২২|৬|১৯৫০, বেলা ৮-৩৫

ইষ্টে বা গুরুতে আত্মোৎসর্গ ক'রতে চাও না
অথচ গরীয়ান হ'তে চাও—
মানেই হ'চ্ছে—
প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং ঔদ্ধত্য-দাম্ভিকতায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে ক্রীতদাস ক'রে ফেলেছে—
প্রলুব্ধির অর্থপরবশতায়

ঐ শিবে সংবদ্ধ না ক'রে,
—তাই, সত্তাকে ব্যাহত ক'রে
ওরই পরিচর্য্যায় নিরত তুমি। ২১৫৯।
২২।৬।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

যাঁ'কে আঁকড়ে ধ'রে
দুঃখের নিশা অতিক্রম ক'রে
সুখের উষায় ছেড়ে দিয়েছ—
আবর্ত্তনে সে-দিন এলে
তাঁ'কে ধ'রে জীবনপথে চলা
দুর্গমই হ'য়ে উঠবে তোমার,
"বিদায় দিয়েছ যা'রে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তা'রে কিসেরই ছলে?" ২১৬০।
২২।৬।১৯৫০, বেলা ৯-২০

যিনি আসেন—
তা' যতবার আসেন—
ঐ একই,
তিনি চিরদিনই এক, অদ্বিতীয়,
আর, আসেন
সময়োপযোগী পরিকর নিয়ে,
আর, সবদিনই তাই-ই। ২১৬১।
২২।৬।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

কোন ধারণা, উদ্দেশ্য বা প্রবৃত্তিতে
অভিভূত থেকে
বিষয় বা ব্যাপারকে দেখেশুনে
সেই অনুভূতির অনুকূলে

সেইগুলিকে বাঁকা ক'রে নিয়ে
প্রকৃত যা' তা'কে প্রতারিত বা বঞ্চিত ক'রে
তৎস্বার্থান্ধ চলন ও ব্যবহার যেইখানে—
কপটতা বা ভণ্ডামী সেইখানে। ২১৬২।

২২।৬।১৯৫০, বিকাল ৫টা

কা'রও আপদে-বিপদে ব্যাপারে-বিধানে
স্থখে-সমৃদ্ধিতে
প্রত্যাশারহিত হ'য়ে
ইষ্টানুগ পথে
শ্রদ্ধার্হ চলনে
সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতা নিয়ে
শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যে-সেবা
তা'ই কিন্তু সহযোগিতাকে স্বতঃ ক'রে তুলে
পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে আসে—
একই মন্ত্রে
একই আকূতি নিয়ে
একই অভিপ্রায়ে
সমসার্থকতায়;
তুমি যেই হও না কেন
স্বতঃপ্রণোদনায় শুভেচ্ছাপ্রবণ হ'য়ে
পরিবেশে এমনতর সেবায় বিমুখ থেকো না,
আন্তরিক গুণাবলী গুণিত হ'য়ে
ক্রমশঃই তোমাতে অভ্যস্ত পরিক্রমায়
প্রকৃত হ'য়ে উঠবে। ২১৬৩।

২২।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-৫

যেখানেই থাক না, যা'ই কেন কর না—
সব-সময়েই প্রত্যাশা যেন থাকে
লোকের স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা,
আর, চ'লোও তেমনি ক'রে ;
তোমার সেবাকে যদি বিক্রয় ক'রতে চাও—
ঐ মূল্যেই তা', ক'রো
ইষ্টানুগ কেন্দ্রিকতা নিয়ে। ২১৬৪।
২২।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-১৫

শ্লথ চেষ্টা বা চেষ্টাবিহীন পাওয়া
যোগ্যতার অপলাপে
প্রয়োজনকে বাড়িয়ে
জাহান্নমের পথ প্রশস্ত ক'রে দেয়,
যেমন আফিংখোর—
কল্পনাবহুল বাগ্‌বিলাসী হ'য়েও
অলস, অকর্ম্মা। ২১৬৫।
২৩।৬।১৯৫০, বেলা ১০-৩০

দেখা যায়
ইষ্টানুগ সহানুভূত সহযোগিতার সহিত
স্বতঃ-উৎসারণী সংহতি যেখানে নাই
সেখানে কোন যৌথ কারবার বা প্রচেষ্টা
কৃতকার্য্য হয় না,
মতান্তর, মনান্তর, স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
উদগ্র হ'য়ে

বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ ও বিনাশের
স্রষ্টা হ'য়ে ওঠে। ২১৬৬।
২৩।৬।১৯৫০, বিকাল ৬·৪৫

তুমি যে-অবস্থায়
যে-পরিবেশ নিয়ে
যে-পরিস্থিতিতে বসবাস ক'রছ—
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির
চিন্তা, চলন ও সংহতির
সাধারণ রকমকে
বেশ ক'রে অনুধাবন ক'রে
তোমার ও তোমার পরিবেশের উপর
কুৎসিত প্রতিক্রিয়া যা' হ'তে পারে
পূর্ব্ব হ'তেই তা'র নিরোধ বা নিরাকরণে
বিহিত ব্যবস্থিতির সহিত
সবাইকে সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে
নিরোধ-পদবিক্ষেপে চ'লে
তা'কে সুকৌশলে ব্যাহত ক'রে
সম্বর্দ্ধনের পথে এগিয়ে চ'লতে থাক
সসংহতিতে—
পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায়
পরস্পর পরস্পরকে বলীয়ান ক'রে—
যে-কায়দায় যেমন ক'রেই হোক ;
এ কিন্তু পরিবেশের প্রত্যেকেরই করণীয়—
ধন, প্রাণ, মর্য্যাদাকে
বজায়ে বর্দ্ধিত ক'রে চ'লতে হ'লেই,
এতে নিরন্তর সজাগ থেকোই কিন্তু,

নয়তো, তোমার বৈশিষ্ট্যের অপদস্থ হ'য়ে
বঞ্চনা ও অমর্য্যাদার আহুতি হওয়া ছাড়া
কোন পথই থাকবে না । ২১৬৭ ।
২৪।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-৪০

মানুষকে এমন ক'রে ফুলিয়ে তুলো না—
যা'তে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধার্হ না হ'য়ে
তোমার আদর্শ নিয়ে তুমি
চাপা বা ঢাকা প'ড়ে
সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠ,—
এতে অকল্যাণ তোমারও এবং তা'রও । ২১৬৮ ।
২৪।৬।১৯৫০, বিকাল ৬-১৫

তোমার যা' আছে
তা'তেই যদি তুমি সীমায়িত হ'য়ে থাক—
তবে যোগ্যতা অবলুপ্ত হ'য়ে চ'লবে,
আর বাড়তে পারবে না ;
তাই, যা' আছে—তা'র উপর দাঁড়াও,
তা'র সদ্ব্যবহার কর,
তা'র উপর দাঁড়িয়ে মজুতে নজর রেখে
আরোর প্রচেষ্টায় হাত বাড়াও
ইষ্টানুগ সার্থকতায়,
আর, ওতে সঙ্গতি রেখে
সংগ্রহ কর—
বেড়েই চ'লবে বেপরোয়া । ২১৬৯ ।
২৫।৬।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩৭

অহৈতুকী কৃপা
স্মিত সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
তা'দের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়—
অহৈতুকী ভক্তি যা'দের
স্বতঃ-সক্রিয়তায়
বাক্-ব্যবহার-চরিত্রে
প্রীতিপ্রফুল্ল উদ্দীপনা নিয়ে
সাথিয়া হ'য়ে চলে—
কেন্দ্রায়িত নিরবচ্ছিন্নতায়। ২১৭০।
২৬।৬।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬টা

ছন্দায়িত লীলা হ'তেই বস্তু ও বর্ণের উদ্ভব—
গুণ ও ক্রিয়াও তদনুপাতিকই। ২১৭১।
২৬।৬।১৯৫০, বিকাল ৬-৫

প্রীতি-সন্দীপনায়
অহৈতুক অনুবর্ত্তী দেখেও
যা'দের কম দেওয়া হ'য়েছে—
তা'রা পাবে বেশী,
আর, প্রত্যাশাপূর্ণ অনুবর্ত্তিতার দরুন
যা'দের বেশী দেওয়া হ'য়েছে—
তা'দের পাওয়া কমই হ'তে থাকবে। ২১৭২।
২৭।৬।১৯৫০, বেলা ১০টা

অহৈতুকী ভক্তি যা'দের
সক্রিয় ও সার্থক হ'য়ে উঠেছে

বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রে—
অহৈতুকী কৃপাও
কল্যাণবাহী হ'য়ে
তা'দের অনুসরণ ক'রে থাকে। ২১৭৩।
২৭।৬।১৯৫০, বেলা ১০-২

বেঁচে থাকার সার্থকতাই হ'চ্ছে—
ইষ্টে বা ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠা,
জীবনের যা'-কিছুকে সুনিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে
সব ভাবে, সব দিক দিয়ে
সব কিছুকে নিয়ে
সঙ্গতির সহিত
সেই সৎ-এ সার্থক ক'রে তোলা—
স্বস্তিতে—সেবায়—উপভোগে—
সম্বর্দ্ধনার সানন্দ অভিযানে। ২১৭৪।
২৭।৬।১৯৫০, বেলা ১০-৪৫

স্বৈরিণী নারী
সুবীজের গর্ভধারিণী হ'লেও
সে ঐ বীজ-তাৎপর্য্যে
ধাতুগত খাঁকতি অনেকখানি ঘটিয়ে ফেলে,
—ফলে, জাতক বিপর্য্যয়ী হ'য়ে ওঠে
খানিকটা। ২১৭৫।
২৭।৬।১৯৫০, বিকাল ৪-৪৫

প্রত্যেক পরিবারেরই কুলপরিচয়
অর্থাৎ, বিবাহসংশ্রব-সম্পর্কিত কুলপরিচয়

যথাযথভাবে রক্ষা করা উচিত,
এতে যোটক-বিচারে
উৎকর্ষী জাতক-সংশ্রয়ের
বিহিত পন্থা নির্দ্ধারণে
সুবিধা ও সুযোগ হ'য়ে ওঠে
ও সংস্কৃতিসমন্বিত কৌলিক
উর্ব্বর-আভিজাত্যস্মারিণী
লিপিবদ্ধ থাকে,
ফলে, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা
তা' হ'তে উৎকর্ষী জীবনের
পোষণ পেতে পারে,
আর, এ না হ'লে
পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি
ক্রমশঃই ব্যর্থ-বিলোপে
সমাহিত হ'তে থাকে
এবং বিবাহের সম্বন্ধনির্ণয় ব্যাপারেও
অসুবিধা হ'য়ে পড়ে। ২১৭৬।
২৮।৬।১৯৫০, বিকাল ৪-৩৫

প্রতিলোম-সংশ্রয় যেখানে
যতটুকুই থাক্ না কেন,
জাতকে সেখানে
অবাধ্য ক্রূর চণ্ড-প্রবৃত্তি
কোন-না-কোন প্রকারে
কিছু-না-কিছু থাকেই—
কুপিত হীনম্মন্যতা নিয়ে,
জৈবী-সংস্থিতির অব্যবস্থা হেতু

প্রকৃতিতে এমনই বৈষম্য
কোথাও-কোথাও লুক্কায়িত থেকে যায় যে,
সেই-সেই ক্ষেত্রে
তা'রা বুঝলেও সোঝে না,
কারণ, কোন সংযোগে
যে-কণা সঙ্গত হ'য়েও
সুসম্বন্ধে স্থৈর্য্য লাভ করে না—
বিপরীত আকর্ষণে
তা' সহজেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
—গুণ, ক্রিয়া ও স্থৈর্য্যশক্তিতেও
তদনুপাতিক বৈসাদৃশ্য
ফুটে ওঠে ;
আর, যেখানে তা' নাই—
সেখানে বুঝের সাথে-সাথে
নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ক্ষমতা
অক্ষুণ্ণই র'য়ে যায়
এবং বোঝার প্রবৃত্তিও থাকে। ২১৭৭।

২৮।৬।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫০

সক্রিয় সম্বেগ দেখে
উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণনা কী বোঝা যায়,
আচার-ব্যবহার, চালচলন
যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন—
উদ্দেশ্যে গলদ থাকলে
সেগুলি সবই নিয়োজিত হয় ঐ তা'তেই—
ঐ উদ্দেশ্যেরই পরিপূরণে,
সেই উদ্দেশ্য যদি অসৎ হয়—

আচার-ব্যবহার, চালচলন
হৃদয়গ্রাহী যতই হোক না কেন—
ততই তা' কুৎসিত কিন্তু,
মুখপাতদোরস্ত কদর্য্য অভিগমনই
তা'র চ'লেছে ;
তা'র চাইতে ব্যবহার যদি
তেমনতর রুচিপূর্ণ না হ'য়েও
উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত সক্রিয় সম্বেগ
যদি সৎ হয়—
তা'ও কিন্তু ঢের ভাল,
বিশ্বস্তির মুখোস প'রে
অসৎ, অসাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদনায়
তা' মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে
স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনায় চলে না,
কিন্তু বিশ্বস্তির চালচলনে
অসৎ বা অসাধু সম্বেগ
সাধুর ঘোমটায়
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায় ;
নজর ক'রে দেখে
সাবধান পদক্ষেপে
এমনভাবে চ'লবে যে—
যে যেমন চলনেই চলুক না কেন
তোমার বোধি
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
যেন সু যা' তা'রই অধিকার হয়—

কুৎসিত্ যা' তা'তে অনাক্রান্ত হ'য়ে,
প্রাকৃতিক পরিস্রুতির ভিতর-দিয়ে
পরিস্রুত হ'য়ে
সৎ যা', সাধু যা'
তা'রই অধিকারী হও
ও উপভোগ কর,
যথাসম্ভব বিনা বিরোধে
অসৎ যা' তা' নিরুদ্ধ হোক,
আর, সু যা', সৎ যা'—
অভিনন্দিত করুক তোমাকে। ২১৭৮।
২৯।৬।১৯৫০, বেলা ১০টা

যা'রা দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিতে পারে না,
সহ্য ক'রতে পারে না,
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে যা'রা অপটু,
যোগ্যতায় উন্নীত ক'রে তুলতে পারে না কাউকে,
ইষ্টানুগ অভিনন্দনায়
কেন্দ্রায়িত হ'তেও পারে না
ক'রে তুলতেও পারে না কাউকে—
শ্রদ্ধার্হ সেবাপ্রবণ অনুকম্পা দিয়ে
সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও,—
তা'রা বলশালীও নয়,
বীর্য্যবানও নয়,
বীর্য্য বা বলের
ভাঁওতা নিয়ে বেড়ায়—
ভ্রান্ত জলুসের অছিলায়,
বাস্তবে তা'রা কৃপণ,

কলুষপন্থী—
স্বার্থসন্ধিক্ষু উদ্দেশ্যই
অন্তরালে ক্রিয়াশীল প্রায়শঃ। ২১৭৯।
২৯।৬।১৯৫০, রাত্র ৮-৪৫

যা'রা অন্যকে আপন ক'রে ভুলতে পারে না—
সৌহার্দ্দ্য-অনুপ্রাণনার কুশল-তাৎপর্য্যে,
ইষ্টানুগ কেন্দ্রায়িত উদ্দীপনায়
অচ্যুত ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে—
আত্মসমর্পণই বল,
আত্মনিবেদনই বল—
তা' অলীকই তা'দের কাছে,
শান্তিও স্বাচ্ছন্দ্যহীন প্রায়শঃ,
ইষ্টনিষ্ঠা ও কৃষ্টিপ্রাণতার ধুয়ো
ভাঁওতাবাজীরই ধুরন্ধর চাল। ২১৮০।
২৯।৬।১৯৫০, রাত্র ৯-২৫

শরীর-সর্ব্বস্ব হ'তে যেও না—
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
শরীরে স্বাধীন থাক—স্বস্থ হ'য়ে
সুস্থি-সন্দীপনী বিহিত পরিচর্য্যায়। ২১৮১।
৩০।৬।১৯৫০, বিকাল ৫-২০

মানুষের জৈবী-সংস্থিতিতে
স্থৈর্য্যশক্তি না থাকলে
প্রলোভন বা উত্তেজনায়, রাগ-দ্বেষে
ব্যবস্থিতচিত্ত হ'তে পারে না,

তাই, তা'রা দোলায়মান
বা অভিভূতিপ্রবণ—
সিদ্ধান্তে অটুট থাকাটাকে
তা'রা ফ্যাসাদ মনে করে—
অসহিষ্ণুতা, দুঃখ, কষ্ট
যেন তা'দের ঘিরেই থাকে সর্ব্বদা ;
মানুষ যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে
শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়—
জৈবী-সত্তা তত স্থৈর্য্যলাভের
দিকে এগিয়ে যায়
সংস্থিত-বৈশিষ্ট্যমাফিক। ২১৮২।
১।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৫০

যা'তেই দীক্ষিত হ'য়ে
তদনুশীলনায়
তুমি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছ যতই—
শিক্ষিতও হ'য়ে উঠছ তা'তে তেমনিই,
সে-দীক্ষাও সার্থক হ'য়ে উঠছে
তেমনি ফলপ্রসূ হ'য়ে তা'তেই। ২১৮৩।
১।৭।১৯৫০, বেলা ১১-১০

উচ্চ বা সমপর্য্যায়ের যা'রা
তা'দের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিও—
যদি পাত্রপাত্রীর পরস্পরের কুলসংস্কৃতি
ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির পারস্পরিক সঙ্গতি থাকে—
অথচ সগোত্র না হয়। ২১৮৪।
১।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-৮

তোমার পরিণয় ও প্রজনন-ক্ষেত্র
সেখানেই—
যা'র কৌলিক তাৎপর্য্য
ও চরিত্রগত প্রকৃতি
তোমার পর্য্যায়ী ও পরিপোষণী,
কিন্তু গোত্র বিভিন্ন। ২১৮৫।
১।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-১৫

ঈশ্বরকে যদি ভালবাসতে চাও—
ইষ্টকে যদি ভালবাসতে চাও—
ভালবাস—তাঁ'র জন্যই তাঁ'কে
অচ্যুত হ'য়ে
সেবাপ্রণোদনায়,—
তৃপ্তি বহুত তা'তে। ২১৮৬।
১।৭।১৯৫০, রাত্র ৭-১৫

যদি কোন পুরুষকে বিয়ে ক'রতে চাও,
তা'কেই বিয়ে ক'রো
যা'কে নিয়ে তুষ্ট থাকতে পার
নিরবচ্ছিন্নভাবে—
তোষণ দিয়ে—পোষণ দিয়ে
ইষ্টানুগ পথে—
নিজের সুখ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষা
পরিহার ক'রে;
বিশিষ্টকেই যদি চাও—
বিশেষ ত্যাগকেও বরণ ক'রতে
প্রস্তুত থেকো,

তা' না হ'লে পত্নীত্বেরই উদ্‌ভব হ'বে না,
কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনায়
যদি কেউ কোন পুরুষকে বিয়ে ক'রে
নিজের সুখ-সুবিধার
সঙ্গতি ক'র্তে চায়—
সে দুঃখ পাবে নির্ঘাত,
ঈশ্বরের নিদেশই তা'ই। ২১৮৭।
১।৭।১৯৫০, রাত্র ৭-২০

ঈশ্বর-নিদেশ
কাউকে খোজা ক'রে রাখতে চায় না
বিনা ব্যতিক্রমে,
কারণ, তিনি স্রষ্টা,
আর, সৃজন-প্রকরণ তাঁ'তেই নিহিত,
আর তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে ওঠাই
সৃষ্ট যা' তা'র পরম সার্থকতা। ২১৮৮।
১।৭।১৯৫০, রাত্র ৯-৪৫

শ্রদ্ধাশীলতা, নৈতিক-বন্ধনপ্রিয়তা,
ধর্ম্মভীরুতা ও ঈশ্বরানতি,
এদের কোন একটি যখন মানুষকে ত্যাগ করে—
সঙ্গে-সঙ্গে সবগুলি
বিদায় গ্রহণ ক'রতে থাকে তা' হ'তে
বিকেন্দ্রিক বিব্রতি নিয়ে,
আর, এরা যতই অবজ্ঞাত হ'তে থাকে—
বিক্ষোভ বীভৎস মূর্ত্তিতে
ক্রমশঃ এগিয়ে এসে

সর্ব্বনাশে সবাইকে
আত্মঘাতী ঔদার্য্যের করাল ব্যাদানে
নিঃশেষপরায়ণ ক'রে চলে,
জীবনের নৈতিক মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যায়,
দাঁড়া ভেঙে যায়,
এমনি ক'রেই
ঈশ্বরের আশিস্-দীপ্তিকে
তমসাচ্ছাদনে আবৃত ক'রে ফেলে,
প্রাণ
প্রবৃত্তিদলনে
দীর্ণী অভিঘাতে দগ্ধ হ'তে থাকে। ২১৮৯।
২।৭।১৯৫০, বেলা ৭-৩০

যে-মেয়েরা
নিজের কদর্য্য প্রবৃত্তিকে ঢাকা দিয়ে
তা'র চরিতার্থতার জন্য বিবাহ করে,—
বা স্বার্থপরিতৃপ্তির জন্য
নিজের সুখসুবিধার উপকরণ
আমদানীর জন্য
দাবীর অধিকার কায়েম করার জন্য
আত্মতোষণ, পোষণ ও পরিচর্য্যার
ইন্ধন-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে
কোন পুরুষকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে,—
তা'কে আত্মস্বার্থ না ক'রে
তা'তে শ্রদ্ধা ও মমতা-নিবদ্ধ না হ'য়ে
তোষণ-পোষণ-পালন-তৎপরতায়
স্বতঃ-স্বাভাবিক উৎসারণশীল না হ'য়ে—

তা'র দায়িত্ব যা', করণীয় যা',
নিজের দায়িত্ব ও করণীয় ব'লে
স্বাভাবিক সক্রিয়ভাবে স্বীকার না ক'রে—
তা'র শরীর, মন ও সংস্থিতির
ইষ্টানুগ পুষ্টি-পরিচর্য্যার ভূমি না হ'য়ে—
স্বার্থলোলুপ সর্পিল চক্ষু নিয়ে
পরশ্রীকাতর দ্বন্দ্ববিদ্বেষ-প্রমত্ততায়
বিষাক্ত দন্তজিহ্বায় শোষণ-তৎপর
থাকে যা'রা,—
স্থায়িত্বপ্রাণ দায়িত্ব নিয়ে
স্বামীর কাউকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিতে পারে না যা'রা—
মমতায়, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়,—
একমুখীনতার ব্যভিচারপরায়ণ যা'রা—
এমন-কি, বৈধী-বিবাহ ব্যাপারেও,—
স্বামীর অবস্থা ও যোগ্যতায়
সন্তুষ্ট না হ'য়ে
আকাঙ্ক্ষাপ্রমত্তা স্বৈরিণীস্বভাবা যা'রা,—
তা'রা নারীর নারকীয় মূর্ত্তি,
কালের কুৎসিত লালসা,
সর্ব্বনাশের আগম-সঙ্গীত,
ঈশ্বরের ধিক্কার তা'রা,
গ্লানি তা'রা গণজগতের,
সাবধানে থেকো তা'দের হ'তে,
দূরে থেকো,
বর্জ্জন ক'রো সেই বিষাক্ত আবহাওয়া,
ন্যায়-নীতি-বিধির ঘৃণ্য তা'রা,

শাস্তি
সংক্ষুধ প্রতীক্ষায়
অপেক্ষা ক'রছে তা'দেরই জন্যে। ২১৯০।
৩।৭।১৯৫০, বেলা ৭-৪০

প্রসাদ-উদ্দীপী শুভপ্রসূ
এমনতর যা'ই কিছু
মানুষকে দাও না—
প্রাপ্তি প্রত্যাশা রেখে দিতে যেও না,
চাইলে, তা'র তৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদে
সংঘাত আসবে কিন্তু তখনই,
যদি প্রয়োজনই থাকে—
সক্রিয় সুপরিচর্য্যায়
চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করে
এমনতর কিছু ক'রে
তোমার অভাব যা'
তা' জানাতে পার অন্য সময়ে,
কিন্তু তা'র যোগ্যতাকে চাপান দিয়ে
গলা টিপে নয়কো,
যদি পাও, তুমিও পেয়ে কৃতার্থ হবে—
আর, যিনি দিচ্ছেন
তিনিও আত্মপ্রসাদে
তোমাতে অনুকম্পী হ'য়ে উঠবেন। ২১৯১।
৩।৭।১৯৫০, বেলা ৯টা

কেন্দ্রায়িত যেমন যে যা'তে—
সশ্রদ্ধ সক্রিয় অনুচর্য্যায়
সুনিষ্ঠভাবে,—
—ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতরই। ২১৯২।

৩।৭।১৯৫০, বেলা ৯-১

অর্থের কুহকে
ঈশ্বর বা ইষ্টকে
প্ররোচিত করা যায় না—
তাঁ'দের কৃপা ক্রয় ক'রতে
পারা যায় না,
কিন্তু প্রীতিসন্দীপ্ত আত্মোৎসর্গী অবদান
কৃপাকে "স্বাগতম্" অভিনন্দন ক'রে থাকে
সন্ধিৎসু সেবাসৌকর্য্যে,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে সেখানে
আশীর্ব্বাদী অজচ্ছল করুণাধারা,
প্রাপ্তি
আত্মপ্রসাদে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
আত্মনিবেদনে অঢেল হ'য়ে ওঠে। ২১৯৩।

৩।৭।১৯৫০, বেলা ১১-১৫

বিনীত অবদানী উদ্দীপনা ছাড়া
অর্থের দাম্ভিক পরিচর্য্যায়
ধর্ম্মকে ক্রয় ক'রতে যাওয়া
ব্যর্থ প্রয়াস-মাত্র,
কিন্তু অর্থের বিহিত পরিপোষণী পরিচর্য্যা

কুশলকৌশলী সেবাসৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টানুগ অনুসন্ধিৎসায়
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সন্ধিক্ষু
পরিবেদনাদীপন অনুরাগে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায়
ধর্ম্মকে চরিত্রে গঠিত ক'রে দিতে পারে
সাত্ত্বিক অভিনন্দনায়—
কেন্দ্রায়িত উপচয়ী সার্থক সমন্বয়ে,
আর, সেখানেই
"সুখস্য মূলং ধর্ম্মঃ
ধর্ম্মস্য মূলম্ অর্থঃ";
তাই, অর্থ যেখানে
প্রবৃত্তি-সন্ধিক্ষুতার পরিপোষক—
তখনই তা' নারকীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে,
আর, ঈশ্বর বা ইষ্ট-অনুচর্য্যাশীল
যেখানে তা'—
তখন সে স্বর্গেরই অন্তঃস্রোতা আকর্ষণ। ২১৯৪।
৩।৭।১৯৫০, বিকাল ৬টা

ভোগ তখনই দুর্ভোগ হ'য়ে ওঠে—
সে যখন প্রবৃত্তির তল্লাসে
তালিমী হ'তে যায়,
আর, যে-ভোগ ইষ্ট বা ঈশ্বরে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তা' স্বর্গের। ২১৯৫।
৩।৭।১৯৫০, বিকাল ৬-১৫

যা'র যে-জাতীয় কর্ম্মানুচর্য্যার উপস্বত্বে
তুমি পরিপালিত—
সেই কর্ম্মানুচর্য্যাকে
সৎ-পরিচর্য্যায় পুষ্ট ও সমুন্নত ক'রে
যদি না তোল
স্থায়ী দায়িত্ব নিয়ে—
সেই কর্ম্মানুচর্য্যার কেন্দ্র যিনি
তাঁ'র পুষ্টি ও পরিপোষণ-সহ,—
তোমার পরিপোষণ যে
ক্ষয়িষ্ণুই হ'য়ে চ'লবে
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ ;
পুষ্টিই যদি পেতে চাও—
তোমার পুষ্টির বিধায়ক যিনি ও যা'
তাঁ'র ও তদুপকরণের পুষ্টি ও পোষণে
উদাসীন বা কৃপণ যদি থাক,—
তোমার শরীর-সংস্থিতির সহিত সত্তা যে
ক্রমান্বয়েই শীর্ণ হ'তে থাকবে
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়। ২১৯৬।

৩।৭।১৯৫০, রাত্র ৮-৪৫

যে-পরিবেশে তুমি বসবাস ক'রছ—
তা'র ভিতর কেউ যদি তোমার প্রতি
অশ্লীল ব্যবহার করে,—
তুমি শীল ও সৌজন্যের সহিত
সদ্ব্যবহারে তা'কে উদ্বুদ্ধ ও অভিনন্দিত ক'রো,
তোমার স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ ক'রেও
তোমার নিজস্ব যা'

তা' হ'তে যদি কেউ কিছু চায়—
বিহিত চাহিদায়—
তা' অল্প হ'লেও
যতদূর সম্ভব তোমার যোগ্যতার অনুপাতিক
পরিপূরণে
উচ্ছল ক'রে দিও তা'কে,
কেউ যদি
তোমাকে তা'র সাহায্যার্থে ডাকে—
যা' প্রত্যাশা করে তোমা হ'তে সে—
তা'কে তা'র চেয়েও অনেক বেশী অনুবর্ত্তন ক'রো,
তোমাকে যে আঘাত করে—
সহৃদয়ী সৌজন্যের সহিত সদ্ব্যবহারে
যদি পার
আরো এগিয়ে যেও তা'র দিকে
যেন তা'তেও সে তৃপ্ত হয়,
তোমার সৌজন্যপূর্ণ সদ্ব্যবহার
সাহায্যপূর্ণ সহৃদয়তা
ইষ্টানুগ সমভিব্যাহারী চলন
এমনতর সংহতির স্রষ্টা যেন হয়
যা' ইষ্টার্থবাহী হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করে,
বেদনায়ও তৃপ্তি পাবে
স্বর্গ তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে;
কিন্তু ঈশ্বর, সত্তা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও তৎপরিপূরণী প্রেরিতদিগেতে
বিশ্বাস, সেবা ও অনুচর্য্যায়
যা'রা অভিঘাত সৃষ্টি করে—

তা'দিগকে বাধা না দেওয়া
ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধাচরণ করা। ২১৯৭।
৪।৭।১৯৫০, বেলা ৭-৫৫

যা'রা তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দেয়,
ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেয়,
রুগ্নকে নিরাময় করে,
দুর্ব্বলকে সাহায্যে সবল ক'রে তোলে,
শোকার্ত্তকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলে সান্ত্বনায়—
সুশীল সৌজন্যে
ইষ্টানুগ সম্বোধি-পরিচর্য্যায়,
গৃহহারা, আশ্রয়হারা, অভ্যাগত যা'রা
তা'দিগকে যা'রা আশ্রয়ে
সুস্থ ও শ্রী-সমন্বিত ক'রে
ধর্ম্মে অভিদীপ্ত ক'রে তোলে—
যোগ্যতার যোগ্য-অনুচর্য্যায়
আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলে,—
ঈশ্বরেরই সেবা করে তা'রা প্রত্যক্ষভাবে। ২১৯৮।
৪।৭।১৯৫০, বেলা ৭-২৪

তোমার প্রতি যদি কেউ
অন্যায় ব্যবহার করে—
সহৃদয়ী সৌজন্যে
সেবা ও সদ্ব্যবহার নিয়ে
তুমি তা'র দিকে যদি পার
এগিয়ে যেও

কুশলকৌশলে—
ঐ অন্যায্য ব্যবহার যদি আরও পাও
তা'ও,
তোমার ব্যবহারে
ঈশ্বর স্তুত হবেন ঐখানে ;
আবার, তোমার প্রতি ঐরূপ
অন্যায় ও অসদ্ব্যবহার দেখে
কেউ যদি তা'কে
নিরোধ না করে—
বাধায় ব্যাহত না করে
বিহিত আচারে,—
সে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই
ঈশ্বরকে অস্বীকার করে,
আর, ঐ অন্যায়কে নিরোধ করা
বা বাধায় ব্যাহত ক'রে
অত্যাচারিতের স্বস্তি সম্পাদন করাই হ'চ্ছে
ঈশ্বরকে স্বীকার করা—
তাঁ'কে স্তুতি করা। ২১৯৯
৪।৭।১৯৫০, বেলা ১১-৪৫

যা'কেই উদ্ধার কর—
তা' তোমাকেই হোক
আর কাউকেই হোক,
তা'র পথই কিন্তু ঐ ধর্ম্ম—
ঐ কেন্দ্রায়ণী আদর্শপ্রাণতা
আর তদনুবর্ত্তী আচরণ। ২২০০।
৬।৭।১৯৫০, বেলা ৭-৪৫

মানুষের ঈশ্বরপ্রদত্ত মূলধনই হ'চ্ছে
বোধিসমন্বিত যোগ্যতা,
এই যোগ্যতার উপচয়ী কুশলকৌশলী ব্যবহারে
তা' আরো হ'য়ে মানুষকে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
আর, যে তা'কে স্থবির ক'রে রাখে—
সে বঞ্চিত হয়,
দৈন্য ও দারিদ্র্যই হয় তা'র প্রাপ্য। ২২০১।
৭।৭।১৯৫০, বেলা ৭টা

চাহিদা তোমার যা'
তা' যদি পেতে চাও—
হ'তে হবে তোমার তেমনি
যা'তে তা' পাওয়া যেতে পারে,
রাখা যেতে পারে,
নইলে, পেলেও থাকবে না তা'। ২২০২।
৭।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৩০

পঠন, পাঠন, লেখা—
তিন মিলনে শেখা। ২২০৩।
৭।৭।১৯৫০, বিকাল ৬টা

অবাধ্য অত্যাচার
স্বার্থলোলুপ, ব্যভিচারী, আক্রোশপরবশ
যেখানে,—
স্বস্তিপ্রদ, জিষ্ণু আক্রমণ ধর্ম্মদই সেখানে—
তা' যে কৌটিল্যনিয়ন্ত্রিতই হোক না কেন। ২২০৪।
৮।৭।১৯৫০, বেলা ১২টা

যা'রা বেকুব-চালাক
তা'রা চালাকী করে বঞ্চিত হ'তে,
আগ্রহহীন অক্রিয় উদ্দেশ্যসাধন তৎপরতা
কল্পনাতেই খাবি খায় তা'দের,
আপ্রাণ উন্মাদনা বা তা'র জন্য কষ্টসহিষ্ণুতা
কিংবা স্বার্থত্যাগ তা'দের কাছে
মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়,
দাঁও-মেরে পার হওয়ার কায়দাই
অপকৃষ্ট চেষ্টায় খুঁজে বেড়ায় তা'রা,
উপচয় ও উদ্বর্দ্ধন ঠাট্টা করে তা'দের—
বিনষ্টিতে আত্মনিমজ্জনই হয় তা'দের
চূড়ান্ত উপঢৌকন। ২২০৫।
৯।৭।১৯৫০, বেলা ১১-১৫

নৈষ্ঠিক তাৎপর্য্য নিয়ে'
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও সহৃদয়তার সহিত
শ্রদ্ধার্হ চলনে
চলন্ত ক'রে রাখ তোমার জীবনকে—
সেবানুকম্পী সাহচর্য্যে,
—সৌষ্ঠবসুন্দর জীবনের দাঁড়াই এই,
সম্মান অভিনন্দিত ক'রবে তোমাকে। ২২০৬।
১০।৭।১৯৫০, বেলা ৯-১০

অন্তরে আঘাতই পাও বা অপদস্থই হও—
যদি তা' শরীর-মনকে

বেদনায় বিক্ষুব্ধও ক'রে তোলে,—
এমনতর নিয়ন্ত্রণ ও প্রস্তুতি নিয়েই চ'লো যে,
তা' যেন
তোমার ইষ্টীপুত উদ্দেশ্য-অনুবর্ত্তী চলনাকে
ব্যাহত না ক'রে ফেলে,
ঐ ব্যাহতি কিন্তু জীবনের উৎক্রমণী চলনায়
ব্যাঘাত সৃষ্টি করে,
স্মরণ রেখো,—সাবধান থেকো। ২২০৭।
১০।৭।১৯৫০, বেলা ৯-১৫

দাঁও পেয়ে যদি চাপান দিয়ে চল
মানুষের অন্তরকে—
চাপেই বসবাস ক'রতে হবে হয়তো আজীবন। ২২০৮।
১০।৭।১৯৫০, বেলা ৯-২০

শোন,
পক্ষপাতশূন্য খোলা মন নিয়ে
আলোচনা কর,
ভাব,
আর বুঝকে কায়েম ক'রে তোল
অন্তরে তোমার—
সশ্রদ্ধ অনুকম্পায়
সব দিক দিয়ে—যথাসম্ভব
সত্তায় লক্ষ্য রেখে,
তারপরেই করার পালা,
অনুসন্ধিৎসু ধী নিয়ে
যেখানে যেমন তুকেতাকে যা' ক'রতে হয়—

অর্জ্জন ক'রতে তা'—
আগ্রহ ও অচ্যুতির সহিত তা' কর
উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ে,
আর, না ক'রেই তা' আয়ত্তের ঔদ্ধত্য নিয়ে,
সন্তুষ্ট থেকো না—
ব্যর্থ হবে,
চাল-চলন-চরিত্রে ফুটে উঠবে না তা',
বাস্তবতায় ব্যাহত হ'য়ে উঠবে তোমার জানাগুলি,
তাই, কর
আর সঙ্গে-সঙ্গে হ'তে সুরু কর—
প্রাপ্তি
স্বতঃ হ'য়ে ফুটে উঠুক তোমাতে,
কামনা তোমার সিদ্ধি লাভ করুক
এমনি ক'রেই। ২২০৯।
১০।৭।১৯৫০, বেলা ১০-১০

বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ-অনুরাগে
সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনায় নিয়ন্ত্রণ-বাধ্য না হ'য়ে
বাধ্যতামূলক যথেচ্ছ শাসনের আওতাতেই যদি
কেবল পশুবৎ চালিত হয়—
তবে তা'র পরিণতি পাশবিকই হ'য়ে ওঠে। ২২১০।
১১।৭।১৯৫০, বিকাল ৩-৫৫

তুমি জীবনে যে-বিষয়
ও যে-নীতিকেই অবজ্ঞা ক'রবে
সক্রিয়ভাবে

বিহিত উৎক্রমণী আগ্রহ-উদ্দীপনাকে ব্যাহত ক'রে—
দৈন্যও পাবে তেমনি সেই বিষয়ে
সেই দিক দিয়ে। ২২১১।
১১।৭।১৯৫০, বিকাল ৪টা

ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞান তা'র নাই,—
বাস্তবে, ব্যষ্টি ও বৈশিষ্ট্যানুভূতি
যা'র তমসাচ্ছন্ন—
স্বাভাবিক অনুকম্পায়। ২২১২।
১১।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-৪০

যে গণ বা রাষ্ট্র
পূরয়মাণ একাদর্শপ্রাণতায়
কেন্দ্রায়িত নয়—
আর, সেই আদর্শানুপ্রাণিত ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে
জীবনচলনা স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেনি
জীয়ন্ত অনুরাগে—
সবৈশিষ্ট্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে—যা'দের,—
—শক্তি ও সংহতি তা'দের সুদূরপরাহত,
আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতাই তা'দের
সর্ব্বনাশা স্বাভাবিক অভিযান—
মূঢ় বোধি-ঔদ্ধত্যের পথে। ২২১৩।
১১।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-৪৫

সহানুভূতি নাই—
সেবাবিমুখ—
যোগ্যতামাফিক স্বতঃস্বেচ্ছভাবে

দায়িত্ব নিয়ে ক'রবে না কিছু কা'রও—
অথচ প্রয়োজনের উদ্‌ভ্রান্ত আকুলতায়
অস্থির হ'য়ে
চাওয়ার দাবী অঢেল তোমার,
—এ চাওয়া মেটাবে কে?
পাবে কী ক'রে তুমি?
বুঝছ না—তোমার চাহিদাই যে তোমাকে
বিদ্রূপ ক'রছে নিয়তই?
দেওয়া নাই,—দাবী আছে,
—এ দাবী যে শূন্যেই হাহাকার করে
জরাজীর্ণ যোগ্যতা নিয়ে—
—সেটা জেনে রেখো। ২২১৪।
১২।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৫০

ইষ্টানুগ নীতিনিবদ্ধ থাকতে পারলে না তুমি—
সক্রিয় আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
অচ্যুতভাবে,
চরিত্র জীয়ন্ত হ'য়ে উঠতে পারল না তাই—
বাক্যে, ব্যবহারে, সেবানুকম্পী চলন নিয়ে,
তা'তে তোমার তো ক্ষতি হ'লই—
সৎ-পরিকল্পনা যা' ছিল
ভূয়ো হ'য়ে তা' কল্পনাজগতে বিলীন হ'য়ে চ'লল,
বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠল না কিছুই,
তোমাতে সশ্রদ্ধ যা'রা
ঐ অভিঘাতে, ব্যাহতিতে
বিবশ ও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল,
মন্থর হ'য়ে উঠল তোমার জীবন বিশ্বের কাছে,

ব্যর্থ, বিবশ জীবন তোমার
কৃপাপাত্র হ'য়ে
ক্রূর-সমালোচনার ইন্ধন হ'য়ে
অসাড় হ'য়ে রইল,
তোমার কাছে তুমি ঠাট্টার পাত্র হ'য়ে রইলে—
তেমনি দুনিয়ার কাছেও,
ওজঃপ্রাণ, উর্জ্জী অনুরাগ চ্যুতিবিচ্যুতিতে
নিশ্ছন্দ ও নিবু-নিবু হ'য়ে চ'লল,
তোমাকে সূত্র ক'রে দানা বেঁধে উঠল না
তোমার পরিবেশ তোমাতে,
লাভ কী হ'ল?
পেলে কী?
কী ক'রবে আর কী ক'রেই বা চললে?
বাঁচতে চাও যদি
আর বাঁচাতেই চাও যদি সবাইকে
তবে এখনও বলি—
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত";
জীবনকে সিধে খাড়া ক'রে তোল
আজীবন ঐ জীয়ন্ত চলনে,
বাঁচবে এখনও,
বাঁচাতে পারবেও অনেককে,
সার্থকতার চুম্বনে আত্মপ্রসাদও
লাভ ক'রতে পারবে। ২২১৫।
১২।৭।১৯৫০, বিকাল ৩-৫০

সঙ্কল্পে অনুবদ্ধ যা'রা
তা'দের অধিকাংশই যদি

বিপর্য্যয়ী, বিপরীত ক্রিয়াশীল হয়—
এমন-কি, শ্লথ-সমর্থকও যদি হয়—
নিষ্ক্রিয় অলস সমর্থকও যদি হয়—
সঙ্কল্পকে সংহার করার
প্রধান নায়কই হ'চ্ছে তা'রাই ;
আর, সেই সঙ্কল্প যদি সৎ হয়
ইষ্টার্থপূরণী, গণহিতী হয়
তা'কে যা'রা ব্যাহত করে—
বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে তা'তে—
বিপরীত ক্রিয়াশীল হয়—
মহাপাতক তা'রা,
শয়তানের সুনিষ্ঠ পরিকর তা'রা,
আত্মঘাতী, আততায়ী তা'রা,
মরণাহুতি
অদূরেই ধূমায়িত হ'তে থাকে তা'দের জন্য। ২২১৬।
১৩।৭।১৯৫০, বেলা ৯-২৫

ব্যবসায়ীই হোক
আর, যে-কেউই হোক—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ
উৎপাদন, প্রস্তুতি ও শ্রম-নির্ব্বাহী মূল্যের
ব্যতিক্রম ক'রে
বা তা'তে বাধা-বিপর্য্যয় সংঘটন ক'রে
যা'রা অধিক অর্থে বিনিময় বা বিক্রয় করে,
—তা'রা কূটচৌর্য্যে
সমঞ্জসা বিশ্বমিতির ব্যতিক্রম সম্পাদন ক'রে

অর্থস্ফীতি ও আনুষঙ্গিক কৃচ্ছ্রতার আবাহনে
অনর্থকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
বিধিবিস্রোতা ঈশ্বর ব্যাহত হন সেখানে—
যা'র প্রতিক্রিয়ায়
গণবিক্ষোভ দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে
ঐ দুষ্কৃতকারীদিগকেই
বিশেষভাবে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
এমন-কি, ঐ গণদাহী ক্ষুধা
তা'দিগকে সর্ব্বনাশেরই আহুতি ক'রে তোলে;
তাই, যা'ই কর না কেন—
সপরিবেশ তোমার
সহজ সত্তাসংরক্ষণী সেবার উপর দাঁড়িয়েই
ক'রতে যেও,—
সম্বৃদ্ধির উপঢৌকনে
নন্দিত হ'য়ে উঠবে,
লক্ষ্মী তাঁ'র চিহ্নিত জ্ঞান, দর্শন,
অঙ্কন, আলোচন নিয়ে
চঞ্চল পায়েও
তোমাতে অচল হ'য়ে রইবেন। ২২১৭।
১৩।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৪০

তোমার ইষ্টানুগ চলনের অন্তরচারী
একটু ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতিও
ক্রমান্বয়ে
বহু ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতিকেই
আমন্ত্রণ ক'রতে থাকবে,

তুমি প্রবৃত্তির খেয়ালবশতঃ
কোন্ মুহূর্ত্তে কিসে যে
অভিভূত হ'য়ে উঠবে
তা'র কিছুই ঠিকানা নাইকো কিন্তু;
তাই, নিজের অন্তর-পর্য্যালোচনায়
ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি যা'
তা'কে বের ক'রে ফেল,
অভ্যাসে অতিক্রম কর তা'দিগকে
উৎকর্ষী চলনে,
জীবনকে আজীবনই
ঐ উৎকর্ষী চলনে চলন্ত ক'রে
চলন্তস্রোতা ক'রে রাখ
সব দিক দিয়ে,—
তবেই রেহাই,
নয়তো, বিচ্যুতির চ্যুতসন্দীপনায়
প্রবৃত্তিতে প্রলুব্ধ হ'য়ে
সেই পথেরই সহযাত্রী হ'তে হবে
অতিসহজে,
চাও তো, সাবধান হও এখনই। ২২১৮।
১৩।৭।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

যদি শ্রীমান হ'তে চাও—
অর্থশালী হ'তে চাও—
যোগ্যতাকে বাড়িয়ে
শ্রমকুশল হ'য়ে
উপার্জ্জন ক'রতে শেখ—

সম্বৃদ্ধি যা'তে সত্ত্বলাভ করে তোমাতে
এমনিভাবে—
তা'র ভিত্তি যেন অসৎ না হয়। ২২১৯।
১৩।৭।১৯৫০, বেলা ১১-৩৫

অভ্যুদয়ের উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ই হ'চ্ছে
অভাব—
যদি উদ্যমী উদ্দেশ্যানতি থাকে—
কোন জীবন্ত প্রিয় গুরুজনে
সক্রিয়, সেবামুখর, একমুখীন
উদ্দীপনাময় আগ্রহ নিয়ে,
ওতে অভাবের মধ্য-দিয়েও
মানুষ বড় হয়ই—
অভাবকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
আচারে, ব্যবহারে, চলনায়—
কুশলকৌশলী বোধি-তাৎপর্য্যে। ২২২০।
১৪।৭।১৯৫০, বেলা ৮টা

অভ্যুদয়ী অধিগতির মূল ব্যাপারই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ যা'
তা'কে নিজের স্বার্থের চাইতেও
অনেক বড় ক'রে দেখা—
নিরন্তর হ'য়ে, সশ্রদ্ধ সম্বেগে,
আর, তদনুরূপ করা
উপচয়ী সক্রিয় অধ্যবসায়ী তৎপরতায়,
এতে নিজের প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সামঞ্জস্যে

ক্রমশঃই এমন অন্বিত হ'তে থাকে যে,
জীবন
অচ্যুত আনতি-উদ্যমে
স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে,
ফলে, অধিগমন
প্রজ্ঞা ও বোধি-সমন্বিত যোগ্যতা নিয়ে
সম্বর্দ্ধিত না হ'য়েই পেরে ওঠে না। ২২২১।
১৪।৭।১৯৫০, বেলা ১১-১৫

প্রগতির প্ররোচনায় যা'রা
অপগতিরই পরিচর্য্যা করে—
অপদেবতার আশীর্ব্বাদে
অপকৃষ্ট সংস্থিতিতেই
তা'রা পুরস্কৃত হ'য়ে থাকে,
বীভৎস অভিনন্দনে নাকাল হ'য়ে
আত্মনিমজ্জন করা ছাড়া তা'দের পথ কোথায়?
তাই, ফিরে দাঁড়াও এখনও,
বৃদ্ধিদ চলনে চলন্ত হ'য়ে ওঠ। ২২২২।
১৪।৭।১৯৫০, বিকাল ৬-৪৫

বিপ্রের ভিতরই হোক,
ক্ষত্রিয়ের ভিতরই হোক
বা বৈশ্য-শূদ্রের ভিতরই হোক—
অনাবিল মর্য্যাদা-সম্পন্ন
উৎকৃষ্ট কুলবান যা'রা
এক-কথায়, কুলীন বা তদ্রূপ যা'রা
কোনক্রমে তা'দের ভগ্নী বা কন্যা

বা কোন মেয়েকে
তা'দের অপর্য্যায়ী কুলে
বা অপকৃষ্ট কুলে
বিবাহ দিলেই যে
তা'দের কুলমর্য্যাদা নষ্ট হ'য়ে
তজ্জাতীয়তা প্রাপ্ত হয়—
মনে হয় আমার—
এ বড় অপরিণামদর্শী নীতি;
যা'দের রক্তে কোন ছিট বা দোষ
আছে ব'লে জানা যায়নি—
এই অকৃতির জন্য
তা'দের সমস্ত কুলকেই
অপকৃষ্ট ক'রে দেওয়া
দুষ্কৃতি ছাড়া কিছুই নয়,
ফলে, ঐ কুলকে
প্রতিলোম-সংশ্রয়ে
আরো নিকৃষ্ট ক'রে দেওয়াই হয়—
যদিও ঐ দুষ্কৃত কর্ম্মের দরুন
তা'দের খানিকটা পাতিত্য ঘ'টে থাকে,
এইভাবে যা'রা কন্যা দেয়
তা'দের চাইতে যা'রা নেয়
তা'রাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রভূত পরিমাণে;
তাই, তোমার সম্প্রদায়
বা সমাজ-বন্ধনকে
এমনতর সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনায়
অন্বিত ক'রে তুলো
যা'তে ঢাকের দায়ে

কাঠামশুদ্ধ নিকেশ ক'রতে না হয়,
বিহিত প্রায়শ্চিত্তে
দুষ্কৃতির নিরসন ক'রে
প্রতিটি জীবন যা'তে
সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনপ্রবণ হ'য়ে ওঠে
তেমনি ক'রেই সমাজবন্ধনকে
চলন্ত ক'রে রেখো,
সমাজকে জীবন্ত শ্মশানে
পরিণত ক'রো না। ২২২৩।
১৪।৭।১৯৫০, রাত্র ৭টা

ঊনপঞ্চাশত্তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

তোমরা ইষ্টকেন্দ্রিক হও,
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকের যা'-কিছু আছে
সব নিয়ে
তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠ—
সেবানুকম্পী সক্রিয় আগ্রহ-আতিশয্যে
শ্রদ্ধার্হ অচ্যুত চলনে,
তপঃপ্রাণ হ'য়ে ওঠ তোমরা—
উপচয়ী উর্জ্জী-তৎপরতায়
ক্ষিপ্র সমাধানী সম্বেগে,
আপ্তীকৃত ক'রে তোল সবাইকে,
আর্য্যীকৃত ক'রে তোল,
আর্য্যাচারী ক'রে তোল—বঞ্চিত যা'রা তা'তে—

তোমার আশপাশে, তোমারই পরিবেশে
যে-মানুষই থাক না—
প্রতিপ্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে
ইষ্টানুগ চলনায়
সক্রিয় সেবামুখর সহযোগী সন্দীপনায়,
দরদী হ'য়ে ওঠ তা'দের,
বান্ধব হ'য়ে ওঠ তা'দের,
চাহিদার কথা শোন তা'দের,—
ওরই ভিতর-দিয়ে
এমন আত্মীয় হ'য়ে ওঠ
যা'তে তুমি তা'দের প্রতিপ্রত্যেকের
প্রাণারাম হ'য়ে থাকতে পার,
কুশল-নিয়ন্ত্রণে
আকর্ষণী আবেগ-ভঙ্গীতে
প্রত্যেকের আগ্রহকে উদাত্ত ক'রে তুলে
ধর্ম্মের কথা শোনাও,
ইষ্টের কথা শোনাও,
ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা কর—
সম্বেগ-বিধৃত উদ্দীপনা-উচ্ছল অন্তরে
তাঁ'রই অটুট প্রতিষ্ঠায়,
যা'ই কর না কেন—
সত্তাসঞ্জীবনী বা সত্তাসম্বর্দ্ধনী
যে-নীতি, যে-আচার, যে-ব্যবহার
তা'কে কিছুতেই বর্জ্জন ক'রো না;
ধাতার চরণে, পরমপিতার চরণে
আমার আগ্রহদীপন নিবেদন—
তোমরা সুস্থ থাক,

সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
তাঁ'রই সেবাসৌকর্য্যে
জীবনকে সার্থক ক'রে তোল,
নন্দিত ক'রে তোল। ২২২৪।
১৬।৭।১৯৫০, সকাল ৭টা

মাঙ্‌না পাওয়ার কদর থাকে না,
কারণ, তা'তে যোগ্যতার উপচয়ী
শ্রমচর্য্যা নেই,
তাই, ঐ পাওয়াতে মমত্বও থাকে না,
সেইজন্য ঐ প্রাপ্তিতে
অব্যবস্থ বাহুল্য-খরচ নিয়ন্ত্রণের হুদিশও
মাথায় গজিয়ে ওঠে না,
অন্যায্য যথেচ্ছ অপচয়ী ব্যবহারকে
তা'র ন্যায্য ব'লেই মনে হয়;
নিজের যোগ্যতাকে
সুনিয়ন্ত্রিত চলনে খাটিয়ে
উপচয়ী অর্জ্জনে
ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তৎপর থাক—
অপচয়ী অব্যবস্থ বেহুদা বাহুল্য-খরচ
মমত্ববোধের খাতিরেই
নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে,
বাজে বিপর্য্যয়ী অন্যায্য অপচয়ের
হাত থেকে
ঐ হিসাবী চলনাই
বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে;
এও যেমন—

আবার, অন্যায্য উপার্জ্জনও
লোভপরবশতায়
অন্যায্য প্রয়োজন সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে ক্রূর-অর্জ্জনী ক'রে তোলে,
আর, ঐ স্বভাবই প্রতিক্রিয়ায়
ক্রূর-বিধ্বস্তির আবাহক হ'য়ে ওঠে,
—তাই, সাবধান থেকো। ২২২৫।
১৬।৭।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

উন্নত পর্য্যায়ে অবজ্ঞা,
সপর্য্যায়ে অবহেলা
ও অপপর্য্যায়ে আনতিবশতঃ
ধনসম্পদ ও জলুস-চলন দেখেই
অপপর্য্যায়ী পুরুষের সঙ্গে
ভগ্নী, কন্যা ইত্যাদির
বিবাহ-সম্বন্ধ যা'রা করে—
সমাজে অকল্যাণী
পাপবিধায়ক তা'রাই,
পাতিত্য যদি কিছু থাকে গূঢ়তম ব'লে—
সেই পাতিত্যের আশ্রয়স্থল তা'রাই,
জৈবী সংস্থিতির ব্যাহতি বা বিকৃতির
উদীয়মান হোতাই তা'রা,
তা'রা সম্প্রদায়কে নষ্ট করে,
সমাজকে নষ্ট করে,
রাষ্ট্র ও দেশকে তা'রা
বিপর্য্যয়ী অপোগণ্ডের
আবাসস্থল ক'রে

পরিধ্বংসের স্রষ্টা হ'য়ে
সর্ব্বনাশে সবকে সাবাড় ক'রে দিতে চলে ;
নিজেকে বাঁচাতে চাও যদি—
সম্প্রদায় ও সমাজকেই যদি বাঁচাতে চাও—
রাষ্ট্র ও দেশকেই যদি
রক্ষা ক'রতে চাও—
হতভাগ্য, অপোগণ্ড
ও আশ্রয়-থেকেও-নিরাশ্রয়দিগের
আমদানী রহিত ক'রতে চাও—
সাবধানে নিরোধ কর
ঐ অজ্ঞান আত্মঘাতী অবজ্ঞাকে। ২২২৬।
১৭।৭।১৯৫০, বেলা ১২টা

ইষ্টকেন্দ্রিক হও—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,
ইষ্টানুগ পথে চল,
শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠ সবারই তুমি
সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে—
সেবানুকম্পী চলনে,
সবাইকে আপ্তীকৃত ক'রে নাও—
সুসংহত ক'রে
ইষ্টানুগ সহযোগিতায়
দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত ক'রে—
পারস্পরিক কুশলকৌশলী
পুষ্টিপ্রদ পরিচর্য্যায়,

সমবেত সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ ইষ্টে, ঈশ্বরে। ২২২৭।
১৮।৭।১৯৫০, রাত্র ১০টা

প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়ে
অর্থাৎ, সাংসারিক অভাব মিটিয়ে
ইষ্টার্থী-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ ক'রবে—
এই সিদ্ধান্তে যদি এসে থাক—
সেটা হওয়া একটু মুশকিল,
তা' হয় না প্রায়শঃ,
ওটা খাঁকতির অনুকল্পনা,
ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি চল—
'সাত মণ তেলও জুটবে না
রাধাও নাচবে না';
আবার, সক্রিয় আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
বোধিতাৎপর্য্যে
সব দিকটা পরিবেক্ষণ ক'রে
বিহিত পরিচর্য্যায়
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী কর্ম্মে
যদি ঝাঁপিয়ে পড়—
আর, উপচয়ে উদ্বর্ত্তী ক'রে তুলতে পার তা'কে—
ঐ কৃতী-চলনাই
সাত মণ তেল জুটিয়ে দেবে,
রাধার নাচও সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে,
ঐ উপচয়ী আয়ত্তিই তোমাকে
পোষণ-পুরস্কারে উচ্ছল ক'রে তুলবে—
অবশ্য তা' যে-রকমের সেই রকমে,

তুমি তো পরিপূরিত হবেই,
সঙ্গত যা'রা তোমাতে
তা'রাও ঐ নাচনে নেচে উঠবে—
উৎসৃজনী উপচয়ী আনন্দে,
নতুবা, ভাব ভাবেই
সমাধিপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশী ;
চাও তো, ধর, লাগ, কর—
উচ্ছল উপচয়ী পদক্ষেপে—
অচ্যুত হ'য়ে, পেছ-পাও হ'য়ে নয়,
—পারার তুক ওতেই নিহিত,
পাওয়ার তুকও ওখানেই। ২২২৮।
১৮।৭।১৯৫০, বেলা ১১টা

যতক্ষণ মানুষ
সত্তা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে
বিহিত মোটামুটিভাবে
অবহিতই নয়
বা সুসঙ্গতও নয় তা'তে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র স্বার্থ কী বা কোথায়
সে-সম্বন্ধেও সে অজ্ঞ,
ভয় ও প্ররোচনা তা'দিগকে
যেদিকে পরিচালিত করে
সেই দিকেই তা'রা গড়িয়ে প'ড়তে
বাধ্য হ'য়ে ওঠে,
এমন স্থলে
গণমতের তাৎপর্য্য কী বা কোথায়

তা' বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন ;
সত্তাসম্বর্দ্ধনী, অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, বৈশিষ্ট্যপালী,
পূরয়মাণ, প্রিয় যিনি তা'দের
সহজভাবে তিনিই তা'দের প্রতিনিধি—
সুখসমৃদ্ধির সুকেন্দ্রিক দেবতা । ২২২৯ ।
২০।৭।১৯৫০, বেলা ৯-৫০

যতক্ষণ প্রীতি তোমার
প্রবৃত্তি উপচিয়ে
প্রেষ্ঠে অচ্যুত অনুরাগে
সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক সঙ্গতি নিয়ে
উদ্দাম হ'য়ে না উঠছে—
অনুগ্রহ এলেও
প্রবৃত্তির কশাঘাতে
নিগ্রহে-নিরোধে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েই
চ'লতে থাকবে তা,'
তোমার গ্রহণই কিন্তু
অনুগ্রহের আমন্ত্রক,
তাই, যা'কে যেমন গ্রহণ—
তা' হ'তে অনুগ্রহও অভিনন্দিত হয়
তেমনতর । ২২৩০ ।
২০।৭।১৯৫০, বেলা ১০-২০

পূরয়মাণ প্রেরিত যিনি, তদ্বেত্তা যিনি
বা সদ্‌গুরু যিনি—
বাস্তবিকতায় লোকনেতৃত্ব তাঁ'রই,

আর, তা' প্রকৃতিপ্রসূত—
স্বাভাবিক পরিপূরক। ২২৩১।
২০।৭।১৯৫০, বেলা ১০-২৫

স্থূল বাস্তবে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধৃতি ও ধারণা
আগ্রহ-আতিশয্যে সক্রিয়ই হ'য়ে ওঠেনি যা'দের
অচ্যুত আনতি নিয়ে—
—তন্নিবদ্ধ সূক্ষ্মদার্শনিকতায়
তা'রই অনুবদ্ধ বোধ
যা' ওকেই সূক্ষ্মতম সম্বেদনায়
সার্থক ক'রে তোলে—
উদ্‌গতি-অভিনন্দনে,—
তা' সুদূরপরাহতই তা'দের কাছে,
শারীরিক সংস্থাই সংস্থ হ'য়ে ওঠেনি যা'দের—
আস্তিকতার অধ্যাত্ম-নিদেশ
বিকৃতির ভূয়া পরিকল্পনা ছাড়া
তা'দের কাছে আর কী হ'তে পারে? ২২৩২।
২০।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৪৫

যা' নিরোধ ক'রতে পার
অথচ চালু করার যোগ্যতা নাইকো—
তা' যদি সৎ হয়—
নিরোধ না ক'রে
বরং সহায়ক হ'য়ো তা'র,
আর, যোগ্যতায় যেমন জোটে
পূরকও হ'য়ে ওঠ তা'র তেমনি—

অনুবন্ধ আনতি নিয়ে
সমর্থন-সহযোগিতায়,
গোড়ায়ই নিরোধ ক'রে
তা'কে জাহান্নমে দিয়ে
দুষমণ হ'য়ে উঠো না। ২২৩৩।
২০।৭।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হ'লে
বা যুক্তি নিতে হ'লে
বা দিতে হ'লেই
প্রথমেই সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা ক'রতে হবে—
অবাঞ্ছিত, অপলাপী যদি কিছু থাকে
তা' কার্য্যকরী বা উদ্বেজী অনাসৃষ্টির
সৃষ্টি ক'রতে না পারে,—
আর, বিষয় বা ব্যাপারের দিক দিয়ে
ক্ষতিজনক যেন না হয়,
সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
পরিকল্পিত যুক্তিতে
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতির সহিত
তা'কে বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হবে,
নইলে, ক্ষয় ও ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী,
সুচিন্তিত সাবধানী সক্রিয়তায়
যা' ক'রতে হয় ক'রো। ২২৩৪।
২১।৭।১৯৫০, বেলা ৮-৩০

প্রতিলোম-সংযোগে
মেয়েদের ওজঃ-সংস্থিতি বিকৃত হ'য়ে পড়ে—
মানসিক বৈশিষ্ট্য-ব্যভিচারী বিক্ষেপের

প্রতারক প্রত্যুত্তরে—
বিপর্য্যয়ী আবেগ-অনুকম্পায়—
নিষিক্ত বৈজিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে,
আর, কেন্দ্রায়িত অনুধ্যানী চলন
ঐ বিকার-বিধ্বস্ত মানসিক তাৎপর্য্যের পক্ষে
প্রায়শঃই সুদূরপরাহত। ২২৩৫।
২১।৭।১৯৫০, বেলা ৮-৫০

যে-আনতিই তোমাকে
বিকেন্দ্রিক ক'রে তুলল—
পূরয়মাণ প্রিয়চর্য্যা হ'তে
সৎ-অনুকম্পিতা হ'তে
উদ্বর্ত্তনী প্রেষ্ঠ-অনুরাগ হ'তে,
—তা'ই কিন্তু তোমার শত্রু,
শয়তানের প্রবৃত্তিলোলুপ প্ররোচনা,
দুর্ভাগ্যের ধুরন্ধর আবাহন,
সাবধান থেকো। ২২৩৬।
২১।৭।১৯৫০, সকাল ৬-২০

তোমার শরীর যেন সত্তাতেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
মন যেন
তা'র সমস্ত বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
মনন ও চিন্তায়
সত্তাকেই সার্থক ক'রে তোলে,
জীবন সত্তাসংরক্ষণী হ'য়ে চলে,
তামার সসত্ত্ব সীমায়িত যা'-কিছু

অসীমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
ইষ্টে, ঈশ্বরে যেন
পরমসার্থকতা লাভ করে,—
তাই-ই হ'চ্ছে ঈশ্বরে নৈবেদ্য-অবদান,
আর, ওই-ই তোমার বোধিসত্ত্ব। ২২৩৭।
২১।৭।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

নগর, গ্রাম বা পল্লী-সংস্থাপনে
পটী-তাৎপর্য্য-সহ
চতুর্ব্বর্ণের এমনতর সমাবেশী ব্যবস্থিতিতে
বসতি নির্ণয় ক'রো—
শ্রদ্ধাব্যঞ্জক দূরত্ব বজায় রেখে—
যা'তে পরস্পর পরস্পরের
সহযোগী সৌকর্য্যে
সমুন্নত হ'য়ে উঠতে পারে,
পরিবেশের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া
অন্বিত ক'রে
উদ্বোধন-প্রবুদ্ধিতে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে প্রত্যেককেই,
দিশেহারা আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত হ'য়ে
কর্ম্ম ও বোধি-প্রাখর্য্য
স্থবির হ'য়ে না ওঠে তা'দের,
আদানে-প্রদানে, ভাববিনিময়ে,
উদ্বোধনায়
কর্ম্মকুশল ব্যবহার ও চারিত্রিক সমাবেশে
স্বভাবতঃই শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে প্রত্যেকে,
প্রত্যেকেরই সম্পদ ও স্বার্থ হ'য়ে ওঠে প্রত্যেকে—

নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রেখে,
অন্যের বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষী হ'য়ে ;
তা' যদি না কর—
জাতি নিঝুম হ'য়ে প'ড়বে
সম্বর্দ্ধনার ক্রম-বিদায়ী অভিনন্দনে। ২২৩৮।
২১।৭।১৯৫০, বেলা ১০-২২

যা'তেই সত্তা ও বৈশিষ্ট্য অপঘাতপ্রাপ্ত হয়
তা'ই কিন্তু পাপের—
শয়তানের প্রতারক কুহক-শরজালই তা',
বন্ধুর প্ররোচনায় যে-মুহূর্ত্তেই
তা'তে প্ররোচিত হ'য়ে উঠলে—
ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রলে তখনই—
'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'
—এই উক্তির ভাঁওতায়। ২২৩৯।
২১।৭।১৯৫০, বেলা ১১-৪৪

বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন
বুদ্ধিবৃত্তিকে ভোঁতাই ক'রে তোলে,
সম্বর্দ্ধনী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া
মানুষ বড় হয় না,
মানুষের উন্নতির একটা প্রধান উপাদানই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনী সক্রিয়তা,
আর্য্যদের বর্ণাশ্রমের একটা বিশেষ
তাৎপর্য্যও ওটা। ২২৪০।
২১।৭।১৯৫০, বিকাল ৬টা

আত্মম্ভরী, উদ্ধত
হামবড়ায়ী স্বার্থসন্ধিক্ষুতাই
যেখানে প্রণয়বার্ত্তিক—
সে-কৌটিকপ্রীতি
যা' বাস্তবে প্রীণনপ্রবৃত্তিহীন
তা' কিন্তু বেদনা ও বিপর্য্যয়েরই,
তা' হ'তে সাবধান থেকো। ২২৪১।
২৩।৭।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৪৫

শ্রেষ্ঠচাহিদা-পরিপূরণে যা'রা দেয়—
আগ্রহ-উদ্দীপনায়,—
তখন তা'রা শূন্য হ'লেও
অপর্য্যাপ্তই পায়
তদনুপাতে,
বিবেচনাবিধুর অন্তরে
ঐ আগ্রহকে যতই যা'রা সংযত করে—
ক্রমশঃ বঞ্চিতও হ'তে থাকে তা'রা তেমনি
যত্ন ও যোগ্যতার অপলাপে। ২২৪২।
২৪।৭।১৯৫০, বেলা ৯-৫

মানুষের সত্তা, ধর্ম্ম, বৈশিষ্ট্য,
কৃষ্টি, ইষ্ট ও ঈশ্বরানতি
যে-ব্যাপারে বা যাহার দ্বারা
ব্যাহত, বিপর্য্যস্ত বা বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে—
বিকেন্দ্রিক, ব্যভিচারী বিড়ম্বনায়,
তা'তে নীতির নির্দেশই হ'চ্ছে এই—

যে-বিধির অনুসরণে
তা' প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে,
পরিরক্ষিত হ'য়ে
পুষ্টিতে সংবর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে—
একটা বিপ্লবী বিক্রম-উদ্দীপনা নিয়ে,
—তাই-ই সেখানে শ্রেয়-পন্থা—
যেমনতরই হোক না তা';
বিদ্রোহকে নিরোধ ক'রে
বিপর্য্যয় যা'-কিছুকে ব্যাহত ক'রে
শুভপ্রসূতা যেমন এবং যত—
যোগ্যতার জাত-সংস্কৃতিও
সেখানে তেমনতরই,
সৌকর্য্য ও সিদ্ধির তাৎপর্য্যও তেমনি। ২২৪৩।
২৪।৭।১৯৫০, রাত্র ৯-২০

তোমার বিবেচিত নীতি
অসৎ, কুৎসিত বা ক্রূর যা'
তা'র সংযমনে শৈথিল্য এনে
বিধ্বস্তি, ও বিনাশের পথ যেন
এন্তার ক'রে না তোলে,
ঐ বিবেচনা যতই সুমহান হোক না—
তোমার ঐ ক্রূর-কদর্য্যতা
অসংযত হ'য়ে যে-মুহূর্ত্তেই
শুভ-দম্ভে
অশুভ যা'-কিছু
তা'র পরিপোষক হ'য়ে দাঁড়াল
প্রতিরোধ না ক'রে

—তা' কিন্তু শয়তানেরই
সুশ্রী স্বাগতম্,
ভেবেবুঝে দিক নির্ণয় ক'রে
সৎসংরক্ষণী পন্থায়
যে-গতি অবলম্বন ক'রতে হয়—
তা' ক'রতে
তোমার যোগ্যতা, যত্ন
দ্রুতপদক্ষেপে যেন সেদিকেই চলে। ২২৪৪।
২৪।৭।১৯৫০, রাত্র ১০টা

যা' তোমার ইষ্ট বা সদ্গুরুর
প্রসাদ-উদ্দীপক নয়—
তা' ঈশ্বরেরও নয়কো,
'কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে'
'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা
গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন'। ২২৪৫।
২৪।৭।১৯৫০, রাত্র ১০-৫

প্রবৃত্তি-অভিভূতি নিয়ে
তা'রই আহুতি-অনুসন্ধিৎসায়
যদি কেউ তোমার কাছে আসে
তা'র স্বস্তিতে আগ্রহ-আতিশয্য রেখেও
ঐ প্রবৃত্তিচর্য্যায় উদাসীন থেকো—
দরদী হ'য়েও,
তোমার সঙ্গ যেন
তা'র ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূতিকে

এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে
যা'তে সে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
সার্থক-সুন্দর আবহাওয়ায়
সুরভি-সন্দীপনায়
তোমার ইষ্ট বা আদর্শে
উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে স্বতঃই। ২২৪৬।

২৫।৭।১৯৫০, বেলা ৮-৪০

ঈশ্বরলাভের প্রলোভন যা'দের উদগ্র
মুখ্যতঃ কামনা চরিতার্থ ক'রবার উদ্দেশে,—
—ঈশ্বরলাভ তা'দের কঠিন,
কিন্তু পূরয়মাণ ইষ্ট বা গুরুই যা'দের শ্রেষ্ঠ,
তাঁ'তে আনতি যা'দের অমোঘ,
অচ্যুত,
সক্রিয় সেবাসন্দীপী—
ঈশ্বরলাভ তা'দের সহজ। ২২৪৭।

২৫।৭।১৯৫০, বেলা ৯টা

বুঝের দায়ে বোধ হারাতে যেও না,
বোধ যে-বুঝ এনে দেয় বিষয়-সাক্ষাৎকারে—
যা' সার্থক হ'য়ে ওঠে
বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস ক'রে
ঔপাদানিক সংস্থিতিতে—
সেই বোধই বুঝ—বাস্তবে,
আর, তা' প্রকৃতিসঞ্জাত। ২২৪৮।

২৫।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৫০

তা' ক'রতে যেও না
যা'তে বিপদের আশঙ্কা আছে—
বিহিত নিরাকরণ-প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি
না নিয়ে। ২২৪৯।
২৫।৭।১৯৫০, বেলা ১১-১৪

যা'রা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে
মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না—
প্রয়োজনমত সৎকার-সৌকর্য্যে অনুগমন করে না—
বিহিতভাবে—
সানুকম্পী স্বতঃ-উৎসারিত সেবাপ্রাণ দায়িত্ব নিয়ে,—
—তা'রা জীবনবেদীর অশ্রদ্ধায়
বিগত জীবনের অভিশাপই কুড়িয়ে নেয়,
ফলে, তমসাচ্ছন্ন মূঢ়ত্বেরই
অবস্থান হ'য়ে ওঠে তা'রা। ২২৫০।
২৬।৭।১৯৫০, বেলা ৮টা

রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত যা'রা—
ইষ্টানুগ প্রবুদ্ধ জীবনপ্রেরণা নিয়ে
নিরাকরণী স্বস্তি-প্রণোদনায়
তা'দিগকে তত্ত্বাবধান ও সাহায্য ক'রতে
পশ্চাৎপদ হ'য়ো না—
তোমার যোগ্যতা যেমন যোগান দিতে পারে
তা'র একটুও ত্রুটি না ক'রে,
এই সানুকম্পী, সক্রিয়, জাগ্রত সেবাসন্ধিৎসায়
তুমি স্বতঃই জীবনপ্রগতির

অনুশীলন-প্রবৃত্তিপরায়ণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
আর, ঐ পথেই
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
জীবন-অভিদীপনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে। ২২৫১।
২৬।৭।১৯৫০, বেলা ৮-১০

আগ্রহ যেখানে শিথিল
সেবা মূঢ় যেখানে—
বোধি যেখানে বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রী—
স্বার্থ যেখানে সঙ্কীর্ণ, লোভলোলুপ—
ইষ্টানুগ সন্ধিৎসা ও অনুবর্ত্তন
মূক যেখানে—
পুরস্কার সেখানে হতভম্ব। ২২৫২।
২৬।৭।১৯৫০, বিকাল ৫টা

ঈশ্বর যাঁ'কে দিয়ে তোমাকে
খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন,
সম্বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে দিচ্ছেন—
ইষ্টানুগ নিয়মনে নিবদ্ধ ক'রে তোমাকে,—
যে-মুহূর্ত্তে তাঁ'কে অস্বীকার ক'রলে,
মূঢ় হ'য়ে উঠল সেবাসন্দীপনা
তাঁ'র প্রতি যখনই,
অনুকম্পা অশ্রদ্ধাপূর্ণ হ'য়ে উঠল যেই,—
ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রলে তুমি তখনই,
কৃতঘ্ন অনুশাসনই মুখ্য হ'য়ে উঠল
তোমার জীবনে তখন থেকে। ২২৫৩।
২৬।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-১৫

যদি কোন পরিকল্পনা
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
প্রয়োজন-আবেগে
সমীচীন উদ্দেশ্য নিয়ে
এসে থাকে তোমাতে—
তা'কে মূর্ত্তি দিতে
নিশ্চয়ই হ'য়ে থাক তুমি,—
যখন বাস্তবভাবে সেটাকে চাও—
তা'র আগেই ভেবে দেখ—
তা' ক'রতে কী কী প্রয়োজন,
তা'র কী কী কখন কোথায়
কেমন ক'রে পাওয়া যেতে পারে—
সন্ধিৎসু সজাগ অন্তরে বিবেচনা ক'রে
যোগ্য সক্রিয় অনুচর্য্যায়
খুঁজে সংগ্রহ ক'রে
পাকাপাকিভাবে হাতে নিয়ে এস,
আর, যে-যে বিধানে
উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে
তা' মূর্ত্ত ক'রতে পারা যায় বাস্তবভাবে
সেই-সেই রকমে
তা' ক'রতে যা' প্রয়োজন
তা'র ব্যবস্থিতিগুলি
নিখুঁতভাবে জমায়েত ক'রে ফেলো,
আর, যখন তোমার তা' প্রয়োজন হবে
তা'র আগেই তা' নিষ্পন্ন করে ফেলো
বিহিত রকমে ;

যা'ই কিছু কর না—
এমনি ক'রে উপচয়ে
নিষ্পন্ন ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
কৃতী হওয়া,
আর, তা'তে কৃতার্থ হওয়া,
নয়তো, প্রবর্ত্তনা তোমার
উদ্দেশ্যেই সমাহিত হ'য়ে থাকবে;
অবিবেকী অলস জীবন
ব্যর্থতাই পুরস্কার পেয়ে থাকে। ২২৫৪।
২৬।৭।১৯৫০, রাত্র ১০টা

সিদ্ধান্ত যতক্ষণ না
ব্যক্তিত্বলাভ ক'রছে তোমাতে—
জীয়ন্ত জীবন নিয়ে
সক্রিয় সম্বোধি লাভ ক'রে
অনুপ্রাণিত আবেগ-উদ্যমে
কেন্দ্রায়িত সার্থকতায়
ইষ্টানুগ পথে,
—ততক্ষণ পর্য্যন্ত যা' ক'রতে যাচ্ছ—
বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত ভ্রাম্যমাণতায়
ইতস্ততঃই তা' ঘুরে বেড়াবে,
সঙ্গত ব্যবস্থিতির সৌকর্য্যে
দানা বেঁধে উঠতে পারে না তা';
তাই, সিদ্ধান্ত তোমাতে ব্যক্তিত্ব লাভ করুক—
তোমারই ব্যক্তিত্বে
সুসঙ্গত ব্যবস্থিতি নিয়ে,

সৌকর্য্যে বাস্তবায়িত করার যোগ্যতা
তপপদবিক্ষেপে
নিষ্পাদনের পথেই চ'লতে থাকবে। ২২৫৫।
২৭।৭।১৯৫০, বেলা ৭-৪৫

তোমার দয়া দয়াতেই দাঁড়িয়ে
ইষ্টানুগ অনুশাসনে
দাক্ষিণ্য-অনুচর্য্যায়
পাপের কাছে যতই ভীতিপ্রদ হ'য়ে উঠবে—
ভয়াল হ'য়ে উঠবে—
তোমাতে তোমার দয়া
ততই এমনতর ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রবে
যা'র সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
কুশলকৌশলী যোগ্যতার
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতিতে
অবনত হ'য়ে রইবে সে,
দয়াও হবে সেখানে সার্থক,
তখনই তোমার সংস্পর্শে
সাধু পাবে পরিত্রাণ,
দুষ্কৃতেরও হ'তে থাকবে অবলোপ। ২২৫৬।
২৭।৭।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

জৈবী-সংস্থিতি তোমার
যা'ই থাক না কেন—
আগ্রহ তোমার আতিশয্য নিয়ে
ইষ্টে, ঈশ্বরে
এমনতরই নিবুদ্ধ হ'য়ে থাকুক—

প্রাজ্ঞ কুশলকৌশলী বোধিতাৎপর্য্যে
তপপদবিক্ষেপে
যোগ্যতার যুক্ত অভিনন্দনায়—
যা'তে তুমি সেই রঙেই
রঙিল হ'য়ে থাকতে পার
সুখেদুঃখে, ভালয়-মন্দয়
সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে
মরণবিজয়ী অনুচর্য্যায়—
অচ্যুত-আনতিদীপ্ত
স্বভাবসেবী অনুকম্পায়,
ঈশ্বর জাগ্রত রইবেন তোমাতে,
তিনি স্ফুরণ-ভঙ্গিমায় ব'লবেন—
'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি',
আরও ব'লবেন
—'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'। ২২৫৭।
২৭।৭।১৯৫০, বেলা ৯-৪৫

যত পাও, চাহিদা থাকবে কিন্তু আরও—
যতক্ষণ ঐ চাওয়া
তোমাতে হয়রাণ হ'য়ে না ওঠে—
অবসন্ন না হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
যা'র ফলে, তুমি একদিন বুঝতে পারবে—
সব যা'-কিছুতেই তুমি ব্যর্থ হ'য়ে উঠেছ—
আপসোস-অবসন্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস
হ'য়ে উঠবে সম্বল তখন;
তাই, যদি এতটুকুও চাতুর্য্য থাকে তোমাতে—
সব চাওয়াগুলিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে তোল—

তোমার অন্তরে ঈশ্বর-চাহিদায়
শুধু ভালবেসে, দিয়ে
জীয়ন্ত ইষ্টবেদীপ্রান্তে,
তোমার চাহিদাগুলিকে
তুমি মূর্ত্তি দিয়ে
তাঁ'রই পূজায় সার্থক ক'রে তোল—
তুমি নিঃস্ব থেকেও
প্রচুর হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
আর, প্রাপ্তি হোক
তোমার অন্তরে
তাঁ'র প্রীতিপ্রসন্ন পরিতৃপ্তি,
অবস্থায় হাবুডুবু খেয়েও
জীবনে সদানন্দ থাকবার
এই হ'চ্ছে তুক। ২২৫৮।
২৭।৭।১৯৫০, বেলা ১০টা

তুমি বিশুদ্ধ না হ'লেও
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
ইষ্টে, ঈশ্বরে অকপট হও,
আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
তাঁ'কেই ভালবাস,
দাও,
স্বার্থ ক'রে তোল
তাঁ'কেই তুমি কেবল,
আর, ঐ স্বার্থসন্দীপনা
তোমার যা'-কিছু কর্ম্মের নিয়ন্তা হ'য়ে উঠুক—
কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে

চলনে-চরিত্রে
উপচয়ী অনুবর্ত্তনে,
যেই হও আর যা'ই হও—
পরিত্রাণ তোমাতে
অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে,
পরমার্থ আপূরিত হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
সার্থক সৌকর্য্যে
অভিব্যাপ্ত হ'য়ে রইবে তোমাতে। ২২৫৯।
২৭।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৫০

পরলোক ও পরমেশ্বরে
মানুষের আস্থা
ও একমুখীন অনুরাগ না থাকলে
মানুষের সংস্থিতি
ও সংক্রমণী সম্বর্দ্ধনী বিবর্ত্তন
ব্যাহত হ'য়েই চ'লতে থাকে—
বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'তে-হ'তে,
অদৃষ্টকে দৃশ্য করার বা বোধে আনার
অনায়ত্তকে আয়ত্ত করার
আবেগময়ী প্রবৃত্তি জন্মে না;
তাই, উদ্বর্দ্ধনী জীবন লাভ ক'রতে গেলে
পরলোকে আস্থাও যেমন প্রয়োজন,
পরমেশ্বরে আস্থা ও অনুরাগও
তেমনই প্রয়োজন। ২২৬০।
২৭।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-১৫

প্রকৃতির প্রতিপ্রত্যেকটি
ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে
প্রত্যেক বার
প্রত্যেক রকমে
এক-অদ্বিতীয়,
আর, সেই একই হ'চ্ছে
ঔপাদানিক সামান্য
সবারই ভিতর,
—তাই, প্রত্যেকের প্রতি
প্রত্যেকের
সক্রিয় আকর্ষণ,
আর তাই, বৈকল্য থেকেও অবৈকল্য—
চলনে—পরিবর্ত্তনে—প্রবর্ত্তনে—পরিবর্দ্ধনে,
এই ঔপাদানিক সামান্য আছে ব'লে
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর-দিয়ে
একটা সম্বন্ধ বজায় র'য়ে চ'লছে—
থাকায় এবং রাখায়,
পারস্পারিকতায়,
সহযোগ ও সাম্য সেইখানে। ২২৬১।
২৭।৭।১৯৫০, বিকাল ৬টা

মানুষ যখনই কোন অপকর্ম্ম করে
বা তা'তে অভ্যস্ত বা আসক্ত হ'য়ে চলে—
তখনই সেই আসক্তির সংস্থিতির
সমর্থন কুড়িয়ে চ'লতে থাকে,

নিজের জীবনকে যেন
তা'র সাথে একীভূত ক'রে নিতে চায়,
তাই, তা' ভাঙ্গে
বা বিশ্লিষ্ট হয়
এমনতর কিছু সহ্য ক'রতে চায় না—
কষ্ট বোধ করে,
তা'তে নিজে নিবদ্ধ ব'লে
নিবদ্ধতার গণ্ডীকে ভাঙ্গলে
সে বিবেচনা করে—
তা'র সত্তাই যেন আহত হ'য়ে উঠল
আঘাত পেয়ে,
প্রতিরোধ ক'রতে চায় তা'কে
চিন্তা দিয়ে, চলন দিয়ে,
পরিবেশে তা'কে চারিয়ে দিয়ে
সমর্থন নিয়ে দাঁড়াতে চায়,
হিসাব ক'রে দেখতেই চায় না—
তা'র সত্তার পক্ষে সেটা
কতদূর পরিপোষণী, পরিরক্ষণী
ও পরিপূরণী,
ঐ পরিরক্ষণ-পরিপোষণ-পরিপূরণ চায় তা'রই,
তা'কেই মনে করে যেন তা'র সত্তা—
একটা কুম্ভীপাকের ভিতরে
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে;
সেই কুম্ভীপাক থেকে যে বাঁচতে চায়—
এমনতর কিছুতে বা কাউতে
তা'র নিবদ্ধ হওয়া চাই
যা'কে ধ'রে সে খাড়া হ'তে পারে

এবং কুম্ভীপাকের আবর্ত্তন থেকে
উদ্ধার পেতে পারে,
নয়তো, ওখানেই নিকেশ। ২২৬২।
২৭।৭।১৯৫০, বিকাল ৬-২০

এমন কতকগুলি বিক্ষোভ
সত্তা-অনুশায়িত হ'য়ে থাকে—
অনেক সময় তা'তে ধাক্কা প'ড়লেই
মানুষ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
সেই বিক্ষোভগুলি যেন
সত্তায় নিবদ্ধ হ'য়ে আছে,
সেগুলিকে সত্তাশায়িত
বিক্ষুব্ধি মনে করে ;
এগুলি প্রায়ই হয়—
বিনাদোষে, অযথা,
যেমনতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হ'য়ে
যেরকম অভিহিত হয়
তা'রই বেদনার স্পর্শাসহিষ্ণুতা থেকে,
প্রিয়-অভিধ্যানী সামঞ্জস্য এনে
অভ্যাসে সেগুলি হ'তে
মুক্ত হ'তে হয়,
নয়তো, ওটা রয়েই যায়। ২২৬৩।
২৭।৭।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যে-কোন বর্ণের অন্তর্গত
যে-কোন সম্প্রদায়ের
যা'রা বা যে-কেউই হোক না—

পাতিত্যজনক কর্ম্ম ক'রে
পাতিত্যলাভ ক'রেছে যা'রা
সেই দুষ্কর্ম্মকে পরিহার ক'রে
সর্ব্বতোভাবে সেই বর্ণানুগ উৎকর্ষী কর্ম্মে
সপরিবার-পরিবেশ
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে
ঐ অপকর্ম্মে ঘৃণা এলেই
উপযুক্ত চিকিৎসা ও প্রায়শ্চিত্তে
তা' হ'তে ত্রাণ পেয়ে
ঐ বর্ণ বৈশিষ্ট্য-মাফিকই
সত্ত্ব লাভ করে তা'রা—
যদি যৌন-সম্পর্কীয়
ব্যভিচার-বিসৃষ্ট না হ'য়ে থাকে—
যা'র দরুন জীবের
জৈবী-সংস্থিতি বিকৃত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, পাতিত্যে প্রোথিত হ'য়ে থেকো না,
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ সদনুচর্য্যায়
বর্ণানুগ উৎকর্ষী কর্ম্মে
অভ্যস্ত হ'য়ে চল—
নিন্দনীয় যা' তা'তে ঘৃণা নিয়ে,
ঐ পাতিত্যচর্য্যা হ'তে
সপরিবারে মুক্ত হ'য়ে
উৎকর্ষী-বৈশিষ্ট্য-সংস্থ
হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, তোমার চলন-চরিত্র-ব্যবহারই
লোকের অন্তরকে আকর্ষণ ক'রে

তোমাকে গ্রহণ-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে
সবাইকে,
প্রকৃতিই উৎকর্ষী চুম্বনে
তাঁ'র স্নেহল অঙ্কে
স্বাধিষ্ঠিত ক'রে রাখবেন তোমাকে ;
দাবী বা জবরদস্তি ক'রে
পদস্থ হ'তে যেও না—
আর, হওয়াও যায় না তা' । ২২৬৪ ।
২৭।৭।১৯৫০, রাত্র ৯-২

বিধিকে যতই
তাচ্ছিল্য ক'রে চ'লবে—
যোগ্যতা অবসন্ন হ'য়ে উঠবে
ততই,
আর, ঐ পথেই বিধাতার অভিশাপ
নেমে আসবে ক্রমশঃ । ২২৬৫ ।
২৮।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৪০

যতই তুমি তোমাকে
ইষ্টার্থকর্ম্মে নিয়োজিত ক'রলে—
অচ্যুত আগ্রহ-আতিশয্য-উদ্দীপনায়—
বুদ্ধি, বিবেক ও সন্ধিৎসাকে
সক্রিয়ভাবে উপচয়ী সন্দীপনায়
নিয়োগ ক'রে
অবাধ্য দায়িত্বে
—প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে
ততই তুমি স'রে আসতে লাগলে,
শিথিল হ'য়ে উঠতে লাগল তা'র মুষ্টি,

তৎসঞ্জাত গ্রহবৈগুণ্য আর তোমার উপর
তেমন আধিপত্য ক'রতে পারল না,
তোমার অদৃষ্ট আবদ্ধ হ'তে লাগল
ঐ ইষ্টার্থ-অনুসেবী আগ্রহ-আকর্ষণে,
সব-দিক-দিয়ে, সবভাবে
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে লাগল
তাই-ই তোমার,
তোমার কর্ম্মফলও সেই দিক দিয়ে
ঐ পথে নিয়ন্ত্রিত হ'তে লাগল,
তৎপ্রসূত ভাল বা মন্দ কিছুই
তোমাকে প্ররোচিত ক'রে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পেরে উঠল না,
ঋদ্ধি ও স্বস্তির পথ মুক্ত হ'তে লাগল
ঐ দিক দিয়ে,
—গ্রহের শান্তি বা স্বস্ত্যয়নীর
তাৎপর্য্যই ঐ। ২২৬৬।
২৮।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-২০

মানুষ যখন উপচয়ী ন্যায্য শ্রমেও
তা'র উপার্জ্জন দিয়ে
গ্রাসাচ্ছাদনের সংকুলান ক'রতে পারে না—
তখন লোকের উৎপাদনী প্রবৃত্তিও
শিথিল হ'তে থাকে,
আর, বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে
দিশেহারা সত্তাসংরক্ষণী আকূতি
বিদ্রোহের বিপ্লব নিয়ে আসে,
আতঙ্কিত ক'রে তোলে

অত্যাচারী বর্ব্বর বিদ্বেষে সবাইকে,
তাই, তুমি ধনিকই হও,
বণিকই হও আর শ্রমিকই হও—
বাঁচতেই যদি চাও—
বাঁচিয়ে উচ্ছল ক'রে তুলতে চেষ্টা কর
প্রত্যেককে,
আর, সেবাসন্ধিক্ষু সহযোগী পারস্পরিক পরিবেদনায়
যা'দের দিয়ে উপচয়ী হ'চ্ছ—
সুষ্ঠু পরিবেষণ ও পরিচর্য্যায়
তা'দের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে
যোগ্যতামাফিক সবাই যা'তে
উপচয়ী হ'য়ে চ'লতে পারে
তা'ই ক'রো ;
আবার, এই রকমের ভিতর-দিয়ে
অযোগ্য যা'রা
অনেকেই তা'দের যোগ্য হয়ে
উঠতে পারে,
আর, অনুপযুক্ত যা'রা
তা'রা উচ্ছল না হ'লেও
স্বচ্ছল চলনে
জীবনধারণ ক'রতে পারবে প্রায়শঃই—
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে । ২২৬৭ ।

২৯।৭।১৯৫০, বেলা ৮·৪৫

মানুষের প্রবৃত্তিবিক্ষুব্ধ আগ্রহ-উৎক্ষেপী
বিকৃত-ব্যবস্থিত মস্তিষ্কলেখা
যেমনতর আবেগ নিয়ে

অন্তরে লুকিয়ে থাকে—
মানসিক-গতিও তেমনিই হ'য়ে থাকে তা'দের—
দ্বিধা-আলম্বিত সন্দেহসঙ্কুল
ইতস্ততঃ-চরণশীল রকম নিয়ে,
আস্থার অস্তিত্বই তা'দের অন্তরে
টলটলায়মান,
অসমঞ্জস অন্বয়ে সব ব্যাপারকে তা'রা
সার্থক ক'রে তুলতে চায়
তা'দের ঐ দ্বিধাসঙ্কুল
অভিভূত-প্রবৃত্তি-বনামী সত্তায়,
ঐ অসমঞ্জস অন্বয়ের সমর্থনের জন্য
তা'রা এই মুহূর্ত্তে যা' ব'লল
পরমুহূর্ত্তে তা' উল্‌টিয়ে ফেলে,
তা'দের চলন-বলন, ভাবভঙ্গী
প্রতিক্রিয়ায়
ঐ রকমেরই নির্দ্দেশক হ'য়ে ওঠে,
কোন ঘটনা কোন ব্যাপারে
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে না—
সমঞ্জসা সম্বন্ধও থাকে না
তা'দের কোন বিবরণ বা চলনে,
আবার, সেই ঘটনা, ব্যাপার
বা রকমগুলিকে
ঐ ধারণামাফিকই
কুটিল কায়দায় অর্থ ক'রে
ঐ ধারণাকে সার্থক ক'রে তুলে
সুখী হ'তে চায়—
যদিও তা' জ্বালাময়ী যন্ত্রণাদায়ক,

শুভেচ্ছু যা'রা তা'দের—
বিকৃত বিক্ষেপ নিয়ে
সন্দেহ ক'রে বসে তা'দেরই বেশী—
আত্মম্ভরী কূট বিশেষজ্ঞের
ঔদ্ধত্য-গৌরবে ;
দুরূহ এ ব্যাধি—
এরা এমনতরই সংক্রামক
যে, দুর্ব্বল পরিবেশ
এর দ্বারা সহজে
আক্রান্ত হ'য়ে ওঠে ;
যদি এমনতর কেউ থাক—
আর, শ্রদ্ধায় সামর্থ্য যদি থাকে—
ভালমন্দ যা'-কিছু নিয়ে
গুরু-গরীয়ান শ্রদ্ধার্হ যে
দূরে থেকে
তাঁ'রই সেবাসন্দীপনায়
নিজেকে বিলিয়ে দাও—
কারণ, তাঁ'র সান্নিধ্য সহজেই
ঐ-রকম বিকৃত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে,
সঙ্গীও নির্ব্বাচন কর তেমনতরই—
সশ্রদ্ধ বোধিদীপ্ত যা'রা তাঁ'তে,
—থেকোও তা'দের ভিতরে,
আর, তোমার দুনিয়ার যা'-কিছুকে
ঐ সার্থকতায়
প্রতি-ব্যাপারের ভিতর অর্থবিন্যাস ক'রে
সার্থক ক'রে তোল তাঁ'তেই—
তাঁ'কেই সর্ব্বসমর্থনে—

তাঁ'র সমর্থন পাও বা না-পাও,
আর, নিজেও হ'য়ে ওঠ তা'ই—
নয়তো, নিস্তার তোমার
নিস্তার পাবে না কিছুতেই। ২২৬৮।
২৯।৭।১৯৫০, বেলা ১১-৫৫

উপচয়ী না হ'য়ে
অপব্যয় যা'রা করে—
নির্ব্বোধ-বিচক্ষণ তা'রা প্রায়শঃ—
হামবড়াইওয়ালা। ২২৬৯।
২৯।৭।১৯৫০, বিকাল ৫-৫৫

যা'রা অভিব্যক্তিই দেখে—
সৎ-নিবদ্ধ সম্বেগ দেখতে জানে না,—
মনোনয়ন বিকৃতই তা'দের প্রায়শঃ—
বোধি-ব্যক্তিত্বও কম তা'দের। ২২৭০।
২৯।৭।১৯৫০, বিকাল ৬টা

বোধগুলি সার্থক সুসঙ্গত হ'য়ে
সামঞ্জস্যে
যা'তে যেমনতর দানা বেঁধে ওঠে—
বোধি-ব্যক্তিত্বও সেখানে তেমনতর। ২২৭১।
৩০।৭।১৯৫০, দুপুর ১২-৫

যা'র লোকসান বা দুঃখের
ভাগীদার হ'তে চাও না
বা দায়িত্ব নাও না—

তা'র লাভ বা সুখের ভাগীদার হ'তে গেলে
তা'কে দুঃখ দেওয়াই হবে,
তৃপ্তি পাবে না তোমাকে দিয়ে সে,
তা'র পোষক না হ'য়ে
শোষকই হ'য়ে উঠবে তুমি,
তাই, তা' চৌর্য্যবৃত্তিই তোমার,
ও-প্রচেষ্টার পরিণাম দুঃখই—
হিসাব ক'রে চ'লো। ২২৭২।
৩১।৭।১৯৫০, সকাল ৬-৪৫

প্রকৃতিই পরম প্রমাণ—
যা' ক'রছ
বা ক'রে চ'লেছ
তা'ই দিয়ে বোঝা যায় তুমি কেমন। ২২৭৩।
৩১।৬।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

সর্ব্বপূরয়মাণ ঈশ্বর,
পূরয়মাণ প্রেরিত ও ব্রাহ্মণ,
পূরয়মাণ সাধু-সজ্জন ও দেবতায়
শ্রদ্ধা ও ভাবনা যা'র যেমন
সেবানুকম্পী, উদ্দীপ্ত, সক্রিয়—
সিদ্ধিও তা'র তেমন। ২২৭৪।
৩১।৭।১৯৫০, বেলা ৯-৪৫

যা'র অনুবর্ত্তন উচিত ব'লে
মনে কর না
তা'রও প্রতি অনুকম্পী হওয়ায়

তোমার সার্থকতা আছে—
যতক্ষণ তুমি অনুকম্পা চাও। ২২৭৫।
৩১।৭।১৯৫০, বেলা ১০টা

চ'লতে বা কিছু ক'রতে
তোমার আশপাশে কী আছে
নজর ঘুরিয়ে
যা'তে তা'র একটা ছাপ মাথায় থাকে
লহমায় তা' দেখে নিও—
কোন মুহূর্ত্তে কোন প্রয়োজনে
কাজেও লেগে যেতে পারে—
সময়মত সুবিধাও হয়তো পেতে পার। ২২৭৬।
৩১।৭।১৯৫০, বেলা ১০-৩০

বোধি-ব্যক্তিত্ব যা'দের নেই—
তা'রা ব্যাপার, বিষয় বা ঘটনাগুলিকে
একসূত্রসঙ্গত ক'রে
অর্থান্বিত অন্বিত সামঞ্জস্যে
বিহিতভাবে
ঐ সূত্রে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,
—ফলে, ব্যক্তিত্ব তা'দের বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
যে-অবস্থায় যখন পড়ে—
তা'দের ব্যক্তিত্ব সেই রংএ
রঙ্গিল হ'য়ে দাঁড়ায়,
তদনুপাতিক বুঝে
সত্তাসার্থক পূরয়মাণ সম্বন্ধে

নিবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না কোন-কিছুকে—
বৈশিষ্ট্যবিধৃত পথে
আদর্শে উন্নীত ক'রে,
ব্যক্তিত্বহীন ভবঘুরে বা বিষয়ঘুরে
হ'য়ে ওঠে তা'রা,
একনিষ্ঠতা
বেঘোরে রোরুদ্যমান তা'দের কাছে,
রৌরব-নরক নীরব আলিঙ্গনে
তা'দের
নিরয়-অভিযানে নিয়ে চ'লতে থাকে—
পরিস্থিতিকে পরামৃষ্ট ক'রে। ২২৭৭
৩১।৭।১৯৫০, বিকাল ৩-২০

অনুকম্পী হও, কিন্তু স্বারূপ্যলাভ ক'রো না—
তত্তুল্য হ'য়ো না—
তাহ'লে সৃজন বা নিরাকরণ
ক'রতে পারবে না,
আর, ঐ হ'চ্ছে বিষয়ের ঊর্দ্ধে থাকা। ২২৭৮।
১।৮।১৯৫০, বিকাল ৫-১০

তোমার পূর্ব্বপুরুষ, পিতৃপিতামহ ইত্যাদির
সাজসজ্জা ও সংস্কৃতিকে
অবহেলা ক'রতে যেও না—
এতে তোমার আভিজাত্য আহত হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ সংস্কৃতি তোমাতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারবে না,
কিন্তু যে-দেশে যে-কর্ম্মের জন্য

যেমনতর পোষাক-পরিচ্ছদ
ভাবভঙ্গী, রকম ইত্যাদির প্রয়োজন
তা' ক'র্বেই,
কারণ, তা' যদি না কর—
ঐ কর্ম্ম-উদ্‌যাপন ব্যাহত হ'য়ে উঠতে পারে
বা বিপদও ঘটতে পারে,
কিন্তু সহজ অবস্থায়
তোমার জাতীয়-সংস্কৃতি-অনুগ
যে-পোষাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত—
উৎকর্ষী বিন্যাসে
তা'তেই অভ্যস্ত থেকো,
প্রয়োজনমাফিক তা'রই নিয়মন ক'রো ;
মোট কথা, দেশ-কাল-পাত্র-অনুযায়ী
যখন যেমন প্রয়োজন
তখন তেমনি ক'রো—
নিজের সাংস্কৃতিক আচার ঠিক রেখে। ২২৭৯।
২।৮।১৯৫০, সকাল ৭টা

যে-কাম ও কামনাকে ভিত্তি ক'রে
শ্রদ্ধা সক্রিয় সেবাপ্রবণ—
সঙ্গতিও তা'র তেমনতর। ২২৮০।
২।৮।১৯৫০, বেলা ৯-৪০

খয়রাতি অবদানে
জীবনের চাইতে জলুস বেশী,
আর, অর্ঘ্য-অবদানে

জীবন বেশী,
আর, জলুসও তা'র জীবন্ত। ২২৮১।
২।৮।১৯৫০, বেলা ১০-১৫

প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং
ধাক্কা খেয়েও যেখানে অনুরক্ত—
নিয়ন্ত্রিতও হয় তা'র দ্বারাই,
কারণ, অনুরক্ত সে সেখানে স্বভাবতঃ,
আর, তা'র নিয়ামক-কেন্দ্রও সেই। ২২৮২।
২।৮।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৪৫

আগে কাউকে গ্রহণ কর,
স্বার্থ হ'য়ে ওঠ তা'র—
উপচয়ী হ'য়ে,
—তবে তো অনুগ্রহ!
নয়তো, গ্রহণও ক'রলে না—
স্বার্থও হ'য়ে উঠলে না তা'র—
অথচ অনুগ্রহ-লোলুপ হ'য়ে চ'লছ
—সে-লোলুপতা কিন্তু
নিগ্রহই নিয়ে আসে প্রায়শঃ। ২২৮৩।
৩।৮।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

দেওয়ার কথা শুনেই
আঁতকে উঠো না,
বজায় থেকে শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত অন্তরে
যা' দিতে পার তা' দিওই,
ঐ দানই অনুকম্পা-আকর্ষক—

পাওয়ার জননী—

দৈন্য হ'তে রেহাই পাওয়ার পথ। ২২৮৪।

৩।৮।১৯৫০, সকাল ৭-৪০

আভিজাত্য যাঁ'দের উন্নত

তা'রা

চরিত্র, গুণ বা কর্ম্মে

যাঁ'দের দক্ষ যোগ্যতা যেমনতর—

নৈষ্ঠিক মনোবৃত্তি যাঁ'দের যেমন—

জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ব্যবহার ও বোধিব্যক্তিত্বে

যাঁ'রা যত ধন্য, লোকহিতী, লোকস্বার্থী—

অর্থ-বিত্তে যেমনই হোক

তা'দিগকেই তত ধনী মনে করে,

বিনীত ও সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে

তাঁ'দের কাছে তা'রা—

কারণ, আভিজাত্যের স্বীয় সম্পদই ওই,

শুধু অর্থশালী যা'রা—

যেন-তেন-প্রকারে অর্জ্জী যা'রা—

তা'দিগকে দৈন্যগ্রস্ত ধনী ব'লেই

বিবেচনা ক'রে থাকে,

আর, অনুন্নত আভিজাত্য নিয়েই যা'রা চলে

হীনম্মন্যতার সত্তাসম্বন্ধ

আচার, ব্যবহার, গুণ ও কর্ম্ম-দীপনায়—

লোকপালী না হ'য়ে

দম্ভী, লোকশাসী প্রবৃত্তিসম্পন্ন যা'রা—

অর্জ্জী হ'য়েও যা'রা ব্যভিচারবিক্ষুব্ধ,

আত্মম্ভরী, ক্ষুদ্রস্বার্থী,

—তা'দিগকে তা'রা
দরিদ্র ব'লেই গণ্য করে ;
কিন্তু হীনম্মন্যতায় অভিভূত যা'রা
তা'রা অর্থ-বিত্তের মোহে
এমনই আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে যে,
চারিত্রিক দৈন্য
উপলব্ধি করার ফুরসুত পায় না। ২২৮৫।
৩।৮।১৯৫০, বেলা ১১টা

আরে !
মনে যা'ই আসুক না—
আর, তা' যেমনই হোক—
লোকহিতী যা' তা'ই বল,
করও তা'ই অচ্যুত ইষ্টানুগ থেকে
তেমনি তীব্র সম্বেগে,
অন্তরের কুৎসিত যা'
এরকমের ভিতর-দিয়েই নিকেশ পেয়ে যাবে ;
ঈশ্বর ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন—
ভাব কথার সৃষ্টি 'ভূ' হ'তে,
আর, 'ভূ' মানে হওয়া,
তিনি চান মানুষের বিবর্দ্ধন,
বাক্য ও কর্ম্মে যেমনতর যা' ক'রবে
তুমি তেমনতর হ'য়ে উঠবে,
আগে এই হওয়াটাকে তিনি গ্রহণ করেন—
শুধু চিন্তাকে নয়,
আর, এমনি ক'রেই তিনি
জন-অন্তরের আসুরিক যা'-কিছুকে

কুৎসিত যা'-কিছুকে
মর্দ্দিত ক'রে
নন্দনায় বর্দ্ধিত ক'রতে চান,
—তাই, তিনি জনার্দ্দন। ২২৮৬।
৪।৮।১৯৫০, বেলা ৭-২০

তোমার কামনা ব্যাহত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
তা'র কারণ নির্ণয় ক'রে
সংশোধনে কৃতনিশ্চয় না হ'য়ে
যখনই
ইষ্টে, ঈপ্সিতে বা বাঞ্ছিতে
অভিমানসূচক দোষারোপ ক'রে ব'সলে—
সেই মুহূর্ত্তেই বুঝে রেখো—
তোমার ঈপ্সিতে তুমি
প্রীতিসংবদ্ধ ছিলে না,
তিনি তোমার সার্থকতার কেন্দ্র
হ'য়ে ওঠেননি তোমাতে,
অলস আগ্রহের ভাঁওতাবাজীতে
তাঁ'র কৃপার কড়ি দিয়েই
ঐ কামনা পূর্ণ ক'রতে চেয়েছিলে,
তা' পেতে যা'-যা' ক'রতে হয়—
তোমার বাঞ্ছিতে সার্থক হওয়ার প্রলোভনে
তা'র কিছুই তুমি করনি,
তাঁ'র প্রতি তোমার ভালবাসা
সক্রিয় সন্দীপনা নিয়ে
তোমার হৃদয়কে সম্বেগদীপ্ত ক'রে তোলেনি,
ভালবাসার ফাঁকিবাজী তোমাকে

ফাঁকির পুরস্কারই দিয়েছে ;
তাই, ভালই যদি বাসতে—
দোষারোপ বা দোষদৃষ্টি তোমাতে থাকত না,
পারগতাও সুষ্ঠু ও স্পষ্ট হ'য়ে উঠত,
তুমি নন্দিত হ'য়ে
নন্দনার উপঢৌকনে
ঈপ্সিতকেও নন্দিত ক'রে তুলতে,
সার্থক হ'য়ে উঠতে তুমি তাঁ'তে। ২২৮৭।

৫।৮।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

অন্তরে অবচাপিত প্রবৃত্তি
তা'র পরিবার ও পরিকরবর্গ নিয়ে
যা'তে যেমনতরভাবে
গুপ্ত হ'য়ে থাকে—
মানুষের দেখাশুনা চলাফেরা যা'-কিছু
অনেক বিষয়ই
ঐ ধারণায় রঙ্গিল হ'য়েই
তা' ঘ'টে থাকে—
সাক্ষাৎ জানা বা অজানা-ভাবে
নানারকম জটিলতা নিয়ে
অযৌক্তিক যুক্তি-ভাঁওতায়
বিষয়কে আবৃত ক'রে,
তাই, সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়—
কোন এক বিষয়ে দু'জনের বিবরণ
সেই বিষয়কে অবলম্বন ক'রেই
রঙ্গিল রকমারিতে
অভিব্যক্ত হ'য়ে থাকে—

ঐ ধারণাপ্রসূত জটিল তৎপরতার
রঙ্গিল বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায়,
তা' আবার পরস্পরের পরিপূরণী না হ'য়ে
বিরোধী হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ—
অন্ততঃ যেখানে একরকমের অবচাপন নাই ;
তাই, অনেক সময়
আসল খাস্তা হ'য়ে নকলই
অর্থাৎ, বিষয়ে যা' নাই বা অল্পই আছে
তা'রই ফেনিল প্রভাবই
প্রভাবান্বিত ক'রে
বিষয়ের অভিব্যক্তির অপলাপ ঘটিয়ে থাকে,
তাই, শোনা-কথাকেই যা'রা
সিদ্ধপ্রমাণ মনে করে—
ভ্রান্তিই তা'দের সম্বল হয় ;
এই জটিল অবচাপনের হাত থেকে
রেহাই পাওয়ার পথ হ'ল—
উপযুক্ত প্রাজ্ঞ পূরয়মাণ প্রেষ্ঠে
আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
সক্রিয় সম্বেগে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠা
বা তাঁ'তে সক্রিয়ভাবে অনুরক্ত হ'য়ে ওঠা
—অচ্যুতি নিয়ে,
তবেই তো রেহাই !
তবেই তো মুক্তি !
এই রকমে সত্তা যখন
ঐ গ্রন্থি, বৃত্তি বা প্রবৃত্তি হ'তে
যে-কোনপ্রকারেই হোক

মুক্ত হ'য়ে ওঠে—
তখন রঙ্গিল চক্ষু কেটে যায় তা'র,
সে সার্থকও হ'য়ে উঠতে পারে
তেমনি ততটুকু
তা'র ঐ ঈপ্সিতে বা প্রেষ্ঠে,
মানুষ মুক্তিও লাভ করে
অমনি ক'রে,
সম্বর্দ্ধনা সহজ হ'য়ে ওঠে
ব্রাহ্মী-সম্বোধে তখনই। ২২৮৮।
৬।৮।১৯৫০, বেলা ৭-৪৫

মানুষের জীবনে ছোট-ছোট অকৃতকার্য্যতা
বড় কৃতকার্য্যতার বিরুদ্ধে
বজ্রকবাট হ'য়ে দাঁড়ায়,
তাই, জীবনে কৃতকার্য্য হ'তে হ'লেই
ছোট-ছোট ব্যাপারে
যা'তে কৃতকার্য্য হ'তে পার—
বিহিত চলনায়
সুব্যবস্থিতির সহিত
উপযুক্ত সময়ে
—তা'র অনুশীলন ক'রতে
একটুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না ;
যা' ধ'রবে
তা' এমন সম্বেগ নিয়ে ধ'রবে
যা'তে তুমি সুব্যবস্থিতির পথে হেঁটে
তৎপরতার সহিত

উপযুক্তভাবে সুসম্পন্ন ক'রে তুলতে পার তা'
সময়মত,
আর, কৃতিত্ব-অনুশীলনী তুকই হ'চ্ছে এই। ২২৮৯।
৬।৮।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

অনুশীলন কর—
অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে তোল—
বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে চরিত্রগত ক'রে তোল—
তোমার ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ বা শিক্ষক হ'তে
যা' পেয়েছ, বুঝেছ, তা'র যা'-কিছুকে—
সামঞ্জস্যে এনে সার্থক অন্বয়ে
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে
আগ্রহমুখর সক্রিয় সম্বেগ-সন্দীপনায়,
নয়তো, লাখ বছর
ইষ্ট, শিক্ষক বা শ্রেষ্ঠ-সংসর্গ কর না কেন—
সৎসঙ্গে
তোমার বৃত্তিপরিচর্য্যা নিয়ে
লাখ বছর থাক না কেন—
তোমার জীবনে কিছুই
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে না
বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ পরিবেদনায়। ২২৯০।
৬।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৩২

অকৃতকার্য্যতা ছোটই হোক
আর বড়ই হোক—
সে প্রথমেই নিয়ে আসে অসন্তোষ,

তা' থেকেই আসে অবসাদ,
আর, সেই অবসাদকেই
অবলম্বন ক'রে আসে আলস্য,
আর, আলস্য থেকেই আসে
অভিযোগী পাণ্ডিত্য,
অভিযোগী পাণ্ডিত্য
অশ্রদ্ধাই কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়—
আর, সংক্রামক হ'য়ে
অযোগ্যতাকেই পরিবেষণ করে ;
তাই, সাবধান থেকো,
যা' করণীয় ব'লে নিয়েছ
তা' অতি সামান্য হ'লেও
দৃঢ়-সম্বেগের সহিত সক্রিয় অনুচর্য্যায়
তা'কে সুসম্পন্ন ক'রবেই কি ক'রবে,
নতুবা, আপসোসেই রোরুদ্যমান হ'য়ে
জীবনকে নির্জ্জীব ক'রে তুলতে হবে। ২২৯১।

৬।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৫৫

বুঝ বা বোধকে
বাক্ ও ব্যবহারে অভিব্যক্তি দিয়ে
সংবোধনায়
মানুষকে তদনুরূপ প্রয়াসশীল
ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
যাজন-তাৎপর্য্য—
তা' ভালতেও হ'তে পারে।
মন্দতেও হ'তে পারে। ২২৯২।

৬।৮।১৯৫০, বেলা ১১-১৫

দিলেই বাড়ে যোগ্যতা,
কারণ, তা'কে অর্জ্জী-সন্ধিৎসা নিয়ে চ'লতে হয়—
ঐ প্রবৃত্তি নিয়ে বজায় থাকতে, বাড়তে,
আর, নিলেই হয় তা'র অপলাপ,
কারণ, একঘেয়ে অলস পাওয়া
মানুষকে নিশ্চেষ্ট ক'রে তোলে—
সন্ধিৎসা-বুদ্ধিও অবসন্ন হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গে-সঙ্গে অর্জ্জনাকৃতি
অবশ ও মূঢ় হ'য়ে ওঠে—
তা'তে বজায় থাকাটাই
ক্রমে-ক্রমে
দৈন্যে পরিসমাপ্ত হ'তে থাকে ;
আবার, অমিতব্যয়িতা বা উচ্ছৃঙ্খল দান
প্রতিক্রিয়ায়
অমিত বা উচ্ছৃঙ্খল দৈন্যেরই
স্রষ্টা হ'য়ে থাকে । ২২৯৩ ।

৬।৮।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫৫

যা'রা অন্যকে আপন ক'রে নিতে পারে না
বা জানে না
তা'রা সঙ্কীর্ণ আমিত্ব নিয়েই
বসবাস করে,
তা'দের প্রবৃত্তি এমনই সঙ্কুচিত-স্বার্থান্ধ
—অপরিচর্য্যী
যে, নিজের গণ্ডীর বাইরে
অর্থাৎ, যা'দিগকে আপন ভাবতে অভ্যস্ত
তা'দের ছাড়া

অন্যের প্রতি যা'-কিছু করে
লোকসান বিবেচনা করে তা',
গণ্ডীকাটা পরপরালিভাব ও চরিত্র নিয়ে
চ'লে থাকে তা'রা,
অন্যের স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনা
তা'দিগকে স্বার্থান্বিত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে না—
আত্মপ্রসাদে,
তা'রা কাউকে আপন ক'রে নিতে পারে না ব'লেই
তা'র সংশ্রবীয় কেউ বা কিছুকেই
আগ্রহ নিয়ে ভালবাসতে পারে না—
স'য়ে—ব'য়ে—ক'রে,
অতি অল্প-উৎক্ষেপী বাক্য ও ব্যবহারেও
তা'রা অন্তরে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে—
সেগুলি বিষাক্ত আঘাত হ'য়ে ওঠে,
—তাই, অন্যকে সহ্য করবার—
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী সেবায়
কাউকে যোগ্য ক'রে তুলবার আগ্রহ
তা'দের চকিত চঞ্চল ক'রে তোলে না,
সেটাকে তা'রা বিড়ম্বনাই বিবেচনা করে
সবসময়,
প্রীতিপ্রসূ অনুসন্ধিৎসা
ব্যবস্থিতি, বোধিপরিচর্য্যা
তা'দের নিতান্তই সঙ্কীর্ণ,
অন্যের দান, আগ্রহসন্দীপ্ত পরিচর্য্যা
এমন-কি, ভরণপোষণকে পর্য্যন্ত
তা'রা দাবীর পাওয়া মনে করে,
কৃতজ্ঞপ্রীতিও অন্যের প্রতি তা'দের ক্ষীণ—

আর, যা' থাকে
তা' উদ্ধত আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ,
অন্যের জন্য করার সার্থকতা
তা'দের অন্তরকে স্পর্শই করে না,
তাই, লৌকিকতাসম্পন্ন ব্যবহার ছাড়া
প্রাণস্পর্শী আপ্যায়িত অনুচর্য্যা
সম্বিৎসাপূর্ণ ব্যবস্থিতি
তা'দের কাছে হোমাপাখীর ছানার মতন,
কাপট্যপূর্ণ সৌজন্যের বোরখা প'রেই
থাকতে ভালবাসে তা'রা ;
এমন যা'দের স্বভাব
তা'রা বড় হ'তে পারে না,
আমিত্ব তা'দের বিস্তারলাভ করে না,
বেঁচে থাকলে, দৈন্য ও দীর্ঘশ্বাসই হয়
তা'দের স্বতঃসিদ্ধ উপঢৌকন। ২২৯৪।
৭।৮।১৯৫০, বেলা ৯টা

তুমি নিজে যথাসম্ভব
সহজ ও সুন্দরভাবে
স্বাস্থ্য ও সম্বর্দ্ধনাকে বজায় রেখে
অযথা প্রয়োজনের সরঞ্জাম না বাড়িয়ে
চ'লতে চেষ্টা কর সপরিবারে,
কিন্তু পরিবেশের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্য
প্রয়োজনকে উৎকর্ষমুখর ক'রে তুলে
সমঞ্জসা সমৃদ্ধিতে সুসম্পন্ন ক'রে
সৌকর্য্যমুখর সন্দীপনায়
পরিবেশকে যতই

যোগ্যতর ক'রে তুলতে পারবে—
ততই তা' সুষ্ঠু হ'য়ে উঠবে—
তোমার, তোমার পরিবারের
তোমার পরিবেশের
সবারই সর্ব্বসমঞ্জসা সুসঙ্গতি নিয়ে
সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনায়,
আর, অর্থকরী উন্নতিও
সৌকর্য্য-সন্দীপনায় ক্রমশঃই
মাথা-তোলা দিয়ে চ'লতে থাকবে—
সম্বর্দ্ধনার 'স্বাগতম্'—অভিনন্দনে
উদ্বৃদ্ধির তপ-পরিচর্য্যায়। ২২৯৫।
৭।৮।১৯৫০, বেলা ৯-২৫

অলস সমর্থন—
যা'তে বোধিতাৎপর্য্যসম্পন্ন দূরদৃষ্টি নেই
সুসমঞ্জস সার্থকতা নেই
উদ্বোধনী প্রেরণা নেইকো
অন্তরায়-অতিক্রমী প্রস্তুতি
ও ব্যবস্থিতি নেই—
তা' কিন্তু প্রাণহীন,
ধ'রে তুলবার
কিংবা এগিয়ে নেবার উদ্দীপ্তি
নিভু-নিভুই সেখানে। ২২৯৬।
৭।৮।১৯৫০, বেলা ১০-১২

তুমি যদি কাউকে আপন ক'রতে না পার,
অপ্রীতিকর ব্যবহার সহ্য ক'রে

অধ্যবসায়ের সহিত
কাউকে নিজের স্বার্থ ক'রে তুলতে না পার—
মিত ও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে,
—তুমি মনে ক'রো না
তোমাকে কেউ আপন ক'রে নিতে পারবে—
দায়িত্ব নিয়ে
সহ্য ও ধৈর্য্য-সহকারে,
তোমার পালন, পোষণ ও পূরণ-চর্য্যায়
সার্থক হ'য়ে উঠে
তৃপ্ত থাকবে তোমাতে ;
তাই, যদি অন্যকে চাও—
তা'কে আপন ক'রে নাও,
তুমিও আপন হ'য়ে উঠতে পারবে তা'র
প্রায়শঃই। ২২৯৭।
৭।৮।১৯৫০, বেলা ১১-৫০

অগুণ যত বেড়ে চলে
দারিদ্র্যও ততই কোলে। ২২৯৮।
৯।৮।১৯৫০, বেলা ৯-২২

ধর্ম্মকে পরিপালন কর,
ধর্ম্মকে আয়ের উপকরণ ক'রে নিও না,
ঐ পরিপালিত ধর্ম্মই
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
অধিকারী ক'রে তুলবে তোমাকে। ২২৯৯।
৯।৮।১৯৫০, বেলা ১১-৫০

যে-কোন মানুষ
যেমনতর পরিবার-পরিজনের ভিতর
নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিপালিত হয়—
সেই পরিবার-পরিজনের কৌলিক ধরণে
তা'র অন্তঃকরণ
অনেকখানি বিম্বিত হ'য়ে ওঠে,
ফলে, প্রকৃতিও ঐ ধরণেই
ধারণা লাভ করে
বা ভাবিত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, সন্তানসন্ততি-সহ নিজেকে,
নিজ পরিবারকে বা কাউকে
যদি উন্নতই ক'রতে চাও—
প্রকৃতি-পরিপোষণী উন্নত পরিবার
ও পরিবেশ-সাহচর্য্যে
মানুষ হ'তে বা ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
শ্রদ্ধান্বিত চলন নিয়ে। ২৩০০।
১০|৮|১৯৫০, রাত্র ৭-৪৫

ব্যভিচার ও ব্যতিক্রম
দুনিয়া থেকে একদম রহিত ক'রতে না পারলেও
সমঞ্জস সুনিয়ন্ত্রণে
ব্যভিচারী যা'রা তা'দিগকে
এমন শুভ-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তুলতে চেষ্টা কর
কুশলকৌশলে—
যা'তে তা'রা অপকর্ষী না হ'য়ে উঠতে পারে,
নারকীয় না হ'য়ে উঠতে পারে ;
কুৎসিত কদাচারকেও তুমি

মোড় ফিরিয়ে
ঐ ধাঁজেই
মঙ্গলপ্রসূ ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
প্রশ্রয় যদি দিতে হয়—
অবস্থাক্রমে সমর্থনও যদি ক'রতে হয়—
তা'কে সৎ-এ অভিগমনশীল ক'রে
শুভ-সার্থকতাকে উপলব্ধি ক'রতে দিয়ে
তা'র বিষক্রিয়াকে নষ্ট ক'রে দিও,
বিন্যাস যেন তোমার
এমনতরই হয়। ২৩০১।
১১।৮।১৯৫০, বেলা ৯-৫৬

মানুষের শ্রদ্ধা, স্নেহ বা প্রীতি-পাত্রকে
অবজ্ঞা ক'রে
তা'র সহানুভূতি বা সংশোধন
প্রায়শঃ সুদূরপরাহত হ'য়ে ওঠে,
তাই, কা'রও প্রীতিপাত্রকে অবজ্ঞা না ক'রে
কুশলকৌশলী সমঞ্জস নিয়ন্ত্রণে
ন্যায্য যা'—বিহিত যা'—
প্রকৃষ্ট বোধি-উদ্দীপনী
আকর্ষণী শুভ-পন্থায়
তা'তে আগ্রহান্বিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
শ্রেয়নিয়ন্ত্রণ ;
তাই, যে-ক্ষেত্রে যা' প্রয়োজন
লক্ষ্য ক'রে তা'ই ক'রো। ২৩০২।
১১।৮।১৯৫০, বিকাল ৪-৪৫

মানুষকে তা'র প্রকৃতি-অনুপাতিক
তততুকু তা'ই ব'লো
বা নির্দ্দেশ দিও
যতটুকু সে তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগে
পরিপালন ক'রতে পারে,
তোমাতে শ্রদ্ধায় অচ্যুত আগ্রহ-উদ্দীপ্ত না হ'লে
এমন নির্দ্দেশ দিও না—
যা' সে সম্পাদন ক'রবে কিনা সন্দেহ,
আর, এই সম্পাদনে যতই
সে অবহেলা ক'রবে—
নিরোধও সৃষ্টি হবে ততই—
যা'র ফলে, করার আগ্রহ-অনুপ্রেরণা
অবসন্ন হ'য়ে উঠবে তেমনি,
তা'তে
বিপর্য্যয়কালেও
শ্রেয়-অনুশাসন পালন ক'রে উঠতে পারবে না—
তোমার নির্দ্দেশ তা'কে
তখন রক্ষা ক'রতে পারবে না ;
তাই, যদি ব'লতেই হয়
এমনভাবে ব'লবে—
তা'তে এমনতর বাধ্যবাধকতা যেন না থাকে
যা'র ফলে, একটা অননুসরণীয় রকম
গজিয়ে ওঠে—
অনবধানতা বা উপেক্ষার ভিতর-দিয়ে,
তাই, তোমার বলাকেও
ক্ষেত্রমাফিক নিয়ন্ত্রণ ক'রো ;
নির্দ্দেশ যা'কে প্রেরণাপুষ্ট ক'রে

সুসম্পন্নতায় পরিপূরিত ক'রে তোলে—
উন্নতি অবাধ আলিঙ্গনে
ক্রমশঃই তা'কে আপ্যায়িত ক'রে চলে। ২৩০৩।
১১।৮।১৯৫০, বিকাল ৫-২০

প্রিয়-পরিবার ও তা'র পরিবেশকে
যা'রা ভালবাসে না—
সক্রিয় মমতাপূর্ণ স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে—
যা'কে তা'রা প্রিয় বলে
তা'কেও তা'রা ভালবাসে না,
ভালবাসলেও তা' উদ্দেশ্যপূর্ণ বা কপট—
দরদহীন স্বার্থসন্ধিক্ষুতার ভাঁওতাবাজী। ২৩০৪।
১১।৮।১৯৫০, সন্ধ্যা ৭-৫

দায়িত্বহীন মমতা
আর আগ্রহহীন সেবা—
দুই-ই বিকট, অস্বাভাবিক
ও সন্দেহের। ২৩০৫।
১১।৮।১৯৫০, রাত্রি ৯-১৫

মানুষের ভাল যা'—
যত পার, ঢাক বাজিয়ে বল
সবারই কাছে,
কিন্তু কুৎসিত যা'
তা' তা'রই কাছে ব'লো
গোপনে—এমনতরভাবে—

তোমার বলা যেন তা'কে প্রলুব্ধ ক'রে তোলে
ভাল হ'তে, ভাল ক'রতে
—ভাল চ'লতে—
আর, এটা ততক্ষণ
যতক্ষণ না সে সংক্রামক হ'য়ে ওঠে,
তা'তে তোমার প্রসাদ-প্রেরণা
প্রসন্নতার পথেই এগিয়ে দেবে তা'কে—
অন্তরকে শ্রদ্ধাবনত ক'রে,
নয়তো, সেও ব্যর্থ হবে—
তুমিও ব্যর্থ হবে। ২৩০৬।
১২।৮।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

মানুষের কথায় চাপ, চোট বা ধাক্কা
যেখানে বিরক্তি-উৎপাদনী ভঙ্গীতে
বসবাস করে—
তা'দের ভাল-কথাও
মানুষের অন্তঃকরণে
বেদনা ও বিরক্তির সৃষ্টি ক'রে তোলে,
আর, যে-কথায় যত
প্রসাদ-উদ্দীপী প্রেরণা থাকে—
প্রবুদ্ধি-উৎচেতী, সত্তাপরিপোষণী
যতই হয় তা'—
মানুষকে তেমনতরই
প্রসন্নও ক'রে তোলে সে-বাক্—
নন্দনারই আনন্দোৎসবে। ২৩০৭।
১২।৮।১৯৫০, বেলা ৯-৪০

মানুষ যখন
যে-কোন ব্যাপার, বিষয় বা বাক্যের
যে-কোন দিকে
যেমনতর ভাব বা ভঙ্গী নিয়ে
সংহত আলোকপাতে
তা'কে উচ্ছল ক'রে তুলতে যায়
সমাধানী ছন্দে—
তা'র আগ্রহ সেই দিকেই,
প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির উত্তেজনী আকুঞ্চন
অন্তরের অন্তরীক্ষে থেকে
প্রগল্ভ ক'রে তোলে তা'কে
আক্ষেপ-উদ্দীপনায়
তদনুপাতিকই,
এদের যদি নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়—
বুঝে, তেমনতর ক'রেই পরিচালিত ক'রো
সাবধানী পদবিক্ষেপে,
প্রকৃতি নির্ণয় ক'রে,
—কৃতকার্য্য হবে প্রায়শঃই। ২৩০৮।
১২।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৩০

থাকাকে যা' ব্যাহত করে—
তা'কে নিরোধ করা
বা তৎপ্রচেষ্ট হওয়া
সত্তারই স্বভাব,
তাই, বজায় থাকার বিরুদ্ধ যা'
তা' ক'রতেও যেও না

ক'রতেও দিও না—
যথাসম্ভব নির্ব্বিরোধ ব্যবস্থিতি নিয়ে। ২৩০৯।
১৩।৮।১৯৫০, রাত্রি ৭-৪০

তোমার পরিবারে যা'রাই থাকুক
আর যে বা যা'রাই আসুক—
সুস্থ যা'রা
তা'দের যা'র জন্য যেমন প্রয়োজন
তোমার সঙ্গতিতে যা' জোটে
যথাসম্ভব তেমনি ক'রো—
তা'দের পান-ভোজন, থাকা-মেলা
যে-ব্যাপারেই হোক না,
আর, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, রুগ্ন
তা' মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক
তা'দের প্রতি
সামর্থ্যানুপাতিক বিহিত যা' করণীয়
তেমনতর বিশেষত্ব নিয়েই ক'রো,
যা' ক'রবে সঙ্গতিমাফিক
সাদরেই ক'রো তা',
নিজেদের প্রতিও অন্যায় কিছু ক'রো না—
আর, ন্যায্য হ'তে অপরে বঞ্চিত হয়
এমনতর কিছুও ক'রতে যেও না,
নয়তো, পরিণামে আপসোস তোমাকে
নাও ছাড়তে পারে কিন্তু। ২৩১০।
১৩।৮।১৯৫০, রাত্রি ৭-৫০

যে-পরিবারে অলস, কর্ম্মভীরু
অপচয়ী-কর্ম্মা বা অসংহতবুদ্ধির
সংখ্যা যত বেশী—
সে-পরিবার অধঃপাতের পথে
ততই তীব্রগতিসম্পন্ন,
তাই, পরিবারে উপযুক্ত যা'রা
অনুপযুক্তদিগকে যোগ্য ক'রে তুলবার
দায়িত্ব নিয়ে চ'লতে হবে তা'দেরই—
যে যেমনতর তা'কে তেমনতরভাবে
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
প্রেরণা ও প্রবুদ্ধি-সহকারে
উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,
নয়তো, বিপন্নতার হাত হ'তে
রেহাই পাওয়া সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে
সেই পরিবারের। ২৩১১।
১৩।৮।১৯৫০, রাত্র ৮-২০

সুখই বল, সুবিধাই বল,
ঐশ্বর্য্যই বল বা আপ্যায়নই বল—
অন্তঃকরণ ফুল্ল না থাকলে
কিছুই উপভোগ ক'রতে পারা যায় না,
বরং বিদ্রূপে বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে তা';
তাই, যে-সাহচর্য্য তোমাকে
ফুল্ল, একাগ্র ক'রে তুলতে পারে—
সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে—
অনুরাগ-উদ্দীপনায়

—তাই-ই তোমার কাছে জীবনীয়,
আর, যে-অনুচর্য্যা
অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে
সেবায় পুষ্ট ক'রে তুলতে পারে—
তাই-ই শরীর ও মনের পক্ষে উপাদেয়,
নয়তো, অপচয়ী তা' তোমার কাছে,
কথায় বলে, 'সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস'। ২৩১২।
১৩।৮।১৯৫০, রাত্র ৯-২০

যা'রা সংশোধনপ্রিয় না হ'য়ে
দুষ্ট-প্রবৃত্তির
সমর্থন, সুবিধা ও প্রশ্রয়-প্রয়াসী হ'য়ে চলে
তা'রা নিজেরা তো
দুস্তর দুরিত স্রোতে গা ঢেলেই দেয়—
তা' ছাড়া, পরিবেশ-পরিস্থিতিকেও
সেইদিকে আকৃষ্ট ক'রে তোলে,
সাবধান থেকো তা'দের থেকে,
সংশোধনে আত্মনিয়োগ কর—
সক্রিয় সুকর্ম্মরত থেকে—
বাক্যে-আচারে-ব্যবহারে
বিপর্য্যয় এড়িয়ে,
নয়তো, বিধ্বস্তি বিস্তৃত আলিঙ্গনে
সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে দাঁড়াবে কিন্তু। ২৩১৩।
১৪।৮।১৯৫০, বেলা ৭-২০

মহৎ বা বড়কে অনুবর্ত্তন ক'রতে হ'লেই—
তাঁ'র সঙ্গ ও সেবা ক'রতে হ'লেই—

চাই,
শীল ও সম্ভ্রম-পূর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে
অনুসন্ধিৎসু শক্ত অনুরাগ,
নয়তো, প্রবৃত্তি-অভিভূত-অহং-এর প্ররোচনায়
স্বার্থসন্ধিক্ষুতায় রঙ্গিল হ'য়ে
অপরিণামদর্শী অনুসরণ
এমন দোষদৃষ্টির অবতারণা ক'রে তুলতে পারে
যা'তে প্রত্যয় নাকাল হ'য়ে
অন্তর্দেবতার মুখে চূণকালি মেখে
ভূত ক'রে ছেড়ে দিতে পারে,
এই ভূতাবিষ্ট প্রবৃত্তি স্বতঃস্বেচ্ছ পরিচালনায়
অন্ধকূপের অন্ধতম প্রদেশে
তোমার স্থান নিরূপণ ক'রতে ত্রুটি ক'রবে না;
তাই সাবধান!—
তোমার সম্বল যা'ই থাক
অচ্যুত-নিষ্ঠাসম্পন্ন অনুরাগ নিয়ে
সশ্রদ্ধ অনুসরণে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে
একটুও গাফিলতি ক'রো না—
পরশপাথর-স্পর্শে তুমিও সোনা হ'য়ে যাবে। ২৩১৪ ।
১৪।৮।১৯৫০, বিকাল ৪-৫৫

যেখানে প্রীতি প্রিয়-সার্থকতায়—
সন্তোষপ্রসূ আত্মত্যাগও সহজ সেখানে,
—যেখানে তা' নাই
প্রীতিও সেখানে সন্দেহের। ২৩১৫ ।
১৪।৮।১৯৫০, বিকাল ৫টা

কুৎসিত উপায়ে প্রাপ্তি
মানুষকে কুৎসিতেই
প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে—
আর, প্রাপ্ত যা'
তা'ও তদগুণান্বিতই হ'য়ে ওঠে
এবং কুৎসিত ফলই প্রসব করে ;
তাই, ঈশ্বরে পরিশুদ্ধ হও—
আর, পরিশুদ্ধ ক'রে তোল
তোমার যা'-কিছুকে—
শুভ সাত্বত বিনায়নে। ২৩১৬।
১৫।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৩০

অন্যায়কে বাধা দিও—
কিন্তু তা' দিতে গিয়ে
ন্যায়, নীতি ও সৌজন্যকে
অবমাননা ক'রো না। ২৩১৭।
১৫।৮।১৯৫০, রাত্র ৮-৩০

ঐশ্বর্য্য যেখানে কেন্দ্রায়িত শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত নয়—
তা' সর্ব্বনাশেরই আগমনী-মন্ত্র। ২৩১৮।
১৬।৮।১৯৫০, সকাল ৬-৩০

উপায়ের আমদানী নিথর
অথচ খরচের রপ্তানি উল্লসিত যেখানে—
অর্থনৈতিক রাহাজানি যে
সেখানে বিচ্ছুরণসম্বেগী

তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়,
আর, বুভুক্ষাও সেখানে ক্রূর ও কোটরচক্ষু। ২৩১৯।
১৬।৮।১৯৫০, সকাল ৬-৪০

সত্তার সঙ্গত স্বাভাবিক গুণই হ'চ্ছে
পরিরক্ষণ, পরিপালন ও পরিসৃজন,
আর, এর ব্যত্যয়কে নিরোধ ক'রে
স্ব-এর সংবর্দ্ধনী যা'-কিছু নিয়ে
আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অদম্য আকূতি
তা'রই অবচেতন অন্তরে
সংহত উচ্ছ্বাসে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে র'য়েছে ;
তাই, তোমার যা'-কিছু বোধিতাৎপর্য্যের সহিত
ঐ বৈশিষ্ট্যবাহী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম হ'তে
সংরক্ষণে যদি নিরস্ত হও—
তোমার সত্তা
স্বপনছবির মত বিলীন হ'য়ে
কোথায় কোন্ অনায়ত্ত অবাস্তব ভূমিতে উবে যাবে
তা'র ইয়ত্তাই নেইকো ;
তাই, বিপর্য্যয় ও ব্যতিক্রমকে
নিরোধ ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় উচ্ছল হ'য়ে চ'লে
যা'-কিছুকে
চৈতন্যে সার্থক ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
বাস্তব বোধিত্ব—
আর, ঈশ্বরের ঈশিত্বও

তোমাতে জাগ্রত অমনি ক'রে,
তাই, অন্যায়কে নিরোধ কর—
আয়ত্তে এনে, আধিপত্যে,
—বিরোধকে বিপর্য্যস্ত ক'রে;
বোঝ, ভাব, চল। ২৩২০।
১৬।৮।১৯৫০, বেলা ১১-১০

অনাচারে, অনবধানতায়,
অননুচর্য্যায়, অনুৎপাদনে
যদি একজন মানুষও প্রাণ হারায়—
তা' শাসনমঞ্চের অযোগ্যতার সাক্ষী তো বটেই—
পরিবেশের দায়িত্বের অভাবও
কম নয় সেখানে;
তাই, আশু হ'তেই সব দিক দিয়ে, সব রকমে
শাসনমঞ্চেই হোক—
পরিবেশেই হোক—
অপলাপনিরোধী ও সংরক্ষণী প্রস্তুতি
নিতান্তই প্রয়োজন,
এর তাচ্ছিল্য যেখানে যত ও যেমনতর—
দুর্ভোগও সেখানে তত ও তেমনতর। ২৩২১।
১৬।৮।১৯৫০, বিকাল ৬টা

দাবী ক'রে কিছু পাওয়া যায় না—
আর, পেলেও তা' থাকে না,
তোমার বাক্-ব্যবহার-চলন-চরিত্র
যোগ্যতায় সক্রিয় হ'য়ে
বিধিমাফিক যেমন পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে

—তা'ই পাবে,

আর, সে-পাওয়া

স্থায়িত্ব-সহই টিঁকে থাকবে তোমাতে,

তোমার প্রাপ্তি হবে তা'

—পাবে তা'। ২৩২২।

১৭।৮।১৯৫০, সকাল ৬-৪৫

যা'ই ক'রতে যাও না কেন—

করার আগেই বুঝে নাও তা'

বুঝে

তা'র লওয়াজিমা সংগ্রহ ক'রে

প্রস্তুত হও,

করায় হাত দাও—

সময়মাফিকই সুসম্পন্ন কর তা'

ভুলচুক সংশোধন ক'রে;

এমনি ক'রেই জান—

যোগ্যতা অর্জ্জন কর,

ঠ'কবেও কম—ঠেকবেও কম। ২৩২৩।

১৭।৮।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

পাছটানে যে মুহ্যমান—

চলার পথে নাইকো ত্রাণ। ২৩২৪।

১৭।৮।১৯৫০, বেলা ১০-২৫

হীনম্মন্যতা যেখানে যত শক্ত ও সঙ্কীর্ণ—

অপরাধস্বীকার, মার্জ্জনাভিক্ষা

ও সরল-আনুগত্য সেখানে তত কৃপণ,

আত্মবিচার ও স্বার্থসন্ধিক্ষুতাও
তা'র তেমনতর। ২৩২৫।
১৮।৮।১৯৫০, সকাল ৬-৫০

মানুষের মস্তিষ্কলেখা
যেমনতর আগ্রহ-অভিভূতি নিয়ে
নিবদ্ধ থাকে—
কপাল বা অদৃষ্টও তা'দের তেমনতরই,
স্বভাব, চলন, চরিত্র, আচার, ব্যবহার
সেই পরিচর্য্যানিরত হ'য়েই চলে,
তাই, স্বভাব তা'র বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
যা'তে যেমনতর সক্রিয়—
কপালও তা'র তেমনিই। ২৩২৬।
১৮।৮।১৯৫০, বেলা ১০টা

কোথায় থামতে হবে—
আর, কখনই বা চ'লতে হবে—
কেমন ক'রে—কী প্রস্তুতি নিয়ে—
বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে
সব সময় চেতন থেকো তা'তে,—
তোমার সম্বর্দ্ধনী চলনার পথে
সক্রিয় সুদক্ষতার সহিত
সার্থক বিবেচনায়। ২৩২৭।
১৯।৮।১৯৫০, বেলা ৯-২৮

দুর্ভোগ অতিক্রম ক'রেও
সুনিয়ন্ত্রিত সংযমে
ইষ্টানুগ পথে

মানুষকে তুষ্ট রাখতে পারবে—
সুখী ক'রতে পারবে যতই—
দুর্দ্দিনেও তুষ্ট ও সুখী থাকতে পারবে
তেমনতরই,
তুষ্ট থাকতে যদি জান—
তুষ্টও ক'রতে পারবে অনেককেই। ২৩২৮।
১৯।৮।১৯৫০, বেলা ৯-৩০

তুমি যা'কে ভালবাস
বা ভালবাসতে চাও—
শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে
তা'র জন্য স্বার্থত্যাগ ক'রে
যদি সুখী না হও—
সহ্য ক'রে খুশি না থাক—
শ্রমপরিচর্য্যায় বা কষ্ট ক'রে
তা'র পোষণ-তোষণ
আপদ বা বিপদ-মুক্তির জন্য
আগ্রহ-উৎকণ্ঠ হ'য়ে
তৃপ্তি বা সার্থকতা অনুভব না কর—
তা'কে বজায় রাখতে
বৃদ্ধিপরতায় উপচয়ী ক'রে তুলতে
স্বতঃ-সদিচ্ছাপ্রণোদিত সক্রিয়তায়
উদ্দাম না হও—
সে-ভালবাসা বা ভালবাসতে চাওয়া
তোমার অন্তরে কখনও
মূর্ত্তি-পরিগ্রহ ক'রবে কিনা সন্দেহ,

তুমি ব্যর্থ হবে—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠতে পারবে না তা'তে—
বিবর্ত্তিত ও বিবর্দ্ধিতও হ'তে পারবে না
তা'তে তুমি,
তাই, ভালবাসায় আত্মত্যাগ
সহজ বিবর্দ্ধনী বিবর্ত্তনই নিয়ে আসে,
জীবন ও যোগ্যতায় দক্ষ ক'রে তোলে—
যা'তে ভালবাসা—তদনুক্রমিকতায়। ২৩২৯।
২০।৮।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

তোমার যদি অভ্যাস না থাকে—
যোগ্যতায় যদি কাঁচাই থেকে থাক তুমি—
অভিপ্রায় থেকেও যদি কোন-কিছুতে
আগ্রহ তোমার শিথিলই হ'য়ে থাকে—
তেমনতর কোন-কাজের দায়িত্ব প'ড়লে
ঠিক-ঠিক সময়মতন
যেমন-যেমন ক'রে তা' সুসম্পন্ন ক'রতে হয়
নিখুঁতভাবে—
তা' ক'রে ফেল,
প্রথমে একটু অসুবিধা ও কষ্ট হ'তে পারে—
তবুও আগ্রহাতিশয্য নিয়ে
সময়মত সেটা কিন্তু সুসম্পন্ন
ক'রতেই হবে তোমাকে,
আর, তা' ক'রে ফেললেই
পরে অমনতর যা' ক'রবে বা ক'রতে যাচ্ছ
অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে উঠবে তা'—
খুঁটিনাটি বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে,

কিন্তু তা'ও সময়মত নিখুঁতভাবে
সুসম্পন্ন ক'রতে হবে,
আর, তা'র জন্য যতখানি
যেমন প্রয়াসের দরকার
তা' নিয়োগ ক'রতে হবে ;
এমনি ক'রে ক'রতে-ক'রতে
দেখতে পাবে—
ঐ আগ্রহাতিশয্যের সহিত
ঐ প্রয়াস-তৎপরতা
ক্রমশঃই সহজ হ'য়ে আসছে,
অভ্যাস তোমাকে এমনতর সুদক্ষ ক'রে তুলবে—
সময়মত সুসম্পন্ন করবার যোগ্যতা
তোমাতে সহজ ও সরল হ'য়ে উঠবে,
প্রয়াস ও যোগ্যতা
সুযোগ্য সহচর্য্যায়
তোমার স্বভাবকে স্বতঃ ক'রে তুলবে,
তুমি কৃতী হ'য়ে উঠবে স্বাভাবিকভাবে। ২৩৩০।
২০।৮।১৯৫০, বেলা ১১-৫০

যে যে-জাতিতেই
জন্মগ্রহণ করুক না কেন—
বীর্য্য ও তপপ্রভাবে
স্বভাবের উৎকর্ষে উন্নতও হ'তে পারে,
অপকর্ষে অবনতও হ'তে পারে,
জীবনে উৎকর্ষ-পদক্ষেপেই
যদি চ'লতে চাও—
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে

বাক্, চিন্তা ও চলনে
ইষ্টানুগ পথেই চ'লতে থাক—
বিহিত উৎকর্ষী-পরিণয় ও তপে লক্ষ্য রেখে। ২৩৩১।
২০।৮।১৯৫০, বেলা ৭-৩০

সন্ধিৎসার সহিত
চকিত ও বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে দেখ—
কোথায় কী হ'চ্ছে
আর, কেই বা কী ক'রছে,
তা'তে ভালই বা কী হ'তে পারে—
মন্দই বা কতখানি গড়াতে পারে,
মন্দ বা সাঙ্ঘাতিক হ'তে পারে
এমনতর কিছু বিবেচনায় এলেই
সক্রিয় আগ্রহাতিশয্য নিয়ে
প্রতিনিবৃত্ত কর তা'কে—
ও-চেষ্টায় বিরত থেকো না,
আর, ভাল বিবেচনায় এলে
আগ্রহ-উদ্দীপ্তির সহিত
উদ্বুদ্ধ ক'রে তু'লো তা'কে,
পার তো, তোমার যোগ্যতানুপাতিক
সাহায্য ক'রতেও পিছপাও হ'য়ো না—
এ-অভ্যাসে তোমারও ভাল
পরিবেশেরও ভাল,
এতে অনেকে যেমন
অনেক আপদ থেকে রেহাই পাবে—
সে-রেহাই তোমার আপদেও
নিরস্ত হ'য়ে থাকবে না;

তাই, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে
মঙ্গলেরই সেবা ক'রে চল—
ইষ্টানুগ পথে দাঁড়িয়ে
অমঙ্গলকে বিহিতভাবে নিরাকরণ ক'রে
—নিরোধ ক'রে
বিরোধে যথাসম্ভব বিরত থেকে। ২৩৩২।
২০।৮।১৯৫০, রাত্র ৯-৩০

তুমি যা' চাও
তা' পেতে গেলে
তোমাকে চ'লতে হবে সেই পথে
সুসম্পন্নতায়—
যা' চাচ্ছ
যেমন ক'রে তা'কে মূর্ত্ত ক'রতে পারা যায়
তেমনি ক'রেই,
—নয়তো, তা' পাওয়া যাবে না,
ঈশ্বরের দোহাই দাও আর দোষারোপই কর—
ঐ দোহাই বা দোষারোপ
যতটুকু ঐ পাওয়ার অনুবর্ত্তিতায়
তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে
—পাবেও সেইটুকু,
বিধির রাজ্যে ফাঁকিবাজীর জায়গা নেইকো—
ঠিক জেনো তা',
তোমার ফাঁকিবাজী
তুমি যা' চাচ্ছ তা'কে পাওয়ায়
হয়রাণ ক'রে তুলবে তোমাকে—
ব্যর্থ ক'রে তুলবে—

তা' ছাড়া আর কিছু নয়;
তাই বলি, যদি চাওই—
সুষ্ঠু সম্পন্নতার সহিত
সেই পাওয়াটাই যা'তে মূর্ত্ত হয়
এমনতর ক'রে তা' কর,
নইলে হবে না। ২৩৩৩।
২১।৮।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

নিথর প্রীতি
খানা-ডোবার জলের মত
স্রোতবিহীন পচনশীল,
খর প্রীতি
উচ্ছল স্রোতস্বতী,
তাই, সে
সন্ধিৎসু, চকিত, সতর্ক ও সাবধানী—
প্রিয়কে বজায় রেখে তা'র সম্বর্দ্ধনপ্রয়াসী—
সজাগ-ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন—
টাটকা—চির নবীন—
অচ্যুত-অনুবর্ত্তনপ্রবণ;
তোমার প্রীতি যদি থাকে কোথাও—
তা'কে নিথর ক'রে রেখো না,
খর ক'রে তোল,
উচ্ছল ক'রে তোল,
সজাগ, সন্ধিৎসাপ্রবণ, বোধিপ্রাণ ক'রে তোল,
—তুমিও সার্থক হবে প্রিয়তে,
তোমার প্রীতিও সার্থক ক'রে তুলবে

যোগ্য-সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে উভয়কে—
সপরিবেশ—উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে। ২৩৩৪।
২১।৮।১৯৫০, বেলা ৯-১০

দুর্ভোগ যেখানে যেমন
স্থযোগ-স্থবিধা-সদনুবর্ত্তিতা
ও প্রাজ্ঞোপসেবনে
বিভ্রান্তি, ব্যতিক্রম ও অব্যবস্থিতি
সেখানে তেমনতরই,
এমনতর নমুনা দেখেই
বুঝতে পারা যায়—
গড়াতে পারে তা' কোথায়
ও কেমনতরভাবে। ২৩৩৫।
২২।৮।১৯৫০, বেলা ৯-২৫

যে-নীতিই হোক
যা'ই কিছু হোক—
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে
সামঞ্জস্য ক'রে
সত্তাসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
অর্থাৎ, সত্তাপরিপোষণী হ'য়ে
সার্থক সম্বর্দ্ধনী যা'
—তাই-ই সৎনীতি,
অবশ্য তা' দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী
যত হয় ততই ভাল;
প্রয়োজনমত যদি কোন নীতির
প্রণয়নই ক'রতে হয়—

তবে ঠিকমত তলিয়ে—
মরকোচ দেখে—বুঝে
সার্থক সমন্বয়ী সংযোজনায়
সংশ্লেষী-সঙ্গতির ব্যুৎপত্তি নিয়ে
বিহিত যা' তাই-ই ক'রতে হবে,
দেখো, তোমার নীতি যেন
দুর্নীতির স্রষ্টা হ'য়ে না ওঠে,
দুর্ব্বুদ্ধির হাতে কৌটিক-বাঁকে প'ড়ে
তা' যেন বিকৃত না হয়। ২৩৩৬।
২৩।৮।১৯৫০, বিকাল ৫-৪৫

মানুষকে ফুল্ল ক'রে তুলতে পারবে না—
সেবাসন্দীপনায় সে-দায়িত্বের
বালাই বহন ক'রতেও নারাজ বাস্তবে—
অথচ তুমি কাছে গেলেই
সে বা তা'রা তোমার সাথে কথা কইল না
আদর-আপ্যায়িত ক'রল না
খাতির-মুরোদ ক'রল না—
এই ভেবেই তোমার মন খিঁচড়ে গেল—
আপ্যায়িত অনুচর্য্যার দাবী
অহঙ্কার-অভিভূত হ'য়ে
তোমাতে যে বসবাস ক'রছে
তা' বুঝতেও চাও না,
তাই, যদি মানুষকে
আদর-আপ্যায়ন সেবাসম্বর্দ্ধনায়
নন্দিত ক'রে তুলতেই না পার—
অথচ নন্দিত হবার দুর্ম্মদ আকাঙ্ক্ষা

দাবীর আধিপত্যে চালিয়ে দাও—
এতে তোমার অবস্থাই
বিরক্তিকর হ'য়ে উঠবে সবার কাছে,
সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে মানুষ
তোমার আবির্ভাবে—
দরদী হওয়া তো দূরের কথা;
আচার-ব্যবহার, আপ্যায়ন ও আত্মত্যাগে
মানুষকে নন্দিত বা ফুল্ল ক'রে
না তুলতে যদি পার—
তা'দের অনুচর্য্যায় ফুল্ল হবার আকাঙ্ক্ষা
ত্যাগ কর এখনও,
আচার-ব্যবহার-আপ্যায়নে
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায় দিয়ে
তা'দের আপনার ক'রে নাও,
নইলে, ব্যর্থতা অটুট ধিক্কারে
তোমাকে নস্যাৎ ক'রে তুলবে সন্দেহ নেই,
—চাও তো সাবধানে চল। ২৩৩৭।
২৩৮।১৯৫০, রাত্র ৯-৩০

যা'রা অন্যের অভিমতকে
বিষয় ও ব্যাপার-অনুযায়ী ক'রে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনায়
ব্যাখ্যা ক'রতে পারে না
বিহিত সার্থকতায়—
বিষয়ের যা'-কিছুকে
সর্ব্বতোভাবে সঙ্গতিতে এনে

সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
নিঃসন্দেহী অনুকূল সৌষ্ঠবে—
অথচ খাটো হবার সম্ভাবনায়
ঔদ্ধত্য-উদ্ভূত গোঁ নিয়ে
উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা ক'রেও
নিজের অভিমতকে চাপিয়ে দিতে চায়
ব্যক্তিত্ব ও জানার দোহাই দিয়ে,—
এমনতর অজ্ঞবোধি অভিমতের সাথে
অমনতর অন্যের সঙ্ঘাত সুনিশ্চিত,
উভয়েই
বা উভয়ের কেউ-না-কেউ অজান জেনে
একমত যেখানে হওয়া যাচ্ছে না—
সেখানেই এই গলদ প্রায়শঃ,
এদের অভিমত
প্রায়ই বিপাক-আমন্ত্রক হ'য়ে থাকে,
তাই, সহজ-বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে
বিষয়ের পর্য্যালোচনায়
যথাসম্ভব দূরদৃষ্টিতে দেখে
সহজ বোধে যাই-ই সমীচীন হয়—
যদি টের পাও
তাই-ই ক'রতে চেষ্টা কর,
বরং এতে ঠ'কবে কম ;

কাউকে যদি নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়
কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে—
সেই কর্ম্মের প্রত্যেক ক্রমের
সুষ্ঠুতার দিকে নজর রেখে
উদ্দেশ্যে একমত হ'য়ে

বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে তিরোহিত ক'রে
বিহিত সঙ্গতিতে যা'তে তা' নিষ্পন্ন হয়
তেমনতর ক'রে গেলে
দ্বন্দ্ব কম হ'য়ে
শিক্ষায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে
বিলম্ব হয় না—
তা' নিজের দিক দিয়েও যেমন
অন্যের দিক দিয়েও তেমন। ২৩৩৮।
২৪।৮।১৯৫০, বেলা ১১টা

আলাপ-আলোচনা, সঙ্গ-সাহচর্য্য
আচার-ব্যবহার
ও কর্ম্মকুশলতার ভিতর-দিয়ে
বোধিতাৎপর্য্য কা'র কেমনতর—
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
বেশ ক'রে দেখে নিও,
আর, শ্রদ্ধানুগ আনতির সহিত
তোমাতে সে স্বার্থান্বিত কতখানি—
কোন-কিছুতে, কোন-ব্যবহারে
তা'র বিচ্যুতি ঘটে কিনা—
আর, ঘটলেও তা' কী ধরণের
ধীর চিত্তে তা'ও বুঝে নিও,
তারপরে যেমনতর দায়িত্ব নিয়ে
সক্রিয়ভাবে, সময়মাফিক
যে-কর্ম্ম সে বিহিতভাবে
সুসম্পন্ন ক'রতে পারে
তা'তেই নিয়োগ ক'রো,

যা'তে নিয়োগ ক'রছ
তা'কে অবলম্বন ক'রে
অন্যান্য বিষয়ে
দক্ষ হ'য়ে উঠতে পারে যা'তে—
একটু-একটু ক'রে
তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে থাক—
দক্ষ-সমাধানে উৎসাহ দিয়ে,
বিফলতায়—
তা' কেন তা'র বোধ জাগিয়ে
প্রকৃতি-অনুপাতিক প্রবৃত্তিকে অন্বিত ক'রে,
এমনি ক'রেই মানুষকে কৃতী পথে
অভ্যস্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর
কিন্তু যা'রা ঘনঘনই
বিশ্বস্ততার অপলাপ ঘটায়—
দায়িত্বকে অবহেলা ক'রে
ফাঁকিবাজীর ভাঁওতা দিয়ে
তোমাকে বোকা বানিয়ে রেখে
স্বার্থপুষ্টি ক'রতে চায়
তোমারই তফিল মেরে—
ভাবে, তা'র চালিয়াতি তুমি
কিছুই বুঝছ না—
স্পর্দ্ধী-প্রবৃত্তির অনুসরণে,—
—তা'কে কোথাও কোন-কিছুতে
নিয়োগ ক'রতে বিরত থেকো কিন্তু,
নইলে, সে তো নষ্ট পাবেই—
তোমাকেও নষ্ট ক'রে ;
এমনি ক'রে সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে

বক্র ব্যবহারগুলিকে
বেশ ক'রে খতিয়ে
যে-জায়গায় যেমনতর করায়
তা' সুষ্ঠু-সৌকর্য্যসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে
তা'ই ক'রো,
তা'কে বুঝছ—এ-কথা বেশী ক'রে
তা'র সামনে ধ'রো না
বা প্রতিপদক্ষেপে জানিয়ে দিও—
সংশোধনী-প্রেরণাপুষ্ট ক'রে
প্রস্তুতির সহিত
বিরোধের অবকাশ না দিয়ে,
আর, যখন ধ'রবে—
বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়ে
তদনুপাতিক যা' করার তা'ই ক'রো,
সে বুঝতে যেন পারে—
তোমার চক্ষু এড়িয়ে
তা'র চলনই মুশকিল—
শৌর্য্যপূর্ণ সম্ভ্রম-উদ্দীপী
প্রিয়-শাসনে। ২৩৩৯।
২৪।৮।১৯৫০, রাত্র ৭-৪০

অশ্লীল কথা ব'লো না,
অভিশাপ দিও না
বা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে
কা'রও ধর্ম্ম দেখতে যেও না,
কা'রও ন্যায্য-বৈশিষ্ট্যকে
অপমান ক'রতে যেও না—

গুরুজন, মা, বাপ
সন্তানসন্ততি ইত্যাদিকে দূষ্য ক'রে,
—এতে মানুষের সত্তা, অহং
ও সৎসঙ্গতি আঘাত পায়—
এক-কথায়, হৃদয় আহত হয়,
আর, এতে তুমিও হীনম্মন্যতা লাভ ক'রে
হীনগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে। ২৩৪০।
২৫।৮।১৯৫০, বেলা ৭-৩০

মানুষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যানুগ
বৈধী-বিবাহ
সৎ-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
পবিত্রতানিবদ্ধ হ'য়ে
অবাধভাবে অচ্ছেদ্যই হ'য়ে যদি না ওঠে—
তাহ'লে উভয়ের প্রতি উভয়ের
অন্তরাসের উদ্গমই হ'য়ে উঠতে পারে
কমই,—
যে স্থিতিশীল অন্তরাসের ফলে
যৌনাচারকে অবহেলা ক'রেও
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে
স্বতঃ-প্রণোদনার ভিতর-দিয়ে
বিভেদ ও ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও
সম্বন্ধ, সংশ্রব ও সেবা
পোষণ, পূরণ ও পালন-পরিক্রমায়
প্রকৃতিগত কর্ত্তব্যানুপাতিক
আপনিই উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
কেউ কা'কেও ত্যাগ করা সম্ভব

এমনতর চিন্তার উদয়ও
নিন্দনীয় ব'লে মনে হয়—
আভ্যন্তরীণ ও লৌকিক-ভাবে ;
তাই, যেমনতর ক'রেই হোক
বিচ্ছেদপ্রথায় মানুষকে
প্রলুব্ধ করাও মহাপাপ,
অন্তরে ও-স্বীকৃতি থাকলেই
ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়ে
তা' সক্রিয় হ'য়ে ওঠেই
একদিন না একদিন ;
তাই, নীতির পথে
সাবধানে পদবিক্ষেপ ক'রো। ২৩৪১ ।

২৫।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৩৫

সহ্য, স্বার্থান্বিত হওয়া ও সমর্থন
এ তিনই যেখানে অবাধ্যভাবে
পরস্পরকে নিবদ্ধ ক'রে তোলে,—
আত্মীয়তা বা আপ্তস্বীকৃতি—
যত ব্যতিক্রমই হোক
আর, যেমন বিপর্য্যয়ই আসুক—
সানুকম্পী সহানুভূতি নিয়ে
সেবা-তাৎপর্য্যের সহিত
পালন-পোষণ
ও অধ্যবসায়ী পূরণপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে
স্বতঃ ও সলীল গতিতেই চ'লতে থাকে
সেখানে,
অন্তরাস

উদগ্র আহুতি নিয়ে
সন্ধিৎসু চকিত ব্যস্ত পায়ে
পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রেই চলে। ২৩৪২ ।
২৫।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৫৩

যা'র বা যে-প্রয়োজনে
তোমার সব প্রয়োজন সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে
—সেই-ই প্রিয় তোমার বেশী,
অন্তরাসও সেইখানে তোমার,
বাস্তবে তা' না ক'রে
স্বার্থসন্ধিক্ষু হ'য়ে
যদি অন্য কা'রও প্রতি
অনুরাগের মৌখিক অভিব্যক্তি
দেখিয়ে চল—
তা' লোক-ঠকান ভাঁওতাবাজী ছাড়া
আর কিছু না,
কপটপ্রীতির পুরস্কারও কাপট্য—
উপঢৌকনও প্রায় তেমনতর। ২৩৪৩ ।
২৫।৮।১৯৫০, রাত্রি ৭টা

তোমার চরিত্র, চলন ও ব্যবহার
বাক্-অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমের উপস্থাপয়িতা
যেমনতর হ'য়ে উঠবে
সক্রিয় সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তিতে—
তোমার প্রিয়পরম-সহ তুমিও
তেমনিভাবে আদৃত হ'য়ে উঠবে

লোকের কাছে,
তোমার এই যাজী-চরিত্রই
যজন-উদ্বোধনায়
মানুষকে প্রিয়পরমে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে—
তোমার প্রকৃতির অভিনন্দনায়
তেমনতর,
তা' যেমনতর মেকদারের,—
তোমার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গত হ'য়ে উঠবে
তেমনতর মানুষই তাঁ'তে—
বৈশিষ্ট্যবিধৃত সাম্য-সহচর্য্যায়
সুকেন্দ্রিক একাগ্র হ'য়ে
প্রত্যেকে পারস্পরিক অনুকম্পী সক্রিয়তায়। ২৩৪৪।
২৫।৮।১৯৫০, রাত্র ৭-৪০

যে নিজের জন্য
নিজে-নিজেই প্রস্তুত হ'তে যায়—
তা'র প্রস্তুতি ক্রমশঃই ক্ষীণচক্ষু হ'তে থাকে,
নিজেতে নিজে যতই
অভিভূত হ'য়ে উঠবে
আত্মনিমজ্জনে—
তোমার বোধি
সুদূরপ্রসারী তড়িৎ-ঝলক হ'তে
ততই বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে,
সার্থক হবে না—
হবে অভিভূত-মাত্র ;

তুমি তোমার প্রিয়পরমের জন্য
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
প্রস্তুত হ'য়ে চ'লো
আরোর সম্বেগ নিয়ে,—
তোমার প্রস্তুতি ক্রমশঃই
চক্ষুষ্মান হ'তে থাকবে—
সুনিষ্ঠ সাগ্রহ কেন্দ্রিকতায়
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবটাকে দেখে
সুদূরপ্রসারী ঈক্ষণ-তাৎপর্য্যে,
ফলে, বোধিও
প্রত্যেকের যা'-কিছু প্রতিপ্রত্যেকটি নিয়ে
সমগ্রকে অতিক্রম ক'রে
ভূমায় সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
বুদ্ধত্বে উপনীত হবে,
সার্থক হবে তুমি—
সার্থক ক'রে তুলবে ভরদুনিয়াটাকে। ২৩৪৫।
২৬।৮।১৯৫০, বেলা ১০-২০

যেমন, অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
আগ্রহ ও ইচ্ছা বিকীর্ণ হ'তে থাকে—
তেমনি, আগ্রহ ও ইচ্ছার অনুশাসনে
সক্রিয়তা সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকে,
তাই, অনুষ্ঠানকে একদম ত্যাগ করাও
যেমন খারাপ—
তেমনি, অনুষ্ঠানে নিমজ্জিত হ'য়ে
সদনুচর্য্যায় প্রাণবন্ত পদক্ষেপ হ'তে

বিরত হওয়াও তেমনি,
তাই, যা' পেতে
বিহিতভাবে যা' ক'রতে হয়
তা'ই ক'রে যাও। ২৩৪৬।
২৬।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৪৫

যা'রা বিশ্বস্ততার অপলাপ ঘটায়
বা খারিজ করে তা'—
তা'রা যেমন পরিবারের পাপ,
পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও
তেমনি পাপ তা'রা,
বিশ্বস্ততার অপলাপ,
অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতার
উপাসক যা'রা
তা'রা নিজেদিগকে তো
নারকীয় ক'রে তোলেই—
আরও, নারকীয় আমন্ত্রণে
সবাইকে কুহক-কুক্ষিগত ক'রে
নরকযাত্রী ক'রে তোলে—
সাবধান থেকো। ২৩৪৭।
২৬।৮।১৯৫০, বেলা ১১-১০

কাউকে দেবে না কিছু,
ক'রবে না কিছু কারও,
ইষ্টনিষ্ঠ, ধর্ম্মানুগ, লোকহিতী
চরিত্রগন্ধও দুর্ব্বহ তোমার কাছে—
অথচ পাওয়ার প্রত্যাশা

নয়া-নয়া রূপ নিয়ে
প্রতিপদক্ষেপেই চ'লতে থাকে তোমার,
লোক-অনুগ্রহ ছাড়া
একপলও চলে না—
তবুও ইষ্টানুগ, লোকহিতী আত্মনিয়ন্ত্রণ
তোমার কাছে কথার-কথা মাত্র,
তাত্ত্বিকতার রাহাজানি নিয়ে
উদ্ভট ধর্ম্মতত্ত্বের
হালসে বেহাল রকমারি অনুশাসনে
দাবীর তোড়ে
ভাঁওতা দিয়ে
অনুগ্রহ-অবদান কুড়িয়ে নিয়ে
চ'লতে চাচ্ছ—
মহৎ বোরখার সাজগোজে
নিজেকে আবৃত ক'রে,
ফলে, দেখছ না—
ধিক্কার কী ভ্রূকুটী নিয়ে
তোমার দিকে চেয়ে আছে?—
অপদস্থ হওয়া ছাড়া
তোমার সম্বল কোথায়? ২৩৪৮।
২৬।৮।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থাক,
ইষ্টানুগ চলন তোমাতে
জীয়ন্ত হ'য়ে থাকুক,
এমন শ্রদ্ধার্হ চলনে
তুমি চ'লতে থাক

যা'তে যেই কেন হোক না—
যা'ই করুক না সে—
তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত থাকা
তা'র জীবনে লোভনীয়
ও তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে যেন চলে,
তা'তে এই লাভ তোমার—
কারুর নীরেট তামসী-কালেও
ঐ শ্রদ্ধাসূত্র সাহায্যে
হয়তো তুমি তা'কে
কূলে টেনে আনতে পারবে
যা'তে সে আবার নবজীবন লাভ ক'রতে পারে
নব-অনুপ্রেরণায়,
নয়তো, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তা'কে
কোন্ অন্ধতম গহ্বরের টানে ;
লক্ষ্য রেখো—
দরদী থেকে মানুষের প্রতি। ২৩৪৯।
২৭।৮।১৯৫০, বেলা ৮-২৫

আদর্শানুরতি বা ইষ্টানুরতিতে
অচ্যুত তোমরা—
তা' না হয় বোঝা গেল,
তোমাদের উদ্দেশ্যও' যে
তঁৎস্বার্থান্বিত সর্ব্বতোভাবে—
এ-ও না হয় বোঝা যাচ্ছে,
কিন্তু তঁৎস্বার্থসমর্থনী
যখনই কিছু ক'রতে যাচ্ছ—
বিভেদের সৃষ্টি হ'চ্ছে অমনি

পারস্পরিক মতের স্পর্শাসহিষ্ণুতায়,
সময়, সুযোগ ও সুবিধামত
যুক্তি, ন্যায় ও নীতির সমর্থনে
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ—
তোমাদের উদ্দেশ্য যা'
তা'র স্বার্থসমর্থনে
কোন অন্তরায়েরই কারণ নেইকো,
তবুও মতভেদ বা মতিভেদ কেন
পরস্পর পরস্পরের সমর্থক ও সহায়ক না হ'য়ে ?
যদি নিজের মস্তিষ্ককে
ন্যায্য পর্য্যবেক্ষণে
ন্যায়বিচার ক'রে দেখতে চাও—
দেখতে পার—
অন্তরের অন্ধতম প্রকোষ্ঠে
লুকিয়ে আছে তোমার আত্মম্ভরী ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধতা—
যে ওখানে থেকেই
প্রণোদনা ও সমন্বয়কে
দৃঢ়-বলগায় সংযত ক'রে তুলছে—
তোমার কর্ম্মপদ্ধতি
ঐ প্রবৃত্তিস্বার্থের কষ্টিপাথরে
নিঃশেষভাবে কষিত না হওয়া পর্য্যন্ত,
এতে বুঝতে হবে—
তুমি ঐ আদর্শ ও উদ্দেশ্যে
স্বার্থান্বিত নও আদৌ,
ঐ উদ্দেশ্যসাধনের ভাঁওতায়
তুমি তোমার
অন্তর্নিহিত গোপন আত্মস্বার্থকেই

পূরণ ক'রতে চাচ্ছ ;
যতদিন পর্য্যন্ত ঐ স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
অন্তরে বসবাস ক'রবে তোমার—
সমঞ্জস-অন্বিত চলন
জলুস-চরিত্র নিয়ে
চ'লতেই পারবে না—
পারস্পরিকতায় হাত-ধরাধরি ক'রে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমর্থক ও সহযোগী হ'য়ে,
কাজ পণ্ড করার গুরুঠাকুর
স্বার্থলোলুপ কূটচক্ষু নিয়ে
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—
তোমার দুরদৃষ্টের দাম্ভিকমশক নিয়ে
প্রস্তুত হ'য়ে,
পালাও এখনও—যদি বাঁচতে চাও,
নয়তো, ভাগ্যহীন দুরদৃষ্টের দল বাড়িয়ে
লাভ কী ? ২৩৫০ ।
২৭।৮।১৯৫০, রাত্রি ৮·২৫

যা'কে তুমি ভালবাস—
যে বা যিনি তোমার আপনজন—
তা'র স্বার্থ, শুভ-সমর্থন
ও উপচয়ী সম্বর্দ্ধনা
সহজ ও স্বতঃ হ'য়ে
তোমার অন্তরে সজাগই থাকে,
যেখানে যেটা ভাল দেখ—
তা'র অনুকূল যা'
অমনি তা'র কথা মনে পড়ে,

নিন্দা, কুৎসা, স্বার্থহানি
ও তাঁ'র পক্ষে লোকসানী যা'-কিছু
এমন-কিছু দেখলেই বা শুনলেই
তা' আমলই দাও না—
আমল দেওয়া তো দূরের কথা
সহ্য করাই অসম্ভব তোমার কাছে,
—ভালবাসার প্রকৃতিই এমনতর ;
তুমি অচ্যুত ইষ্টানুগ হও,
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ
যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁ'র স্বার্থে, সমর্থনে,
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
সক্রিয়ভাবে,
তাঁ'র অপলাপী যা'-কিছু—
যা'তে তাঁ'র প্রতি
কুৎসিত কালিমা আসে—
তোমার চরিত্র হ'তে বিদায় ক'রে দাও
সর্ব্বতোভাবে তা',
আর, তাঁ'র অনুকূলে যা'
তা' সংগ্রহ ক'রে
তোমার বোধিতে ঘনীভূত ক'রে রাখ,
চল, বল, কর তেমনতর
তপঃপ্রাণতাকে আপ্রাণ ক'রে
সক্রিয় সাধনায়,
—ওকেই তো বলে যুক্ত হওয়া,
তোমার যোগিত্বও তো ঐখানে ;
ঐ আনতি-ঘন বোধি তোমার

প্রজ্ঞা-সার্থকতায়
ভূমায় ভূতমহেশ্বরের স্পর্শ লাভ ক'রে
দিব্য-ব্যক্তিত্বে
দিব্যজীবনের বীজস্বরূপ
ভরদুনিয়াকে
দিব্য-উদ্গমে উদ্গত ক'রে তুলবে। ২৩৫১।
২৮।৮।১৯৫০, বেলা ৮-১০

প্রীতি যেমন নিভাঁজ—
প্রিয়ের উপস্থাপয়িতাও তেমনি
শুভস্বার্থী, সুসমর্থক, উপচয়ী,
সম্বর্দ্ধনাপ্রয়াসও তেমনি
সহজ, সুকেন্দ্রিক ও অচ্যুত-সলীলগতিসম্পন্ন,
প্রিয়প্রতিষ্ঠায়
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ও তেমনতর,
অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
ভূত ও ভবিষ্যতের বিবেচনা-সহ
কর্ম্মতৎপরতাও তেমনি স্বতঃ-প্রকৃতিগত,
—তাই, অনাবিল প্রীতি
স্বর্গীয় সবারই কাছে। ২৩৫২।
২৮।৮।১৯৫০, বেলা ১২টা

কাম-কামনার ক্ষুধাসঞ্জাত যে-প্রীতি
অর্থাৎ, প্রবৃত্তিপরবশতা-সম্ভূত যে-প্রীতি
তা' চিরদিনই সঙ্কীর্ণস্বার্থ
কপট ও ভীতিসঙ্কুল,

সুবিধা পেলেই
বা কখনও কোন-না-কোন ব্যাপারে
লেলিহান দ্বন্দ্ব উথলে উঠলেই
সেই প্রিয় তোমাকে গ্রাস ক'রে ফেলবে,
আর, সে অপারগ হ'লে
হয়তো তুমি তা'কে গ্রাস ক'রে ফেলবে
বা দুইজনই সাঙ্গ-আলিঙ্গনে
নিকেশ হবে ;
বুঝে সাবধান হও,
সময় থাকলে এখনও নিজেকে বাঁচাও। ২৩৫৩।
২৮।৮।১৯৫০, দুপুর ২-২

ধাপ্পাবাজীর পোষাকী খোলসে
কপট চালে যা'রা
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে—
অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার
বেড়া দিয়ে নিজেদিগকে আবৃত ক'রে—
বাহাদুরীর চালিয়াত চালে
তা'রা নিজেদের তো প্রতারিত করেই,
তা' ছাড়া, প্রবঞ্চনার এমন গড়খাই সৃষ্টি করে
পরিবেশকে ঠকিয়ে
—যা'র ফলে, একদিন চক্রবৃদ্ধি-হারে
তা'র স্বার্থোপকরণ যা'-কিছু
সেগুলি তো নিকেশ পায়ই,
আর, নিকেশের নিকাশী-যজ্ঞে
নিজদিগকে আহুতি দেওয়া ছাড়া
অন্য পন্থা কমই বিদ্যমান থাকে

তা'দের সম্মুখে ;
মূঢ় বেকুব চালাক যা'রা—
অল্পবুদ্ধির চালবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে
পরিণাম বিপদসঙ্কুলই ক'রে তোলে—
বঞ্চনা ক'রে, বঞ্চিত হ'য়ে। ২৩৫৪।

২৮।৮।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

অযাচিতভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ
যতই অজচ্ছল পাও—
তা'তে তোমার লাভ কী ?
ঐ পাওয়া বিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে না তোমায়
তাঁ'তে,
তাঁ'কে দেবার, পূজা করবার
অদম্য আগ্রহের সাথে
আত্মনিবেদনের সাথে
তোমার যোগ্যতাকে
অজচ্ছল উপচয়ী ক'রে
ঐ যোগ্যতা, মায় তা'র উপচয়ী অর্জ্জনকে
পুষ্পাঞ্জলি ক'রে
তাঁ'রই নন্দনায়
নন্দিত হ'য়ে যত উঠতে পারবে—
সত্তা
সার্থকতায় বিবর্ত্তিতও হ'য়ে উঠবে
ততই তাঁ'তে,
তাঁ'র আশিস অশেষ আগ্রহে
সাত্ত্বিক সার্থকতায়
দিব্য-অভিনন্দনে

সুষমামণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
তাঁ'তে অমনতর অবদানই হ'চ্ছে
সত্তাপুষ্টি বা আত্মপুষ্টি—
যা' বিশ্বতে বিছিয়ে পড়ে
উদ্গতির অভিনন্দনে,
সুকেন্দ্রিক আন্তরিক আগ্রহের সহিত
তাঁ'কে দিতে পারার তাৎপর্য্যই
এখানে। ২৩৫৫।
২৯।৮।১৯৫০, বেলা ৮টা

তুমি যে-কোন আয়তনের
প্রতিষ্ঠাতা হও না কেন—
তা' শিল্পায়তনই হোক
শিক্ষায়তনই হোক—
বা শাসন ও সেবায়তনই হোক—
বর্ণানুক্রমিক নিয়োগ-ব্যবস্থা যদি কর
সহজাত-সংস্কার-অনুপাতিক—
যেমন গবেষণা, নীতিপ্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ,
এক-কথায়, ইষ্ট ও পূর্ত্ত-বিষয়ক যা'-কিছু
তা'তে যদি বিপ্রদিগকে নিয়োগ কর,
শাসন, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে
যদি ক্ষত্রিয়দিগকে নিয়োগ কর,
ও অর্থকরী যা'-কিছু
সেখানে বৈশ্যদিগকে নিয়োগ কর—
মায় হিসাব-নিকাশ শুদ্ধ,
এবং শারীরিক যোগ্যতা
ও বোধিপ্রসূ উপচয়ী শ্রম-চালনায়

শূদ্রদিগকে নিয়োগ কর,
আর, প্রত্যেক বিভাগের
এক-একটি যোগ্য ও জলুসওয়ালা ব্যক্তিত্ব নিয়ে
একটা নিয়ন্তৃ-সংসদ সৃষ্টি ক'রে
তা'দের উৎকর্ষী পরিচালনায়
ঐ আয়তনকে

সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে চাও,—
তবে আজকের দিনেও দেখতে পাবে—
তোমার ঐ আয়তন
সম্বর্দ্ধনী পদক্ষেপে
যৌথ ও যুক্ত অন্তরাসী সহযোগিতায়
উন্নত পদবিক্ষেপে চ'লতে থাকবে হয়তো ;
এটা কিন্তু এখনও পরীক্ষাযোগ্য,
কারণ, যে-কোন আয়তন
বা সংস্থাই বল না কেন—
পূরণ, রক্ষণ, পোষণ ও অনুচর্য্যা
এই চার ভাগে তা'কে বিভক্ত ক'রতে হবে
এবং এই চতুঃসংস্কৃতিই
সংস্থা বা আয়তনের জীবন,
পরিবেক্ষণী উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
উপচয়ী উন্নত অর্জ্জী-চলনে
সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনায়
যতই তা'কে চালিত ক'রে তুলতে পারবে
উপযুক্ত গণসহযোগিতায়—
সংবর্দ্ধনা সহজ হ'য়ে
ততই তোমার নিকটে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে,
আর, এই অন্তরাসী সংহতি

যত সত্বর শক্ত হ'য়ে উঠবে—
আয়তনের সমৃদ্ধিও
ততই ত্বরিত, অটুট হ'য়ে উঠবে,
আর, ওটা যতটুকু বিলম্বিত—
বিলম্বও হ'তে পারে ততটুকু। ২৩৫৬।
২৯।৮।১৯৫০, বেলা ১০-২০

সহজাত-সংস্কারোচিত
অর্থাৎ, স্ববর্ণোচিত কর্ম্মে
নিজেকে নিয়োজিত করাই শ্রেয়—
এতে মানুষের যোগ্যতা ও ধী
সহজ পদবিক্ষেপে
স্পষ্ট ও অটুটভাবে উন্নত হ'য়ে চলে,
জনগণও তা' হ'তে
উপকৃত হ'য়ে উঠতে পারে বহুলভাবে ;
লোভের আবগারীতে দাঁড়িয়ে
বর্ণমর্য্যাদাকে ধ্বংস ক'রে
সম্ভাব্যতার দোহাই দিয়ে
তা'তে যা'রা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে—
তা'রা ক্ষতিরই অধিকারী হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ,
তা'দের সম্ভাব্যতা
অপব্যয়েই
অপলাপেই নিমজ্জিত হ'য়ে চলে ;
সত্তায় যা' সহজ হ'য়ে আছে—
শক্তিও সেখানে সহজ,
সম্ভাব্যতাও সেখানে বেশী,

তা'র ব্যতিক্রম ক'রে
সম্ভাব্যতার লোভে
যা' প্রকৃতিগত নয়
তা'কে আলিঙ্গন করা

বাস্তব সম্ভাব্যতাকে
চোরাবালুতে ডুবিয়ে দেওয়া ছাড়া
আর কিছুই নয় ;

বোঝ, দেখ—
যা' ভাল বিবেচনা হয় কর। ২৩৫৭।
২৯।৮।১৯৫০, বেলা ১০-৪০

যে-কোন বিদ্যাই হোক,—
হাতেকলমে যা' ক'রতে হয়
তা'কে আগে হস্তগত ক'রে তুলতে দাও—
জন্মগত সংস্কারের পরিচর্য্যায়
উপযুক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত,
পরে যন্ত্রে হাত দিতে
অভ্যস্ত ক'রে তু'লো
তা'র মরকোচী তাৎপর্য্য-সহ—
যা'তে, ঐ যন্ত্রের পরিচর্য্যা ও নিয়ন্ত্রণে
অন্যের সাহায্যের কমই প্রয়োজন হয়
—এমনতর ক'রে,
দেখবে, দক্ষ-যোগ্যতা
উৎসারণী নৈপুণ্যে
উত্তম অভিগমনেই চ'লবে,
হাতে উপযুক্ত না হ'লে

যন্ত্রের অভাব মানুষকে
খোঁড়াই ক'রে দেয় প্রায়শঃ। ২৩৫৮।
২৯।৮।১৯৫০, দুপুর ১২-১৫

ফলপ্রত্যাশা
আতিশয্যে যতই তোমাকে
অভিভূত ক'রে তুলবে—
কর্ম্মপ্রবৃত্তি যোগ্যতা-অর্জ্জনে
ততই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ফলে, ঐ ফলপ্রত্যাশা
তোমাকে নিষ্ফল ও হতাশই
ক'রে তুলবে,
তাই, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। ২৩৫৯।
২৯।৮।১৯৫০, দুপুর ২-৩০

শাসন-সংস্রবের অধীনে
কর্ম্মী-সংগ্রহ ক'রতে হ'লেও
প্রত্যেক কর্ম্মীর আবেদনপত্রের সহিত
তা'র নিজের অন্ততঃ সাত পুরুষের
পিতৃকুল ও মাতৃকুল
এবং তা'দের কর্ম্মপরিচয়-সহ
আবেদনপত্র দাখিল করা
সমীচীন মনে হয়,
আর, বিবেচিত হ'লে
উত্তমকেই নির্ব্বাচিত বা মনোনীত করা উচিত—
জ্ঞান, যোগ্যতা ও উপযোগিতা-মাফিক ;
নির্ব্বাচিত বা মনোনীত যা'রা
গুপ্ত-অনুসন্ধানে

উপযুক্ততা স্থিরীকৃত হ'লে
তা'দের স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে,
—এমনতর সংগ্রহে প্রায়শঃই
সুষ্ঠু কর্ম্মী-সংগ্রহের সম্ভাব্যতাই বেশী,
আর, সুষ্ঠু কর্ম্মীদের সৌষ্ঠব-চলন
দেশকেও সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে। ২৩৬০।
২৯।৮।১৯৫০, দুপুর ২-৩৫

কোন উদ্দেশী অভিযানে
প্রাজ্ঞ, বোধিদক্ষ শ্রম ও প্রস্তুতি
যদি তোমাতে উচ্ছল সংহতি নিয়ে
অচ্ছেদ্যভাবে সঙ্গত থাকে—
আর, বাধাকে অতিক্রম ক'রে
অনায়াসে তা' কৃতকার্য্যতায় পৌঁছিতে পারে—
সময়, সুযোগ ও সুবিধা যদি দেখ
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে—
তবে অগ্রগতি থামিয়ে দিও না,
চ'লতে থাক,
আর, থামতে হ'লেও
এমন প্রস্তুতি যেন মজুতই থাকে তোমাতে—
ঐ থামা যেন বিপদ-আমন্ত্রক না হয়,
বরং তা'
সৌকর্য্যকুশলই ক'রে তুলতে পারে
তোমাকে,—
এতে কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে। ২৩৬১।
২৯।৮।১৯৫০, বিকাল ৩টা

যা'কে আপন ক'রতে চাও
আত্মীয় ক'রতে চাও যা'কে—
তা'র প্রতি অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
দিয়ে তৃপ্তি পাও—
নিজের স্বার্থের যা'
সম্ভবমত তা' দিয়েও,
তা'র শুভ সমর্থনী হও,
পোষণ ও পালন-তৎপর হও,
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনমুখর হও—
তোমার সামর্থ্যমাফিক,
তা'র নিন্দা, কুৎসা, স্বার্থহানি ও লোকসান
নিরোধ কর সর্ব্বপ্রযত্নে,
তোমার শাসন ও ভৎর্সনাতেও
যেন প্রীতি থাকে,
এ-ব্যবহারগুলি বজায় রেখে
যখন যা' করার প্রয়োজন—
তোমার আপন-লোকের প্রতি
যেমন কর
তেমনি ক'রো,
আর, এটা
তোমারই প্রণোদনার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিকভাবে
স্পষ্টতর হ'য়ে উঠবে যতই—
আত্মীয়তাও পরিপুষ্টি পাবে তেমনতরই,
আত্মীয়তা যদি থাকে
ঐ সূত্র-নিবদ্ধ হ'য়েই থাকবে,
নয়তো, যে যাবার সে যাবেই—

বিশ্বস্তিহারা, স্বার্থসন্ধিক্ষু,
অকৃতজ্ঞ স্বভাবসঞ্জাত প্রকৃতি-অনুপাতিক। ২৩৬২।
২৯।৮।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

কা'রও অনভিপ্রেত
যদি কিছু ক'রে থাক—
তা' তোমার অপারগতাবশতঃই হোক,
বাধ্য হ'য়ে নিজের সুবিধার জন্যই হোক
বা অন্য কোন কারণেই হোক—
তা'তে যদি
তোমাকে কেউ দোষারোপ করে
বা ভৎ'সনাই করে—
সে-দোষারোপ বা ভৎ'সনা যদি
অন্যায়, অন্যায্য,
স্বার্থাতুর অন্ধপ্রবৃত্তিসম্পন্ন একদেশদর্শীও হয়,—
আর, তোমাতে সহানুভূতিসম্পন্ন সমর্থক
যদি কেউই না থাকে সেখানে
এবং যদি তোমাকে নিজেকেই
নিজের সমর্থন ক'রতে হয়,—
প্রথমে তুমি নিজেই
যে বা যাঁ'রা
তোমার প্রতি দোষারোপ ক'রছে,
তিরস্কার বা ভৎ'সনা ক'রছে—
বাক্য ও ব্যবহারে তা'দের প্রতি
সহানুভূতিসূচক অভিব্যক্তি নিয়ে
তা'দের ওরূপ করার সম্ভাব্যতা কেন
তা' ফুটিয়ে তুলে—

বিষয়, ব্যাপার, অবস্থা, ব্যবহার
ও স্বার্থসমর্থনী ব্যতিক্রম ইত্যাদির
পূর্ব্ব ও পরের সঙ্গতি রেখে
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
তীক্ষ্ণ বিনয়ী বীর্য্যবত্তার সহিত
ন্যায় ও যুক্তির সুষ্ঠু সঞ্চালনে
এমনতরভাবে তোমাকে সমর্থন ক'রবে—
যা'র ফলে, লেশমাত্র বিবেকদীপ্তিও
যদি কা'রও ভিতর থাকে
সে তোমাতে আনত না হ'য়েই পারবে না—
অবশ্য, স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-অভিভূত
আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্যবুদ্ধিসম্পন্ন অন্ধ ছাড়া ;
বুদ্ধিমত্তার সহিত যতই
এমনতর রকমে চ'লতে পারবে—
বিড়ম্বনা ততই তোমাকে
কমই বিফল ক'রতে পারবে,
দ্রোহ-আক্রমণ
কাঠিন্য লাভ ক'রতে পারবে না
এবং তা' তোমাকে
আত্মপ্রসাদ হ'তে বঞ্চিত ক'রতে পারবে
কমই। ২৩৬৩।
৩০।৮।১৯৫০, রাত্র ৯-৩০

বিপাক, বিড়ম্বনা বা রাগদ্বেষের ভিতরেও
তোমার চরিত্র যেমন অভিব্যক্তি দেবে—
তা'ই তোমার অন্তরের অভ্যস্ত রূপ। ২৩৬৪।
৩১।৮।১৯৫০, বেলা ৮-৪০

যদি সংসারীই হ'তে চাও
কৃতী হ'য়ে জীবন নির্ব্বাহ ক'রতে চাও—
তবে যোগ্যতার অনুচর্য্যায়
জীবনকে যোগ্য ক'রে তুলতে হবে,
ইষ্টানুগ পন্থায় নিজেকে বজায় রেখে
মানুষে সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হবে,
তা'দের প্রতি অনুকম্পী হ'য়ে উঠতে হবে—
বৈশিষ্ট্যপোষণী কৃষ্টিপালী তপঃপ্রাণতা নিয়ে,
শ্রদ্ধার্হ চলনে
বাক্-ব্যবহার-সেবায়
দানে-আদানে-প্রদানে
প্রতিপ্রত্যেককে তোমাতে
অনুকম্পী ক'রে তুলতে হবে
সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলতে হবে—
পরস্পরকে পরস্পরে অন্তরাসী ক'রে,
প্রত্যেককে আপ্তীকৃত ক'রে নিয়ে
সংহত ক'রে তুলতে হবে তোমাতে—
ইষ্ট বা আদর্শে
সক্রিয় সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধোচ্ছল সেবাসন্দীপনায়
নিজেকে নিয়োগ ক'রে
যোগ্যতার উপচয়ী অর্ঘ্যে
নিজের জীবনে জীয়ন্ত রেখে তাঁ'কে—
যা'তে তোমাকে দিয়ে
তোমাকে পেয়ে
প্রীতি-উচ্ছল অনুকম্পী আনতি নিয়ে
প্রেরণাপুষ্ট সম্বেগ-উদ্দীপী হ'য়ে
তোমার পরিবেশ তোমাতে

আপ্রাণ ও আন্তরিক হ'য়ে ওঠে
বাস্তব ব্যবহারে ;
ফলে, বাড়বে শৌর্য্য,
বাড়বে সম্পদ,
হবে তীক্ষ্ণ বিনয়ী বীর্য্যবান,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
তোমাতে বাস্তব আকার নিয়ে
সপরিবেশ তোমাকে অভিনন্দন ক'রে চ'লবে,
ধন্য হবে তুমি,
ধন্য হবে তোমার পরিবেশ,
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার সব
যা'-কিছু নিয়ে ঈশ্বরে,
নয়তো, ব্যর্থতা
ক্ষুদ্রস্বার্থী বিকৃত মস্তিষ্কে
বিচ্ছিন্নতায় নিঃশেষ ক'রে তুলবে তোমাকে। ২৩৬৫।

৩১।৮।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

শরীররক্ষার জন্য
কতকগুলি খাদ্য ও লওয়াজিমার প্রয়োজন,
আবার, তা' আহরণে
কতকটা শ্রমের প্রয়োজন
এবং ঐ শ্রমই যোগ্যতা,
অন্যকে অনেকখানি পোষণ দিয়ে
তা' হ'তে নিজের পোষণীয় সংগ্রহ ক'রতে হয়—
সময় ও সামর্থ্যের
বোধকুশল উপচয়ী সদ্ব্যবহারে ;
তা'ই বুঝে

যা' হ'তে তুমি পোষণোপকরণ পাচ্ছ—
জীবন-নির্ব্বাহ ক'রছ যা'কে দিয়ে—
তা'কে রাখতে হ'লে
তা'র পোষণ ও পুষ্টির জন্য
তা'কে উপচয়ে উদ্বর্দ্ধনশীল রাখবার জন্য
কী ব্যুৎপত্তি নিয়ে
কেমনতর
কতখানি শ্রম ক'রতে হয় তোমাকে—
সমীচীন চক্ষু নিয়ে
তা' নির্দ্ধারণ ক'রো—
তেমনতর অন্তরাসী হ'য়ে তা'র প্রতি,
—তবেই তো তোমার পুষ্টি
জীবনীয় হ'য়ে চ'লতে পারবে,
ওখানে যেমনভাবেই হোক না
ফাঁকি যতখানি—
তোমার পুষ্টিপ্রবাহ
মৃদুগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে তেমনতরই,
আর, ঐ ফাঁকিই হ'চ্ছে শোষণবুদ্ধি ;
না-ক'রে
যদি অপরের উপর দিয়ে চ'লতে চাও—
সেটা তা'র বা তা'দের প্রতি
নিষ্ঠুর প্রীতি,
তা'তে তুমিও নিকাশের পথে। ২৩৬৬।
১।৯।১৯৫০, বেলা ৮-৫

যে তোমাকে ভরণ করে না
সেবাসম্বর্দ্ধনায়,

কেবল ভূতই হ'তে চায়,—
সে কৃতজ্ঞও নয়—
তোমাতে নির্ভরশীলও নয় অন্তরে। ২৩৬৭।
১।৯।১৯৫০, রাত্র ৮-১০

সম্বেগী-অন্তরাসসম্পন্ন প্রীতির মতন
প্রিয়র উপস্থাপক
সুসমর্থ স্বার্থ ও সম্মানের প্রতিষ্ঠাতা
কমই কিছু আছে,
প্রীতি যেখানে উচ্ছল
এই প্রবৃত্তিও সেখানে স্বতঃ ও সচ্ছল,
যেখানে তা' নাই—
প্রীতির বড়াই সেখানে
স্বার্থসন্ধিক্ষু ছলনাসন্দীপী ছাড়া
আর কিছুই নয়,
তেমনতর প্রীতি প্রিয়র উপস্থাপক তো নয়ই—
বরং উপদ্রবী। ২৩৬৮।
১।৯।১৯৫০, বেলা ১১-১৫

তোমার জীবিকা যা'ই হোক না কেন—
তা' যেন সৎপন্থী হয়,
ইষ্টানুগ হয়,
আর, সেই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
তোমার জীবিকাকর্ম্ম যেন
ধর্ম্মকেই পরিচর্য্যা ক'রে চলে
পরিপালন ক'রে চলে,

তোমার যা'-কিছু সব নিয়েই
সার্থকতায় উপনীত হবে। ২৩৬৯।
২।৯।১৯৫০, বেলা ১০-৪৫

যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
যত পার, বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে চ'লো,
দেখো,
যথাসম্ভব তোমার কর্ম্ম
পরিবেশের কা'রও জীবনচলনাকে
যেন ব্যাহত না ক'রে তোলে—
তা'কে সুনিয়ন্ত্রিত, সংহত, প্রেরণাপুষ্ট ক'রে
উদ্বর্দ্ধনী ক'রে তোলার
প্রয়োজন বাদে,
দ্রোহবেষ্টনীতে বাধা পাবে কমই। ২৩৭০।
২।৯।১৯৫০, বেলা ১১-১৫

বেকুব স্বার্থপর তা'রাই
যা'রা পালক, পোষক বা উৎস যিনি
তাঁ'র স্বার্থে অন্তরাসী না হ'য়ে
সক্রিয় আগ্রহ-উন্মাদনায়—
অবজ্ঞা ক'রে তাঁ'কে—
স্বার্থান্ধ লোলুপতায়
আত্মস্বার্থ হাসিল ক'রতে প্রয়াসশীল
এবং ভ্রাম্যমাণ—
বিফলতা, ব্যতিক্রম, বিধ্বস্তি
তা'দের পুরস্কৃত ক'রে থাকে প্রায়শঃ;

সুস্বার্থপর যা'রা—
সুকেন্দ্রিক তা'রা,
সুনিষ্ঠ তা'রা,
সুকর্ম্মীও তা'রা। ২৩৭১।
২।৯।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

যা'ই কর না—
আত্মপ্রতারণা ক'রতে যেও না,
বিভ্রান্ত অতিশয়ী বা অল্প ধারণায়
নিজেকে অভিভূত ক'রে রেখো না,
অযথা, অকিঞ্চিৎকর যা'
তা'কে বাড়িয়ে তুলে
লোকের অন্তরকে ডুবিয়ে রেখো না,
বরং সবাইকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তোমার কর্ম্মের সহযোগিতায়
তা'দের আপ্রাণতাকে আকৃষ্ট ক'রে তোল—
যা'তে সত্বরই কৃতার্থতায় সার্থক হ'য়ে ওঠা
সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে;
তাই বলি! যা'ই কর, তা'ই কর—
নিজের পা দুটোকে
নিগড়বদ্ধ ক'রে ফেলো না,
জাগ, ওঠ, চল,
গন্তব্য যা' তা'কে অধিগত ক'রে তোল,
তুমিও বাঁচবে—
আর, ও-বাঁচায় যা'রা সংশ্লিষ্ট
তা'রাও বেঁচে উঠবে। ২৩৭২।
২।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-২০

অন্যের অপব্যবহারে অনুপ্রেরিত হ'য়ে
তুমি অপকর্ম্ম কর
এমনতর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী
যতদিনই আছে তোমার—
তুমি ঢিট্ আত্মপ্রবঞ্চক হ'য়েই
ব'সে আছ অন্তরে,
যতক্ষণ নিজের অন্তরের আনাচে-কানাচে
কোন্ সংঘাত কী প্রেরণা প্রসব ক'রে
তোমাকে কেমনতর ক'রে তোলে
তা' ধ'রে
তা'র নিরাকরণ না ক'রতে পারছ
ততক্ষণ তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশুদ্ধই হ'য়ে উঠবে না,
যতদিন সুকেন্দ্রিক ইষ্টনিষ্ঠায়
অন্তরাসী সম্বেগে
সক্রিয় অনুবর্ত্তী থেকে
বেছেগুছে ঐ গুপ্ত ময়লাগুলিকে বের ক'রে
সার্থক সমন্বয়ী অন্বয়ে
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে
ইষ্টার্থে সার্থক ক'রে তুলতে না পারছ—
ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপবিক্ষুব্ধ হ'য়ে
তোমাকে নানান ধাঁজে
নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবেই,
ব্যুৎপত্তিও হ'য়ে উঠবে তেমনতর,
স্বার্থ ও স্বভাবও হ'য়ে উঠবে
অসমঞ্জস, অনর্থক ;
তাই, অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে

অচ্যুত সুকেন্দ্রিক আনতিতে
সুনিয়ন্ত্রণে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায় নিয়ে,
অযথা রাগদ্বেষে
বিচলিত না হ'য়ে ওঠ—এমনতরভাবে,
সমঞ্জসা ব্যুৎপত্তি নিয়ে,
তুমিও সুখী হবে—
অন্যকেও সুখী রাখতে পারবে অনেক। ২৩৭৩।
২।৯।১৯৫০, বিকাল ৩-৫৫

জীবনে
পূরয়মাণ একটা সৎমানুষকে
মুখ্য ক'রে রাখ,
অচ্যুতভাবে অন্তরাসী হ'য়ে থাক তাঁ'তে,
সেই স্বার্থের পরিবীক্ষণে
যা'-কিছুকে বিবেচনা কর
এবং উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল
যা'তে ঐ মুখ্য অন্তরাস তোমার
উপচয়ী পদক্ষেপেই চ'লতে থাকে,
ঐ স্বার্থের অপলাপ যা'তে হয়—
তা' মুখ্যতঃই হোক
বা গৌণতঃই হোক
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে
তা'কে পরিহার কর
বা এড়িয়ে চ'লতে থাক,
শুধু ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ নিয়ে

উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠো না—
বজায়ী প্রয়োজন ছাড়া,
আর, ঐ উপচয়ী মুখ্য বা গৌণ
অন্তরাসসম্পন্ন যা'
তা'কে সংগ্রহ কর—
সমঞ্জস-বিন্যাসে বিন্যস্ত ক'রে
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলে
ঐ মুখ্য অন্তরাসী স্বার্থকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;
চলনকে যদি এতটুকু নজর রেখে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে পার—
আচারে-ব্যবহারে-কথায়-কায়দায়
কুশলকৌশলী পদবিক্ষেপে—
সম্পদ ও স্বার্থ
বিশুদ্ধ সংহতি নিয়ে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে,
মানুষের ধন্যবাদে ধন্য হ'য়ে উঠবে তুমি। ২৩৭৪।

২।৯।১৯৫০, বিকাল ৪টা

শরীর-মনের
সুকেন্দ্রিক সমঞ্জসী সক্রিয়তাই সুস্থি,
আর, তা'ই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। ২৩৭৫।

৩।৯।১৯৫০, বেলা ৭-৫০

ধৈর্য্য ও নিপুণতা নিয়ে
যা' শিখতে চাও তা' শেখ,
যোগ্যতা অর্জ্জন কর,

সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোল—
ক্ষিপ্র-প্রাচুর্য্যে
সময়ের উৎকর্ষী ব্যবহারে,
তোমার কর্ম্ম প্রাণপুষ্ট হ'য়ে উঠুক। ২৩৭৬।
৩।৯।১৯৫০, বেলা ৮-২০

মানুষের অন্তর্নিহিত অন্তরাস
বা চাহিদাকে
যোগ্যতার সৌকর্য্য-সৌজন্যে
উপচয়ী দক্ষতায়
বোধিচক্ষু নিয়ে
সময় ও সুবিধা-মত
সৎপন্থায় বিহিতভাবে পরিপূরণ কর,
প্রাপ্তি-প্রলোভনে
কাউকে নিপীড়িত না ক'রে
নিজেও পীড়িত না হ'য়ে
দ্রোহ সৃষ্টি না ক'রে,
আচার, ব্যবহার ও দক্ষতার আপ্যায়নে
সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ চলনে
শ্রদ্ধার্হ ও আশাপ্রদ হ'য়ে ওঠ সবারই কাছে—
বিহিত প্রাপ্তিকে স্বীকার ক'রে
অতিলোভকে সম্বরণ ক'রে,
অর্থ
সার্থক পদবিক্ষেপে
উল্লসিত ক'রে চ'লবে তোমাকে,
উপার্জ্জনের সজীব পন্থাই এই। ২৩৭৭।
৩।৯।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

লাখ সমীক্ষায় দাঁড়িয়ে
বোধিচক্ষুতে দেখে
নিশ্চয় ক'রে বুঝে রেখো—
পূর্ব্বপূরয়মাণ বৈশিষ্ট্যপালী
বর্ত্তমান যুগপুরুষোত্তম যিনি
অন্তরাসী আগ্রহপ্রদীপ্ত অনুসরণে
তাঁ'তে সংহত হ'য়ে
যতক্ষণ না উঠছ,—
তোমাদের জীবনের পুরশ্চরণ
উৎকর্ষী অভিযানে চ'লতে পারবে না কিন্তু
সক্রিয় চলনে ;
পূর্ব্বতনদিগকে এই বর্ত্তমান যুগপুরুষোত্তমে
যতক্ষণ আবিভূ'ত না দেখবে
যুগোপযোগী আবির্ভাবে—
ততক্ষণ মন্থরই র'য়ে যাবে তোমরা,
আর, ঐ বর্ত্তমানকে অবজ্ঞা ক'রে
যা তাঁ'তে উদাসীন থেকে
পূর্ব্বতন নিয়ে আকাশকুসুমের মত
যতই উপাসনা-তৎপর থাক না কেন—
পূর্ব্বতনের পূজা অবিধিবিচরণেই
চ'লতে থাকবে,
ঈপ্সিত বিবর্ত্তন খ্যাদা হ'য়েই রইবে,
অঙ্গহীন হ'য়ে রইবে,
ক্রমে, গ্লানিকর ভ্রান্তি-নিমজ্জিত হ'য়ে
গ্লানিরই আহুতি হ'তে হবে—
বিচ্ছিন্ন ব্যাহৃতি-নখরে ;
যতক্ষণ ঐ যুগপুরুষোত্তমের

আবির্ভাব না হয়—
কৃষ্টি ও বিবর্ত্তন খিন্ন গতিতেই চ'লতে থাকে
ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতায়—
দিন যত যায় ;
তাই, পুরশ্চরণই যদি চাও
উৎকর্ষই যদি চাও
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধিই যদি চাও—
সংহত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
ঐ পুরুষোত্তমের
ওই-ই জীবন্ত বেদীতে
পূর্ব্ববতনী সব পূজাকে সার্থক ক'রে তোল,
পুরশ্চরণ
পুণ্য প্রবাহে
সম্প্রদায়, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
উদ্বর্দ্ধনমুখর ক'রে তুলবে। ২৩৭৮।
৩।৯।১৯৫০, বেলা ১০টা

নিজেতে ঈশ্বরত্ব আরোপ ক'রে
বা মনকে গুরুতে বরণ ক'রে
নিজেরই ধ্যানে বা নিদেশপালনে
নিরত হ'য়ো না,
এতে-বিবর্ত্তন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তিগুলি স্ফীতিচাঞ্চল্যে
এমনতর বিক্ষুব্ধ প্রেরণা-সংঘাত সৃষ্টি করবে
যে, তোমার অব্যস্থিতচিত্ত হওয়া ছাড়া
পন্থাই থাকবে না,
—এক-কথায়, তুমি তোমাতেই

জমাট বেঁধে উঠবে—
ঐ অপবর্ত্তনে,
এরই ফলে, তোমার শরীর ও মনে
এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রবে যে,
তোমার মনোবেগ ও স্নায়ু
বিধ্বস্ত ও বিবশ হওয়ায়
বিকৃতির বিষম ব্যাঘাতে
আত্মরক্ষা করা কঠিন হ'য়ে উঠবে,
উৎকর্ষী চলন বা উদ্বর্ত্তন
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে—
যদিও তোমার বিকৃত মস্তিষ্ক
যা'ই ভাবুক না কেন,
কারণ, বিবর্ত্তিত বা উদ্বর্ত্তিত হ'তে হ'লেই
তোমার ব্যক্তিত্বের ওপারে
বৈশিষ্ট্যপালী, পূরয়মাণ
এমনতর কোন ব্যক্তিত্বে
কেন্দ্রায়িত হ'তে হবে—
যা'র ফলে, সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি
সমন্বয়ে সামঞ্জস্য লাভ ক'রে
বোধিদীপনায়
সত্তায় গ্রথিত বিজ্ঞানে
বাস্তব চলনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে,
তাই, বুদ্ধং শরণং গচ্ছ ;
তাই বলি, বেকুবী ঔদ্ধত্য নিয়ে
বা হামবড়ায়ী ভগবত্ত্ব-অভিনিবেশে
নিজের সর্ব্বনাশ ক'রতে যেও না—

আর, মানুষকেও ঐ পথের
অভিযাত্রী ক'রে তুলো না,
অমনতর বাদীদের সংশ্রবও
তোমার পক্ষে বিষবৎ। ২৩৭৯।
৩৷৯৷১৯৫০, বেলা ১১টা

প্রীতি যেখানে বেগবতী—
পরাক্রমের বসবাস সেখানে,
আবার, যোগনিবন্ধন
যোগ্যতাও অধ্যুষিত সেখানে। ২৩৮০।
৪৷৯৷১৯৫০, বেলা ৭-৩৫

প্রবৃত্তি তোমার
যতই ক্ষুব্ধ হো'ক না কেন—
তোমাকে তা'র অনুকূলে সমর্থনী ক'রতে
যতই ন্যায়ের অবতারণা করুক না কেন—
হৃদয় আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
যতই বিমুগ্ধ হো'ক তা'তে—
তা' যদি
তোমার আদর্শ, সত্তা, কৃষ্টি ও সংহতিকে
আঘাত দেয়
বা তা'তে অপলাপ আনে,
তা'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায়
বিক্ষোভ নিয়ে আসে,
তা' কিছুতেই ক'রতে যেও না—
বেদনায় বুক ভেঙ্গেই পড়ুক
আর পাথরই হ'য়ে উঠুক;

চ'লবে কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য নিয়ে
সব যা'-কিছুরই শুভ-নিয়ন্ত্রণে
ঐ আদর্শ-কৃষ্টি-সত্তা-সংহতি
ও তা'র স্বার্থপ্রতিষ্ঠায়—
সত্তাপোষণী পন্থায় যেমন ক'রে তা'
সম্পন্ন হ'তে পারে
সমাধা হ'তে পারে—
তা'তে লক্ষ্য রেখে,
তোমার অন্তরতম সত্তা-আকূতি
সব যা'-কিছুর ভিতরেই যেন
আদর্শ বা ইষ্টতে তপঃপ্রাণ হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই পদক্ষেপেই যেন চ'লতে থাকে
তোমার প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপ ;
যদি কৃতকার্য্য হও—
দেখবে একদিন—
তা' কী শৌর্য্য-বিকিরণে
সব যা'-কিছুকে সংহত ক'রে তুলে
আলোক-উদ্ভাসনে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে সব ;
হতাশ হ'য়ো না,
গন্তব্যের দিকে চ'লতে থাক,
গন্তব্যই অগণিত গণপ্রাচুর্য্যে
উৎসারিত ক'রে
ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তুলবে তোমাকে,
বুক যেন কেঁপে ওঠে না
হৃদয় যেন দ'মে যায় না
প্রাণশক্তি যেন পথহারা না হয়—

একদিন পারিজাত-অভিনন্দনে
অভ্যর্থিত হবে তুমি। ২৩৮১।
৪।৯।১৯৫০, বেলা ১১-২০

যে-কোন আন্দোলনই ক'রতে যাও না কেন—
তা' যেন বৈশিষ্ট্য ও সত্তা-পালী হয়,
আর, তা'কে রূপায়িত ক'রতে গেলেই
প্রথমে চাই সেই আদর্শ ও মতবাদে
সুনিষ্ঠ আস্থা বা বিশ্বস্তি—
সঙ্গে-সঙ্গে
শ্রদ্ধার্হ লোকহিতী চরিত্র,
বাক্-ব্যবহারে সমঞ্জসা বান্ধবতা,
আর চাই, উপচর্য্যী যোগ্যতা,
বোধিদক্ষ কুশলকৌশলী নিপুণ কর্ম্মপ্রবণতা,
—অন্ততঃ এতটুকু যা'দের ভিতর নাই—
তা'রা যা'ই করুক না—
ভ্রাম্যমাণ বিভ্রমী চলনে
বিফলতা
উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায়
তা'দের জন্য অপেক্ষা ক'রবেই ক'রবে;
তাই, সুরু থেকেই
উদ্দেশ্যমাফিক জীয়ন্ত চলনে
চলৎশীল হ'য়ে চল—
'সু' সার্থকতা লাভ ক'রবেই কি ক'রবে। ২৩৮২।
৪।৯।১৯৫০, বিকাল ৪-২০

প্রলুব্ধচিত্ত চেতন প্রবৃত্তি
লোভপরবশ হ'য়ে
অহংকে প্ররোচিত ক'রতে থাকে
কুটনীর মত কুট চলনে,
তখন থেকেই অহং এবং প্রবৃত্তির মধ্যে
দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'তে থাকে,
সেই দ্বন্দ্বকে অবসন্ন ক'রে
ঐ কুটনী-প্ররোচনা
অহংকে অপহরণ ক'রে
ঐ প্রবৃত্তি-স্বারূপ্যে অভিভূত ক'রে ফেলে,
সঙ্গে-সঙ্গে
বোধ, বিবেচনা, যুক্তি, ফন্দীফিকির
ঐ দিকেই আনতি নিয়ে
ব্যাপার, বিষয় ও অভিব্যক্তির
বিকৃত পরিবেষণে
আরোপিত আপাত-যুক্তিযুক্ত
এমনতর মিথ্যাজালের সৃষ্টি করে
আত্মসমর্থন ও কর্ম্ম-হাসিলের জন্য
যা'তে পরিবেশ সহজেই বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে
দূরদর্শী সন্ধিৎসার অভাবে,
এমনি ক'রেই
অহং তা'র সাত্ত্বিকতা হারিয়ে
সঙ্কীর্ণ পন্থা অবলম্বন ক'রে
ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠতে থাকে—
একটা অন্ধতমসার আবরণে
গা ঢাকা দিয়ে,
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠত্বের আভিজাত্য ত্যাগ ক'রে

ঐ নিকৃষ্ট যা'
তা'রই উদ্ধত আত্মম্ভরী সমর্থনে
নিজেকে উদগ্র ক'রে তুলে,
আর, উৎকর্ষী যা'
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনী যা'
তা'র প্রতি
তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা, বিদ্রূপ, বিদ্বেষ ও হিংসার
অভিব্যক্তি নিয়ে
নিজের প্রাধান্য বিস্তার ক'রতে,
সে ভাবে, তার মাথা ও মেরু
খাড়া ক'রে দাঁড়াতে
এই পন্থাই তা'র পক্ষে শ্রেয়,
আর, অমনি ক'রেই
পরিবেশকেও বিক্ষোভ-বিদীর্ণ ক'রে তোলে
মরণহাতে মদাত্যয়ী বিষাক্ত আহুতি নিয়ে ;
নিজেকে যদি বাঁচাতে চাও—
শুভও চাও যদি অন্যের—
দ্বন্দ্ব এলেই নির্দ্বন্দ্বে দাঁড়িয়ে ওঠ,
সাবধান হও নিজে—
সাত্ত্বিক পন্থায় সুনিষ্ঠ হ'য়ে
সুষ্ঠু-চলনে,
আর, ঐ বিষাক্ত পরিধিকে
নিরোধ কর, বর্জ্জন কর,
চুরমার ক'রে দাও,
সাপের বিষ কেবল জীবন নষ্ট করে,
ও-বিষ কিন্তু জন ও জাতি-জীবন হন্তা । ২৩৮৩ ।
৪।৯।১৯৫০, বিকাল ৫-১০

তুমি প্রত্যাদেশই পাও—
তপঃপ্রভায় দিব্যদর্শনই পেয়ে থাক—
আর, তা' যতই দিব্যজ্ঞান-উদ্ভাসিতই
হোক না কেন—
যে-মুহূর্ত্তে ইষ্টহারা নিষ্ঠার ঔদ্ধত্য-বিকারে
ব্রাহ্মীপূত জীয়ন্তবেদী-স্পর্শ হ'তে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলেছ—
নিষ্ঠা, আনতি, অনুরাগ ও শ্রদ্ধাকে
প্রবঞ্চিত ক'রে—
যত বড় যা'ই হও না কেন তুমি—
চুলচাটা প্রবৃত্তির বেড়াজালে
তুমি আক্রান্ত হ'য়েইছ,
তোমার তাত্ত্বিকতা
বিকার-বিদ্রূপ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
ঠ'কবেও তুমি, ঠকাবেও কতজনকে—
হামবড়ায়ী ভগবত্তার ভোগবিকার-আকর্ষণে;
সুকেন্দ্রিক অনুরাগ-উৎসৃষ্ট তপশ্চরণে তোমার
ঐ ইষ্টমঞ্চেই
ঈশ্বরের স্ফুট-অভিব্যক্তি হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, তোমার কাছে ঐ ইষ্টই
মায় তাঁ'র আধিভৌতিক যা'-কিছু নিয়ে
প্রাজ্ঞ দর্শনে
ঈশ্বরেরই সাকার অভিব্যক্তি হ'য়ে উঠে থাকেন,
এই ইষ্টনৈষ্ঠিক চলন হ'তে
যতই ব্যাহৃতি লাভ ক'রবে—
প্রবৃত্তির প্রকৃতি-সঞ্জাত ভৌতিক আকর্ষণ

তোমাকে ততই পেয়ে ব'সবে,
যদি সময় থেকে থাকে—
এখনও সাবধান। ২৩৮৪।
৪।৯।১৯৫০, বিকাল ৫-৪০

যখনই দেখছ
সোজা কথা, সোজা বুঝ
বা সহজ যুক্তিযুক্ত যা'
তা' বুঝতে পারছ না—
তা' স্থূলই হো'ক আর সূক্ষ্মই হো'ক,
প্যাঁচোয়া ঘুরপাক-দেওয়া জাবড়া
আকাশকুসুমবৎ অবোধ্য যা'-কিছু
'যা' ধারণাও করা মুশকিল
বা কল্পনাতেও ঠাঁই পায় না
তা' বোঝ বা না-বোঝ
বেশ বুঝে যাচ্ছ—
এটা কিন্তু সেই লক্ষণ—
তোমার মস্তিষ্কের বোধিতাৎপর্য্য
কেন্দ্রহারা, জড়োয়া ও বিকৃতিপ্রাপ্ত,
পাণ্ডিত্য তোমার
বেকুবীর আসন অধিকার ক'রে ফেলেছে ;
যদি বাঁচতে চাও—
বিহিত যা' তা'ই কর,
নয়তো, ভূয়াবাজীর ভূয়া-পাণ্ডিত্যে
ভূয়া-স্বর্গ হ'তে বঞ্চিত হওয়া
সুকঠিন হবে। ২৩৮৫।
৪।৯।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫৫

যে অপ্রাকৃত তত্ত্ব
প্রাকৃত যা'
তা'কে অন্বিত ক'রে তুলতে পারে না,
সমন্বয়ী উদ্বর্ত্তনে
বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না,
নিয়ন্ত্রণ বা সমাধানে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে না—
সে অপ্রাকৃত প্রকৃতির
সত্তা কোথায়—তা' কে জানে? ২৩৮৬।
৪।৯।১৯৫০, রাত্রি ৭-১০

উৎসব মানে শ্রেয়-স্হজনী
সংহতি ও সমাবেশ। ২৩৮৭।
৪।৯।১৯৫০, রাত্রি ৮টা

শুধু দাবীর চাপটে
আভিজাত্যকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে যেও না,
তা' ক'রতে হ'লে
আচার, ব্যবহার ও যোগ্যতার
পরিবেশনেই ক'রো,
বিনীত সৌজন্যে
বর্ণ, কুলসংস্কৃতি বা জাতিকথা
নিবেদন ক'রো—
আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্যপ্রকাশে নয়কো,—
মর্য্যাদা জখম হবে কমই তোমার। ২৩৮৮।
৫।৯।১৯৫০, বেলা ১১টা

মর্য্যাদাই যদি চাও—
সদ্ব্যবহার ও যোগ্যতাকে
অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর,
আর, অন্যকে মর্য্যাদায়
হ্লাদিত ক'রে তোল,
তোমাকে মর্য্যাদা দেওয়াই
অনেকের হ্লাদন-তৃষ্ণা হ'য়ে উঠবে। ২৩৮৯।
৫।৯।১৯৫০, বেলা ১২টা

কে কী অবস্থায়
কতখানি কী স্বার্থত্যাগ ক'রে—দিয়ে—
সহ্য ক'রে সুখী হ'য়েছে—
সেই হ'চ্ছে প্রথম নিশানা—
বাস্তবে তোমার দিকে
সে কেমন কতখানি,
এমনতর কেউ যদি থাকে—
তোমার উদ্দেশ্যের উত্তরসাধক ক'রে
তা'কে কতখানি কেমনতরভাবে নিতে পায়
তা' বিবেচনাযোগ্য ;
যা'রা বাক্‌চর্য্যায়ই
তোমাকে নন্দিত রেখে
আত্মপুষ্টির লওয়াজিমা ক'রে
উপভোগ ক'রতে চায় তোমাকে
—তা'দের দিকে নজর রেখো,
নিঃসন্দেহে নির্ভর ক'রতে যেও না,
দ্রোহও স্থষ্টি ক'রতে যেও না,
যা'কে যেমনতর যতটুকু কাজে লাগিয়ে

তা'দিগকে উপচয়ী ক'রতে পার—
তোমার চলন যেন তেমনতরই হ'য়ে চলে,
নির্ব্বাচনে অনেক সুবিধা পা'বে,
কুশলকৌশলী হ'লে ঠ'কবেও কম। ২৩৯০।
৫।৯।১৯৫০, রাত্র ৭-৩০

আপ্তবাক্য ছাড়া
প্রত্যক্ষভাবে না দেখে
খুঁটিয়ে বিশদভাবে না-বুঝে
কোন-বিষয়ে কোন মত প্রকাশ ক'রতে যেও না,
শুধু দেখাও অনেক সময় ভুল হয়,
রঙ্গিল না হ'য়ে
ব্যাপারকে বিশ্লেষণ ক'রে
তা'র উদ্দেশ্যে পৌঁছে
বিবেচনায় যে-সিদ্ধান্ত আসে—
তা'ই সাধারণতঃ ঠিক বাস্তবভাবে ;
পরোক্ষভাবে যা' শোন
বা পূর্ব্বধারণায় অভিভূত হ'য়ে যা' দেখ—
তা' কিন্তু গলদভরা প্রায়শঃই,
তদনুপাতিক কথা কিংবা কর্ম্ম
ভ্রান্তিমূলকই হ'য়ে ওঠে প্রায়ই,
নিজেও ভ্রান্ত হ'তে যেও না—
আর, ভ্রান্তিকে আশ্রয় ক'রে
কিছু ক'রোও না,
অন্যকেও ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত ক'রো না
এবং ভ্রান্ত-কর্ম্ম হ'তে নিরস্ত রেখো,

নইলে, ও-পাপে তুমিও জ্ব'লবে—
অন্যকেও জ্বালাবে অহেতুকভাবে। ২৩৯১।
৬।৯।১৯৫০, সকাল ৮-৩০

কা'রও দোষের কথা ব'লতে গেলে
তা'কে উদ্দীপী-প্রতিষ্ঠায়
দোষের যা' তা'র অভিব্যক্তি দিও—
স্বল্প ও সহজভাবে তা'র অবতারণা ক'রে
যা'তে ঐ দোষের অপনোদনে
সে আশান্বিত হ'য়ে ওঠে,
আর, ব'লতে হ'লে ব'লবেও
স্মিত-সন্দীপী ভঙ্গীতে,
তোমার উপস্থিতিই যেন
তা'র কাছে স্নেহল হ'য়ে ওঠে,
সে যেন আরামও পায়—
লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হয়,
দোষস্খালনে দৃঢ়চিত্ত হ'য়ে ওঠে,
—এই হ'ল নিরাময়ী পন্থা সাধারণতঃ ;
নইলে, তুমিও তা'তে
দোষবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
সেও তোমার প্রতি
দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
লাভের বেলায় এইটুকুই হবে মাত্র। ২৩৯২।
৬।৯।১৯৫০, বেলা ৮-৩৫

রঙ্গরস-হাসিঠাট্টায়ও
কখনও মানুষের প্রাণে আঘাত দিতে নাই,

যদি দিতেই হয়—
প্রবৃত্তি বা প্রবর্ত্তনায়—
সমালোচনী চক্ষু নিয়ে
সুসংগঠনী তাৎপর্য্যে—
তা'ও ব্যক্তিত্বকে পরিতুষ্ট ক'রে,
—এতখানি সাবধানতা অবলম্বন ক'রে চ'লতে হয়,
তবেই সেটা প্রায়শঃই
উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে সকলেরই। ২৩৯৩।

৬।৯।১৯৫০, বেলা ৮-৪২

আত্মম্ভরী স্বার্থসন্ধিক্ষু ঔদ্ধত্যবুদ্ধিসম্পন্ন যা'রা—
তা'রা পরসহিষ্ণু কমই,
তোয়াজপ্রবৃত্তিসম্পন্ন যা'রা
তা'দের ছাড়া অন্য কাউকে
সমর্থন করাও মুশকিল তা'দের,
কে ভাল, কে মন্দ তা'র হিসাবনিকাশ—
তা'দের কাছে—
সে তা'দের স্বার্থপূরণী তোয়াজবুদ্ধিসম্পন্ন কিনা
তা'র উপর নির্ভর করে,
নিরপেক্ষ পরিবেক্ষণ তা'দের কাছে
কথার-কথা মাত্র,
তাই, কোন-কিছু বা কা'রও সম্বন্ধে
তা'দের অভিমত প্রায়ই ভিত্তিশূন্য;
মানুষের স্বভাব না-দেখে
আচার-ব্যবহার-বোধিতাৎপর্য্য
বিবেচনা না-ক'রে
কোন মতবাদে নির্ভর করাই

বিফলতা-আমন্ত্রণী ;
যা' ক'রতে হয়
বুঝে
মিলিয়ে নিয়ে ক'রো—
নিজে ঠিক থেকে,
বিড়ম্বনা অনেকটাই এড়াতে পারবে। ২৩৯৪ ।
৬।৯।১৯৫০, বেলা ৯-১০

যা'দের জীবনে প্রীতিকেন্দ্র
বা প্রিয়পরম ব'লে কেউ নাই,—
যা'রা যা'-কিছু সব নিয়ে
কাহাতেও অন্তরাসী আবেগ-সহ
প্রীতিনিবদ্ধ নয়,—
নিবিড়ভাবে আপ্ত ক'রে নিতে
পারেনি কাউকে—
পূরণ-পোষণ-পালন-প্রবুদ্ধ
সেবাতৎপরতায়,—
স্বার্থ, শুভ-সমর্থন ও উপচয়ী সম্বর্দ্ধনার
অনুপ্রেরক ব'লে যা'দের কেউ নাই,—
তা'দের জীবন
দাঁড়াহীন, আশ্রয়হীন, বিক্ষেপী,
দুনিয়ায় তা'দের কেউ নাই,
সুখপ্রসূ স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণ
তা'দের জীবনে হ'য়ে ওঠে না,
এ দুনিয়ায় সাথীয়াহারা
বিভ্রান্ত পথিক তা'রা ;
তাই সাবধান !

আশ্রয়হীন হতাশ্বাসের ক্রীড়নক হ'য়ে উঠো না,
দুনিয়ার চোরাবালুতে জীয়ন্ত জীবন নিয়ে
ডুবে যেতে ব'সো না,
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ ব্যক্তিত্বে
প্রীতিনিবদ্ধ হও,
তমসা-বীচি অতিক্রম ক'রেও
দীপ্ত জীবন বইতে পারবে। ২৩৯৫।
৬।৯।১৯৫০, বেলা ৯-৪৮

অনেক মানুষ
ধনী বা বড়লোকের সাথে
সংশ্রবান্বিত হ'লেই—
তা' যে-কোন রকমেই হোক—
বিয়ে ক'রে—বান্ধবতায়,
চাকুরী ক'রে,
বা যে-কোন প্রকারে,—
অবাধ্য অন্তরাসী আগ্রহ-উৎসৃষ্ট
উপচয়ী সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
তাঁ'তে স্বার্থান্বিত না হ'য়েও
তদনুপাতিক মর্য্যাদার দাবী ক'রতে থাকে—
তা' চরিত্র দিয়েও নয়,
বাক্, ব্যবহার বা সৌজন্য দিয়েও নয়,
যোগ্যতা ও বোধিতাৎপর্য্যের অনুশীলনেও নয়,
—এমনতর দাবী
লোক-অন্তর
প্রায়ই নামঞ্জুর ক'রে থাকে—
বিদ্রূপে—অপঘাতে বা তাচ্ছিল্যে ;

তাই, যদি মর্য্যাদাই চাও,—
মর্য্যাদায় উন্নীত ক'রে তোল সবাইকে—
বোধিতৎপরতা ও যোগ্যতার অনুশীলনে
বাক্, ব্যবহার, আচার ও সেবা-সৌজন্যে,
নতুবা, ঐ প্রত্যাশা বা দাবী
ব্যাধি হ'য়ে খাবি খাওয়াবে তোমাকে;
নিজের অন্তরে ও অন্যে
নজর রেখে চ'লো—
বিচক্ষণ পদবিক্ষেপে। ২৩৯৬।
৬।৯।১৯৫০, দুপুর ১২টা

হীনম্মন্য অহং

ঔদ্ধত্য-আত্মম্ভরিতার তোয়াজ
যেখানেই পায়
তা'তেই খুশি থাকে,
আর, নিজের গুরুত্বের কদর কতখানি
তা'ই পরিবেষণ ক'রেই তৃপ্তি পায়,
বিকৃতপ্রবৃত্তি বেকুব-চালাকদের
প্রকৃতি অমনতর,
আদর্শ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়
নিজেকে সার্থক ক'রে তোলা—
তা'রা লোকসান বা বেকুবীই বিবেচনা করে,
বড়াই যতই করুক না কেন—
প্রতিষ্ঠাও পায় না
দরও বাড়ে না তা'দের,
বিদ্রূপ, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের উপঢৌকনে
রৌরব উপভোগ করাই পুরস্কার তা'দের;

তোমার যদি এই প্রকৃতিই থাকে
তা' ঘুরিয়ে ফেল,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাই তোমার জীবনের
অভিযান হোক—
প্রতিষ্ঠা পাবে,
নয়তো, যা' সুবিধা বিবেচনা কর
তা'ই কর। ২৩৯৭।
৬।৯।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫০

ঈশ্বর সবই করেন—
কিন্তু তাঁ'র সৃষ্টি হ'তে
কাউকে তাড়িয়ে দেন না,
তাঁর প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে—
অনুরাগ থাকে—
তুমি তোমার সাধ্যের আওতা হ'তে
কাউকে তাড়িয়ে দিও না—
জীবনীয় যা' নয়
তা'কে নিরোধ ক'রে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে
শুভে সুবর্দ্ধিত ক'রে। ২৩৯৮।
৬।৯।১৯৫০, সন্ধ্যা ৭টা

সুকেন্দ্রিক প্রীতিপ্রসন্ন যোগ্যতাকে অবজ্ঞা ক'রে
অর্থই যদি উন্নতির মাপকাঠি হয়—
বিপাকশাসিত যোগ্যতাহারা জনগণ
যে ক্রমশঃই ধ্বংসের আহুতি হ'য়ে ওঠে,

তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ,
শয়তানী সরীসৃপ-গতি
মদাত্যয়ী ক্ষুদ্র স্বার্থসঙ্কুল
শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে
আক্রমণ-তৎপরতায়
জাহান্নমে তা'দের সমাধি রচনা ক'রে চলে ;
তাই, যোগ্যতাই যেন
তোমাদের মর্য্যাদার মাপকাঠি হয়,
উন্নতির আরতি হয়,
বিশ্রামের চন্দ্রনিকেতন হ'য়ে ওঠে,
সার্থকতা সমর্থ সম্বেগে
উন্নতিকে অবাধ ক'রে রাখবে
ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে। ২৩৯৯।
৭।৯।১৯৫০, বেলা ৮টা

জনন-শাসন যতই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে
অবিধি-সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে
সংস্কৃতির শুদ্ধচর্য্যাহারা হ'য়ে উঠবে—
জন্মও তত দুর্ব্বল, বিপর্য্যয়ী
বিকৃত বিপাকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রবৃত্তিপ্রধান হ'য়ে উঠবে,
সংখ্যাধিক্যও তেমনি অবাঞ্ছিত হ'য়ে উঠবে,
পরিধ্বংসী হয়ে উঠবে,
ফলে, লোকনিয়ন্ত্রণ
দুরূহ ও দুর্দ্দান্ত হওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না,
বিধ্বংসী বিপাক
নীতিহারা অপ্রতিষেধী বিপর্য্যয় নিয়ে

উদ্দাম হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
যোগ্যতাহারা বিকেন্দ্রিক অনাসৃষ্টির
আবির্ভাবে,
ক্ষয়েরই জয় অবশ্যম্ভাবী তখন ;
সংস্কৃতিকে দৃঢ় হস্তে আঁকড়ে ধ'রে
বৈশিষ্ট্যপালী উৎক্রমণী ব্যষ্টি সৃজন ক'রতে
এখন থেকেই অমোঘ হ'য়ে ওঠ,
নয়তো, অসামঞ্জস্য ও বিকৃতি
ধিক্কার-পরিহাসে
নিকেশ ক'রবে সবাইকে—
দুর্ভিক্ষ, দৈন্য ও অন্তর্ঘাতী দুন্দুভি নিয়ে। ২৪০০ ।
৭।৯।১৯৫০, বেলা ৮-২০

সূচীপত্র